ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 13 August, 2024 ■ আগরতলা ১৩ আগস্ট, ২০২৪ ইং ■ ২৮ শ্রাবন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির আধিপত্য বহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। সোমবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট গণনা পর্ব। গত ৮ই আগস্ট ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট গ্রহণ পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। আজ সোমবার ছিল ভোট গণনার দিন। এদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন ব্লকে ভোট গণনার কাজ শুরু হয়। যদিও ৭০ শতাংশের বেশি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেই জয়ী হয়েছে বিজেপি দল।

রাজ্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সরদিন্দু চৌধুরী জানিয়েছেন, এবারের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৪১ টি জিলা পরিষদের আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি দল। অপরদিকে পঞ্চায়েত সমিতির ৫০ টি আসনের মধ্যে ৪৮ টি আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি বাকি ২টি আসনে জয়ী হয়েছে সিপিআইএম দল। একইভাবে ২০২ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৬৯ টি আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি দল, ১৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের আসনে জয়ী হয়েছে সিপিআইএম দল এবং পাঁচটি আসনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ১৪ টি আসনে তিপ্রা মথার প্রার্থীরা ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়লাভ করেছে।

তিনি আরো জানান, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ১৭টি আসনের মধ্যে সবকটি আসনেই জয়ী হয়েছে বিজেপি প্রার্থীরা। এদিন পশ্চিম ত্রিপুরার ১৭ টি জিলা পরিষদের ভোট গণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে সবকটি জিলা পরিষদের আসনেই বিজেপি দল জয়ী হয়েছে। বামুটিয়া ব্লক, মোহনপুর জিরানিয়া এবং পুরাতন আগরতলা এবং ডুকলি ব্লকের মোট ১৭ টি আসনে এদিন জিলা পরিষদের ভোট গণনা হয়েছে। এরমধ্যে তিনটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেই জয়ী হয়েছে বিজেপি দল। বাকি ১৪ টি আসনে এবং কংগ্রেস দলের প্রার্থীদের হারিয়ে সিপিআইএম এবং কংগ্রেস দলের প্রার্থীদের হারিয়ে জয়ী হয়েছে বিজেপি দলের প্রার্থীরা।

আগরতলা: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ১০ নং আসনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী কামনা সরকার ৫৪২৭ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। এদিকে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ১১ নং আসনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী কৃষ্ণজিৎ দাস জয়ী হয়েছেন।

প্রসঙ্গত, আজ সকাল থেকেই রাজ্যের ৩৫টি ব্লকে একযোগে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট গণনা শুরু হয়েছিল। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদে ১০ নং আসনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী কামনা সরকার ৫৪২৭টি ভোট পেয়েছেন। ওই আসনে সিপিআইএম ৫২৬টি, কংগ্রেস ৩৪৭টি নোটাতে ৩১টি ভোট পড়েছে।

এদিন জয়ী হয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কামনা সরকার বলেন, জনগণের আশীর্বাদে তিনি বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। আগামীদিনে জনগণের স্বার্থে কাজ করবেন বলে দাবি করেন তিনি।

এদিকে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ১১ নং আসনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী কৃষ্ণজিৎ দাস জয়ী হয়েছেন। কৃষ্ণজিৎ দাসের প্রাপ্ত ভোট ৯২৯০ এবং সিপিআইএম ৫৬৮ কংগ্রেস ৩৮৪ ভোট পেয়েছে। এদিন জয়ী হয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কৃষ্ণজিৎ দাস বলেন, এই জয় জনগণের জয়। জনগণের আশীর্বাদে বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন তিনি। তাছাড়া, বিধায়ক রতন চক্রবর্তীর আশীর্বাদে এই বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ সম্ভব হয়েছে। তিনি এই এলাকার জন্য অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। যার দরুন এই ১১ নং আসনে সিপিএম ও কংগ্রেসের জামানত জব্দ হয়েছে।

ধলাই জেলা: এদিকে ধলাই জেলার জেলা পরিষদের দুটি আসনেই বিজেপির প্রার্থীরা বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। দুটি আসনে বিজেপির প্রার্থীরা জয়ী ঘোষনা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আদালতের নির্দেশে সিপাহীজলার জমি অধিগ্রহণ সংগৃহীত অফিস সিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ আগষ্ট।। জমি অধিগ্রহণের টাকা না মিটিয়ে দেওয়ায় সিপাহীজলা অতিরিক্ত জেলা শাসকের আওতাধীন জমি অধিগ্রহণ সংগৃহীত অফিস সিল করে দেওয়া হয়েছে। সিপাহীজলা জেলা শাসকের কার্যালয়টি জেলা সদর বিশ্রামগঞ্জে অবস্থিত। আদালতের নির্দেশে অফিস্টি সিল করে দেওয়ার ঘটনায় ব্যাপক আলোড়ন ও ছিঃ ছিঃ রব উঠেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় এই সিপাহীজলা ডিএম অফিসটি যে জমির উপর নির্মিত হয়েছে সেই জমির মালিককে জমির মূল্য ৫ কোটি টাকা এখনো দেওয়া হয় নি। জানা যায়, বর্তমানে যে জায়গায় সিপাহীজলা জেলার ডিএম অফিসটি অবস্থিত সেই জায়গার প্রকৃত মালিক অনিল প্লেন্টেশন প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি কোম্পানি। জমির মূল্য না পেয়ে অনিল প্লেন্টেশন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির তরফে ২০২০ সালে আদালতে একটি মামলা করে।

এই জায়গাটির মূল্য ছিল ৫ কোটি টাকার অধিক। দীর্ঘদিন মামলাটি চলার পর জুলাই মাসের ৩০ তারিখ আদালতের এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জর্জ উক্ত মামলার রায় ঘোষণা করেন। আদালতের নির্দেশে সোমবার বিকেলে সিপাহীজলা জেলাশাসকের অফিসে মালিকপক্ষের লোকজন ও উক্ত মামলায় নিয়োজিত উকিল বাবুরা এসে অতিরিক্ত জেলা শাসকের আওতাধীন জমি অধিগ্রহণ সংগৃহীত অফিসটি সিল করে দেন। যতদিন না পর্যন্ত প্রকৃত মালিক জায়গার সঠিক মূল্য পাচ্ছেন ততদিন পর্যন্ত কার্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য তালা থাকবে বলে জানান কোম্পানির নিয়োজিত আইনজীবীরা।

জেলার সর্বোচ্চ সরকারি কার্যালয়ের জমি অধিগ্রহণ সংগৃহীত অফিসটি সিল করা হয়েছে যেটা শুনে হতবাক সাধারণ মানুষ।

গননাকে ঘিরে বিজেপি ও সিপিএমের সংঘর্ষ, আহত উভয় দলের কর্মী সমর্থকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে কাঠালিয়া ব্লকে বিজেপি ও সিপিআইএম-এর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আহতদেরকে মেলাঘর হাসপাতাল থেকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। এই ঘটনাটি কেন্দ্র করে ওই এলাকা এখনো টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, সোমবার সকাল থেকেই বিভিন্ন ব্লকে, ভোট গণনা প্রক্রিয়া শুরু হয়। কাঠালিয়া ব্লকে, ভোট গণনা শুরু হওয়ার পরে থেকেই রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ভাগ বিতন্ডা শুরু হয়। একটা সময় বিজেপি এবং সিপিআইএম দলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সরগরম হয়ে ওঠে গোটা ব্লক চত্বর। বাঁধে সংঘর্ষ। সেখানে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে খন্ড যুদ্ধের সৃষ্টি হয় বিজেপি দলের অভিযোগ সিপিআইএমের কর্মীরা তাদের উপর আক্রমণ করেছে। অপরদিকে সিপিআইএম দলের কর্মীদেরও একই অভিযোগ।

একসময় এই বাকবিতন্ডা হাতাহাতির রূপ নেয়। এতে আহত হন উভয়দলের কর্মী সমর্থকেরা। তাদের উদ্ধার করে প্রথমে সোনামুড়া মহাকুমা হাসপাতালে এবং পরবর্তীকালে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্লক চত্বরে নিরাপত্তা আরো জোরদার করা হয়।

কল্যানপুর ব্লকের তিপরা মথার প্রার্থী ও কর্মীদের গণনা কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এরই প্রতিবাদে রঞ্জিত দেববর্মার নেতৃত্বে তেলিয়ামুড়া-খোয়াই সড়ক অবরোধ করে কর্মীরা। তাদের দাবি, ওই আসনগুলিতে পুনরায় গণনা করা হোক।

ঘটনার বিবরণে বিধায়ক রঞ্জিত দেব্বর্মার অভিযোগ, কল্যানপুর ব্লকের দ্বারিকাপুর ৪টি আসনে এবং পশ্চিম দ্বারিকাপুরের ৯টি আসনের মধ্যে সকাল থেকে ভোট গণনা চলছিল। কিন্তু হঠাৎ ওই ভোট কেন্দ্রগুলোতে তিপরা মথার প্রার্থী এবং ১৩ জন কর্মীদের শাসক দলের কর্মীরা ধাক্কা মেরে বের করে দিয়েছে।

রঞ্জিত দেব্বর্মার অভিযোগ বিজেপির কর্মীরা মথা দলের প্রার্থী সহ এজেন্টদের বের করে দেয়। পাশাপাশি অভিযোগ করেন কল্যাণপুর রিটার্নিং অফিসার সহ কোন আধিকারিকই উত্তর দিচ্ছে না। যার কারনে এই পথ অবরোধ করা হয়েছে।

রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু এক মহিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১২ আগস্ট।। কর্মস্থল থেকে বাড়ি আর যাওয়া হলো না এক মহিলার। আগরতলা সাব্রুমগামী রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হলো মহিলার। মৃত মহিলার নাম স্বপ্না মজুমদার (৫৫), বাড়ি বিলোনীয়া সাতমুড়া এলাকায়। মৃত্যুকালে রেখে গেছেন স্বামী,এক ছেলে ও এক মেয়ে। ঘটনা সোমবার বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ। বিলোনীয়া মুহুরী নদীর উপর রেল ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে জিআরপি থানার পুলিশ। এরপর রেল লাইন থেকে বৃদ্ধা স্বপ্না মজুমদারের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় বিলোনিয়া হাসপাতালের মর্গে। জানা যায় স্বপ্না মজুমদার চেরি কালচার দপ্তরে গ্রুপ ডি পদে কর্মরত। কর্মস্থল থেকে রেল লাইন ধরে বাড়িতে যাওয়ার সময় এই রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হয় স্বপ্নার। প্রতিদিনই রেল লাইন দিয়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলেঙ্গার রাজ্যপাল হিসাবে জিষ্ণু দেববর্মার নিযুক্তিতে গর্ব করবে আগামী প্রজন্ম ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল যীষুও দেববর্মাকে সোমবার সূর্যমনিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের আমতলী স্কুলে বিধায়ক রামপ্রসাদ পালের উদ্যোগে নাগরিক সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা।

সোমবার সূর্যমনিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের আমতলী স্কুল মাঠে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল যীষুও দেববর্মাকে নাগরিক সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বিধায়ক রামপ্রসাদ পালের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা।

এদিন নাগরিক সংবর্ধনা গ্রহণ করে রীতিমতো আপ্লুত হয়ে পড়েন তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল যীষুও দেববর্মা।

নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ডক্টর মানিক সাহা বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি একজন সুযোগ্য ব্যক্তিকে তেলেঙ্গানার মত একটি উন্নত ও বড় রাজ্যের রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত করে দেশের পিছিয়ে পড়া রাজ্য ত্রিপুরাকে গর্বিত করেছেন। যীষ্ণু দেববর্মাকে একজন বড় মাপের ও ভালো মনের মানুষ বলে আখ্যায়িত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা থেকে প্রথমবারের মতো রাজ্যপাল নিযুক্ত করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ইতিহাস তৈরি করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি।

এজন্য প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতিকে ত্রিপুরাবাসীর তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে র‍্যালি অনুষ্ঠিত রাজধানীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। যুব বিষয়ক ক্রিয়া দপ্তর এবং এনএসএস এর উদ্যোগে সোমবার আগরতলা শহরে হর ঘর তিরঙ্গা রেলি অনুষ্ঠিত হয়। রেলির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব পি কে চক্রবর্তী।

যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তর উদ্যোগে হর ঘর তিরঙ্গা রেলি অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা শহরে। এই দিন রাজধানীর উমাকান্ত স্কুলের সামনে থেকে রেলির শুভ আরম্ভ করেন তথ্যসংস্কৃতি দপ্তরের সচিব পি কে চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তর এর অধিকর্তা সহ অন্যান্যরা।

এদিনের এই রেলিতে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। উমাকান্ত স্কুলের সামনে থেকে র‍্যালি শুরু করে রাজধানীর উজ্জয়ন্ত প্যালেসের সামনে এসে শেষ হয়। র‍্যালির আনুষ্ঠানিক সূচনা করে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব পিকে চক্রবর্তী বলেন স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। নয় আগস্ট থেকে এ ধরনের কর্মসূচির সূচনা হয়েছে। চলবে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত। ১৩ আগস্ট থেকে পনেরো আগস্ট পর্যন্ত প্রতিটি বাড়ি বাড়ি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। প্রতিটি জেলার জেলাশাসকের উদ্যোগে এই ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব। স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে এধরনের কর্মসূচিতে সকল অংশের দেশপ্রেমিক জনগণকে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

শিব আরাধনায় ব্রতী ভক্তরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবারে সেন্ট্রাল রোড শিববাড়ি সহ অন্যান্য শিব বাড়িগুলিতে ধর্মপ্রাণ শিব ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে। শিবের মাথায় জল ঢেলে পরিবার ও স্বামী সন্তানদের মঙ্গল কামনা করেছেন শুভ ভক্তরা।

শ্রাবণ মাস শিবিরের জন্ম মাস। আজ ছিল শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার। সোমবারেই শিব আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই ধর্মীয় বিশ্বাসে শ্রাবণ মাসের প্রতিটি সোমবারে ধর্মপ্রাণ শিব ভক্তরা শিবের মাথায় জল ঢেলে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবারে এ বিষয়ে ভক্তদের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। মধ্যরাত থেকেই শিব ভক্তরা ভার নিয়ে ছুটে চলেন খয়েরপুর ১৪ দেবতা মন্দির সংলগ্ন ঘাটে। শুচিবস্ত্রে সেখান থেকে জল উত্তোলন করে পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে অনেকেই আসেন সেন্ট্রাল রোড শিবমন্দিরে। ভোরবেলা থেকেই সেন্ট্রাল রোড শিব মন্দিরে শিব ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুরি যাওয়া ৩টি বাইক, রিকশা উদ্ধার, আটক ৮ নেশাকারবারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। চুরি যাওয়া ৩টি বাইক, রিকশা সহ ৮ জন নেশা কারবারিকে আটক করল পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। আজ তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে। পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে বলেন, গত কিছু দিন যাবৎ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নেশা বিরোধী অভিযানে নেমেছে পুলিশ। আজ গোপন খবরের ভিত্তিতে থানার খবর আসে বলদাখাল এলাকায় তিন যুবককে আটক করে।তাদের জিজ্ঞাসাবাদে আরও ৫ জন কে আটক করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে ৯ গ্রাম হিরোইন সহ তিনটি বাইক ও একটি রিক্সা উদ্ধার হয়েছে। তারা বিগত দিনে চুরি কান্ডে ও জড়িত ছিল।

স্ত্রীর ইটের আঘাতে গুরুতর আহত স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে স্ত্রীর ইটের আঘাতে গুরুতর আহত হয়েছেন স্বামী। পর্রবতী সময়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় স্ত্রী। বর্তমানে স্বামী জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে জিরানিয়া ইট ভাট্টাতে বসবাসরত এক দম্পতির মধ্যে পারিবারিক ঝামেলা শুরু হয়েছিল।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই যুবককে আটকের অভিযোগে থানা ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। গতকাল রাতে গোলচক্কর এলাকার দুই যুবককে আটক করে বটতলা থানার পুলিশ। আজ অভিযুক্তকে ছাড়িয়ে নিতে পশ্চিম থানা ঘেরাও করল তাদের পরিজন ও এলাকাবাসী।

জানা গিয়েছে, কোন এক মামলায় আগরতলা বর্ডার গোলচক্কর এলাকার ঝুটন মিয়া ও শিপন মিয়াকে বটতলা থানার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০ ◘ সংখ্যা ২৫৬ ◘ ১৩ আগস্ট ২০২৪ ইং ◘ ২৮ শ্রাবণ ◘ মঙ্গলবার ◘১৪৩১ বঙ্গাব্দ

প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রফতানি

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারত ক্রমশ শক্তিশালী হইতেছে। ভারত সরকারের আর্থিক বাজেটের বড় একটা অংশই প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ করা হইয়া থাকে। মূলত দেশের নিরাপত্তা সুরক্ষার লক্ষ্যেই এই ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া থাকে কেন্দ্রীয় সরকার। বিদেশি শক্তির যেকোনো আগ্রহে মনোভাব প্রতিহত করিতে ভারত যাহাতে কখনোই পিছুপা না হয় সেই লক্ষ্যেই সরকার এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেছে। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর হইতে বহির রাষ্ট্র হইতে প্রতিরক্ষা সামগ্রী ক্রয় করার ওপর নির্ভরশীলতা কমাইবার ওপর ও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। প্রতিরক্ষা সামগ্রী আমদানির প্রবণতা বন্ধ করিয়া স্বদেশে প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদন বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। শুধুমাত্র দেশের প্রতিরক্ষা সুরক্ষিত করার জন্যই নয় প্রতিরক্ষা সামগ্রী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাজারজাত করিয়া আর্থিক দিক দিয়া লাভবান হইবার পরিকল্পনাও নিয়াছে বর্তমান সরকার। তাহাতে গত কয়েক বছরের মধ্যে বিরাট সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হইয়াছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের রিপোর্ট হইতে বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসিবার পর ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় অর্থিনীত এবং আত্মনির্ভর ভারতের কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই লক্ষ্যে নানান প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানি বন্ধ করিয়া দেশেই তৈরী শুরু হয়। সঙ্গে সেই প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রফতানিতে এগোতে থাকে ভারত। ভারত এবার রফতানি আরও বাড়াইতেছে। আগামী ৫ বছরে ভারতের লক্ষ্য এই রফতানি বার্ষিক ৫০ হাজার কোটি টাকায় নিয়া যাওয়া। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকের রফতানি রিপোর্ট পেশ করিয়াছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। সেই রিপোর্টে বিস্তৃতভাবে রফতানির বৃদ্ধির উল্লেখ্য রহিয়াছে। তারপরই একথা জানান প্রতিরক্ষা দফতরের আধিকারিক।ভারত বর্তমানে বিশ্বের ৮৫টি দেশে সেনা সরঞ্জাম রফতানি করে। দেশের প্রায় ১০০টি সংস্থা এই প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরিতে যুক্ত। মিশাইল, রকেট, সাঁজোয়া গাড়ির মতো প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ভারত থেকে কেনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। গত দশ বছরের বিদেশে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রফতানি যেমন বাড়িয়াছে, তেমনই প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানি কমিয়াছে। বিশেষজ্ঞরা বলিয়াছেন, বিশ্বের কাছে ভরসাস্থল হওয়ার কারণেই প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ভারত থেকে কিনিতে আগ্রহী বিশ্বের নানান দেশ।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসি রিপোর্টে দেখা গিয়াছে, এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে ৬ হাজার ৯১৫ কোটি টাকার প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রফতানি করা হইয়াছে। যাহা গত অর্থবর্ষের এই সময়কালের থেকে ৭৮ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে ৩ হাজার ৮৮৫ কোটি টাকার প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রফতানি করা হইয়াছিল।চলতি বছরের এপ্রিলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানাইয়াছিল, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রফতানি ৩২.৫ শতাংশ বাড়িয়াছে। ওই অর্থবর্ষে মোট ২১ হাজার কোটি টাকার বেশি প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রফতানি হইয়াছিল। প্রথমবার প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের রফতানি ২১ হাজার কোটির গণ্ডি ছুঁইয়াছিল। তাহার আগে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ১৫ হাজার ৯২০ কোটি টাকার প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রফতানি করিয়াছিল ভারত। ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষের তুলনায় গত ১০ বছরে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রফতানি ৩১ গুণ বাড়িয়াছে। ২০২৮-২৯ অর্থবর্ষে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রফতানি ৫০ হাজার কোটি টাকা করা লক্ষ্য। দেশের সরকার প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে মজবুত পরিবার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে তাহা নিঃ সন্দেহে দেশকে নানা দিক দিয়া শক্তিশালী পরিবার এক বড় প্রয়াস বলা যাইতেই পারে।

১৪ অগস্ট মধ্যরাতে কলকাতার তিন জায়গায় নারীদের পথে নামার ডাক

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর হাসপাতালে কর্তব্যরত তরুণী ডক্তার খুন-ধর্ষণের ঘটনা আমজনতা থেকে বিখ্যাত অনেকের কপালেই ভাঁজ মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে। এই অবস্থায় নারীদের আগামী ১৪ অগস্ট মধ্যরাতে পথে নামার ডাক দেওয়া হল। কলকাতার তিন জায়গায় হবে এই সমাবেশ। সামাজিক মাধ্যমে চলছে প্রচার।

অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, সরকারি হাসপাতালে যদি একটা মহিলা চিকিৎসকের নিরাপত্তা না থাকে, তাহলে পথেঘাটে নিত্যদিন চলা মেয়েরা কতটা নিরাপদ? দেশের স্বাধীনতার ৭৭ বছর পার। ১৪ অগস্ট পা দেবে ৭৮ বছরে। কিন্তু ভূ-ভারত স্বাধীন হলেও নারীদের সামাজিক অবস্থান কোথায় দাঁড়িয়ে? দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নারীদের উপর হওয়া মানসিক, শারীরিক নির্যাতন এবং খুন-ধর্ষণের ঘটনা বারবার সেদিকে আঙুল দেখিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

সম্প্রতি আর জি কর হাসপাতালে ঘটনার পর সদ্য পদত্যাগী অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ নাকি বলেছিলেন, "অত রাতে মেয়েটির একা থাকা ঠিক হয়নি।" আর অধ্যক্ষের এমন মন্তব্য নিয়েই শোরগোল পড়ে গিয়েছে চারদিকে। কেন আজও নারীরা সকাল-সন্ধে হোক বা রাত, নির্দ্বিধায় পথেঘাটে বেরতে পারবে না? রাতে স্বাধীন বিচারণের অধিকার কি শুধু পুরুষের হাতে? প্রশ্ন তুলেছেন সভ্য নাগরিকদের একাংশ।

সমাজে নিজেদের 'হক', অধিকার, স্বাধীনতার অবস্থান বুঝে নিতে স্বাধীনতা দিবসের মাঝরাতে ১৪ আগস্ট প্রতিবাদী মিছিলে শামিল হওয়ার ডাক দিয়েছেন অনেকে। শহরের তিনটি স্থানে মাঝরাতে জড়ো হবেন তাঁরা। যাদবপুর, কলেজ স্ট্রিট এবং অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস। আর জি কর কাণ্ডে বিচার আসুক। লক্ষ্য সেদিকে।

মৃত চিকিৎসকের চার সহকর্মীকে তলব লালবাজারের

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি.স.) : আরজি কর হাসপাতালে যুবতী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করার ঘটনায় তাঁর চার সহকর্মীকে তলব করল লালবাজার। তাঁদের কয়েকটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় পুলিশ। সূত্রের খবর, এই চার জনই সে দিন যুবতীর সঙ্গে রাতের খাবার খেয়েছিলেন।তদন্তকারীদের সূত্রে আগেই জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে অনলাইনে খাবারের বরাত করেছিলেন ওই যুবতী। সহকর্মীদের সঙ্গেই খাবার খান তিনি। রাতে বাড়িতে ফোনও করেছিলেন। মাকে জানিয়েছিলেন, তিনি খেয়েছেন। মাকেও খেয়ে নিতে বলেছিলেন। সে দিন তাঁর রাতে হাসপাতালের ছিল। যুবতীর সঙ্গে সে রাতে আরও চার জন খাবার খেয়েছিলেন বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। প্রত্যেকেই তাঁর মতো জুনিয়র চিকিৎসক। ঘটনার পর প্রাথমিক ভাবে তাঁদের সঙ্গে কথা হয়েছিল তদন্তকারীদের। এ বার তাঁদের বয়ানও রেকর্ড করতে চায় পুলিশ। সোমবার তাই লালবাজারে ডেকে পাঠানো হয়েছে ওই চার জনকে।

আর জি কর-কাণ্ডে দিল্লি ও চণ্ডীগড়ে বিক্ষোভ ডাক্তারদের, উঠলো সিবিআই তদন্তের দাবি

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.): কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তোলপাড় গোটা দেশ। ক্ষোভে ফুঁসছে দেশের স্বাস্থ্য মহল। পশ্চিমবঙ্গে বিক্ষোভ-প্রতিবাদে নেমেছেন চিকিৎসকরা। সেই বিক্ষোভ পৌঁছে গেল দিল্লি, উত্তর প্রদেশ এবং চণ্ডীগড়েও। তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনায় উঠলো সিবিআই তদন্তের দাবি।সোমবার সকালে দিল্লির রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তাররা বিক্ষোভে সামিল হন। ফোরডা (ফেডারেশন অফ রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন) দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। দিল্লি, উত্তর প্রদেশ ও চণ্ডীগড়ে বিক্ষোভে সামিল হন ডাক্তাররা।রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন (আরডিএ) দিল্লির এইমস-এ বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভ চলে উত্তর প্রদেশ এবং চণ্ডীগড়েও।

প্রথম ব্রাহ্মসমাজ মন্দির ও একটি বাড়ি

খাস কলকাতা শহরে অবস্থিত জোড়াসাঁকো চিৎপুরের বিখ্যাত গুটকে কচুরি খেয়ে, আঙুল চেটে শীতের সকালে বা বিকালে গুটি গুটি হাঁটতে হাঁটতে মার্বেলের মূর্তি তৈরির দোকানগুলির ঠিক আগে একটা ভাঙাচোরা পুরোনো বাড়ির সামনে নিয়ে সাইনবোর্ডে নজর পড়লে চমকে উঠবেন না যেন রাজা রামমোহন চেয়েছিলেন যে বিদেশীরা বুঝুন হিন্দু ধর্ম কতটা সুমহান, কি বিশাল, কত ব্যাপক তার বিস্তার .হিন্দুরা পরমব্রহ্মের উপাসনা করেন। "ওম তৎ সৎ একমেবাদ্বিতীয়ম। রাজা রামমোহন রায়। এ নামটি নিশ্চয়ই পাঠককে স্মরণ করাতে বা নতুন করে পরিচয় দিতে হবেনা। তিনি একাধারে মহান বিদ্দ্বজ্জন, ইতিহাসে বর্ণিত শ্রেষ্ঠতম সমাজ সংস্কারকদের অন্যতম এবং অনেক কিছুই একাধারে — শুধু এটি মনে রাখাই যথেষ্ট মনে হয়, এই ব্যক্তি যদি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অন্ধকারের মধ্যে আবির্ভূত না হতেন, যদি তাঁর প্রতিভার অগ্নিশিখা তৎকালীন সমাজকে এক নব চিন্তার স্রোত দর্শন না করাতো তাহলে আপনি ও আমি কোনভাবেই বর্তমানের এই আধুনিকতার সংশ্রবে আসতে পারতাম না। কোনভাবেই নয়। রামমোহন রায় প্রথম স্থাপন করলেন আত্মীয়সভা। উদ্দেশ্য ধর্মানুশীলন সত্যানুসন্ধান ও ধর্মীয় বিষয় সমূহের খোলাখুলি আলোচনা। সভায় সবাই যে ধর্ম আলোচনার জন্য আসতেন ঠিক তা নয়, অন্য ব্যাপারে রাজা রামমোহনের মত মানুষের পরামর্শ নিতেও আসতেন আবার অনেকে ছিলেন যাঁরা শুধুমাত্র নামজাদা মানুষটিকে দেখে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে আসতেন। রাজা ফার্সী ভাষায় ছিলেন মহা পারদর্শী, অন্যদিকে সংস্কৃতে মহান পন্ডিত। কিন্তু তিনি ফারসি ভাষায় সবাইকেই সম্বোধন করে বলতেন --- বেরাদার।

এহেন আত্মীয় সভার বৈঠক বসত রামমোহন রায়ের বাগানবাড়িতে। আপার সার্কুলার রোডের এই গৃহ মানিকতলা গার্ডেন হাউস নামেও পরিচিত ছিল। এই সভার অনুষ্ঠান হতো এইভাবে --- পন্ডিত শ্রী শিবপ্রসাদ শাস্ত্রী শাস্ত্র পাঠ করতেন। কোনো বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ রামমোহনের লেখা গান গাইতেন। এরপর আত্মীয় সভা চলে গেল রামমোহনের অপর একটি গৃহ আমহার্স্ট স্ট্রীটের সিমলা হাউজে। তার পরে চলে গেল বড়বাজারের শ্রী বিহারীলাল চৌবের বাড়িতে। বিহারীলাল চৌবের গৃহতেই মাদ্রাজের শ্রী সুব্রাহ্মন্য স্বামী ও রামমোহনের সুবিখ্যাত শাস্ত্রীয় তর্কযুদ্ধ হয়েছিল। এই তর্কযুদ্ধকে কেন্দ্র করে তৎকালীন টাউন কলকাতায় একটি শোরগোল পড়ে যায়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সেটি প্রত্যক্ষ করার জন্য সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরও ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দের তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দদাস, রামমোহনের সম্পত্তির অংশ দাবী করে। এই সংক্রান্ত মোকদ্দমার কারণে তিনি ব্যস্ত থাকায়, নিয়মিতভাবে 'আত্মীয় সভা' চালাতে পারেন নি। তখনো রামমোহন রাজা উপাধি পাননি। তাঁর অনুরাগীদের এই একটি দল তৈরি হলো। তৎকালীন সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সমবেত হলেন রামমোহনের বৈঠকখানায়। সমাজে এখন একটি নবজাগরণের দরকার। নিশ্চিন্ত নিদ্রা থেকে টেনে তুলতে হবে সমাজকে।

এর ভিতরে তিনি ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে কলকাতার গরানহাটায় শ্রী গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন। এই সময় তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন প্রিন্স দ্বারকনাথ ঠাকুর। পরে তিনি হেদুার কাছে ইংরেজি শিক্ষার জন্য একটি এ্যাংলো হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।রামমোহনের একান্ত সহযোগি। চারটি ক্ষেত্র -সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্ম, শিক্ষা ঢেলে সাজাতে হবে আরও দুই ঠাকুর এলেন — শ্রী প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রী রমানাথ ঠাকুর।রমানাথ ঠাকুর সম্পর্কে দ্বারকানাথের ভাই ছিলেন।প্রসন্নকুমার ঠাকুর হলেন পাথুড়িয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুর এর পুত্র।পরবর্তীকালে আইনবিশেষজ্ঞ হিসাবে শ্রদ্ধার আসন পান।১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে রামমোহন তাঁর 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' বইয়ে প্রমাণ করেন যে, সতীদাহ প্রথা অন্যায় এবং এ বিষয়ে হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্রে কোনো বিধান নেই। এ নিয়ে সে সময়ে হিন্দু সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়।এর মধ্যেই ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে 'আত্মীয় সভা' বন্ধ হয়ে যায়। ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইউনিটোরিয়ান কমিটি নামে ধর্মসভা স্থাপন করেন। পত্রিকার স্বাধীনতা হরণের প্রতিবাদে তিনি মীরাৎ-উল-আখ্‌বার বন্ধ করে দেন।১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বরে তিনি নিজ খরচে এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্কুল স্থাপন করেন।

আত্মীয় সভা, ইউনিটারিয়ান কমিটি, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান ইউনিটারিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ব্রাহ্মসমাজ.. শ্রী তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও শ্রী চন্দ্রশেখর দেব রামমোহন রায়ের নিকট প্রস্তাব রাখলেন নিজেদের সম্পূর্ণ উপাসনাস্থলের। যা সমস্ত রকম বিদেশি সংস্পর্শ বহির্ভুত হবে।রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ও টাকি নিবাসী রায়ের কালীনাথ মুন্সির সঙ্গে পরামর্শ করলেন। নিজের একটি সভা ডাকলেন। এলেন দ্বারকানাথ , কালিনাথ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর , মথুরানাথ মল্লিক। এক বাক্যে স্বীকার করলে এটি একটি উত্তম প্রস্তাব। জোড়াসাঁকো, চিৎপুর রোড। ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে ২০ আগষ্ট তারিখে ব্রাহ্ম মতাদর্শের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে উত্তর কলকাতার বাঙালি শ্রী কমললোচন বোসের বাড়িতে একটি 'ধর্মসভা'র আয়োজন করেন। যদিও লোকে বলে কমল খ্রিষ্টান ছিল , তবে সে তা ছিল না। পর্তুগিজ কোম্পানিতে কাজ করা কমল কে তার কেতাদুস্তরতার জন্য ফিরিঙ্গি কমল বলত লোকে।এই সভায় ব্রাহ্মদের জন্য একটি পৃথক ধর্মীয় সমাজ গঠনের সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয় এবং এই সমাজের নামকরণ করা হয়, 'ব্রাহ্মসভা', মতান্তরে উপাসনা সভা। কমলের বাড়ির সামনের দুইটি ঘর ভাড়া নিয়ে সমাজের কাজ শুরু হয়।প্রতি শনিবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে নয়টা সভার কার্যকাল। দুজন তেলেগু ব্রাহ্মণ ব্যক্তি বেদ, উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ পাঠ করতেন।রামচন্দ্র বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা করতেন। তারপর সংগীত ও সভা-শেষ। কলকাতার বিশিষ্ট হিন্দুরা যোগদান করলেন। ভারী চেহারা, সুন্দর সুন্দর পোশাক, ফিটন গাড়ি , ভেতরে তত্ত্ব আলোচনা সাধু বাংলায় সম্বোধন .পাশে জোড়া সাঁকো. কিছুদিনের মধ্যেই যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ হল। কমলের বাড়ির পাশেই কেনা হলো এক খন্ড জমি। নির্মিত হলো নিজস্ব সমাজ গৃহ। চারকাঠা আধপোয়া জমি।তার সঙ্গে একটি গৃহ। চার হাজার দুশো টাকা দাম। ১৮২৯ সালের ৬ জুন।স্ট্যাম্প বিক্রেতার নাম ব্রজমোহন দত্ত। বিক্রেতার নাম কালিপ্রসাদ কর।জোড়াসাঁকো তখনো সুতানুটি।রামমোহন রায় রাজা উপাধি পান নি।তখনো ব্রাহ্মসমাজ নাম হয়নি। নাম ছিল ব্রহ্মসভা। ১২৩৬, ১১ মাঘ (১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দ, ২৩ জানুয়ারি) নতুন গৃহে সমাজের কাজ শুরু হলো .প্রথম প্রথম ভাদ্র মাসের সাম বাৎসরিক উৎসব হত। যা ভাদ্র উৎসব নামে পরিচিত ছিল। প্রচুর ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হতেন। তাদের দক্ষিণা দান করে বিদায় দেওয়া হতো। সমস্ত খরচ সামলাতেন দ্বারকানাথ ঠাকুর , কালীনাথ আর মথুরনাথ। ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দর ২৩শে জানুয়ারি (১১ই মাঘ), এই বিশেষ দিনটিকে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীরা 'মাঘোৎসব' হিসেবে পালন করে থাকেন। এখানে একজন মাত্র ইউরোপীয় ছিলেন। কে তিনি? --- মন্টোগোমেরি মার্টিন।হিস্ট্রি অফ ব্রিটিশ কলোনির লেখক। তিনি লিখেছিলেন --- ১৮৩০ সালে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় প্রতিষ্ঠা দিবসে তিনি নিজে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৫০০ মানুষ উপস্থিত ছিল এবং তাদের প্রচুর পরিমাণে অর্থ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল।ইংরেজি সংবাদপত্র জন বুল দুঃখ প্রকাশ করে বললে — ভাবা গিয়েছিল রামমোহন হয়তো খ্রিস্ট ধর্মের প্রচার করবেন! কিন্তু তিনি যে হিন্দু শাস্ত্র মতে ব্রম্ভ জ্ঞান এর প্রচারে মেতে গেলেন.সেই ব্রাহ্মমন্দির আজ বিপদজনক বাড়ির তকমা পেয়েছে। যে ধর্মান্তর রোখার জন্য রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সমাজকে আদি ব্রাহ্মসমাজ রুপ দিয়ে তাকে জীবনভর আগলে রেখেছিলেন. সেই ব্রাহ্মসমাজ, সেই ব্রহ্মমন্দির আজ পরিত্যক্ত।

যে বাড়ির পরতে পরতে আজও এক আগ্নেয় ইতিহাসকে স্পর্শ করা যায়, অনুভব করা যায় এক কালকে — যখন প্রজ্ঞা, শ্রম ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা একই অঙ্গে লীন হয়েছিল আর যা রচনা করেছিল বাঙ্গালী হিন্দু জাতির উল্কাসম গতিতে উত্থানের প্রথম সোপান — তা আজ কালের ধুলায় উপেক্ষিত। স্বদেশী যুগের পরবর্তী বঙ্গে যে বামপন্থীয় মানবতাবোধের স্রোত আছড়ে পড়ল সমাজের অভ্যন্তরে তার কাছেও এই চিন্তার কোন মূল্য নেই। খোঁজা হয়েছে শুধু তার মধ্যে যবনকেন্দ্রিক ধর্মনিরপেক্ষতার ঝাঁঝ কত ছিল — তাই আজ সেটি পরিত্যক্ত; খন্ডহরে পরিণত হয়েছে প্রশাসনিক উদাসীনতার কারণে। যে হিন্দুত্বের ভাবধারা, যে উপনিষদের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা দিয়ে ব্রাহ্মসমাজের সূচনা ঘটেছিল ক্রমশ কেশব সেন ও তার পরবর্তী পর্যায়ে সেই ব্রাহ্মসমাজ একটি সর্বধর্ম সমন্বয় সমাজে পরিণত হয়েছিল। যা ধীরে ধীরে ব্রাহ্মদের মধ্যে সেকুলারিজমের সৃষ্টি করেছিল। এ ঘটনা আমরা সমাজকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি তে পাই। তারপর কত কত বছর কেটে গেছে কত ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের দল এই বাংলায় রাজত্ব করেছেন কিন্তু এই ব্রাহ্মসমাজের কথা তাদের মনে পড়েনিসেকুলার বুদ্ধিজীবি মানুষের নিকট এখন সে সমাজ ব্রাত্য

সৌজন্যে বার্তা টুডে

নিউরনের জাল এবং মহাবিশ্ব

প্রদীপ দেব

মহাবিশ্বের গতিপ্রকৃতি অত্যন্ত জটিল। কয়েক হাজার বছর ধরে বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের তথ্য সংগ্রহ করছেন। শুরুতে খালি চোখে, পরে আধুনিক টেলিস্কোপের সাহায্যে। কোটি কোটি তথ্যবিন্দু বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের জটিল নিয়ম বুঝতে চেষ্টা করে চলেছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। মহাবিশ্বের প্রকৃতিকে বিজ্ঞানের সূত্রে বেঁধে ফেলার অনেক চেষ্টা হয়েছে। মহাবিশ্বের বৈজ্ঞানিক নিয়ম সম্পর্কে আইরিশ নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি কথা বলেছিলেন। ১৯৩০ সালে লন্ডনের একটি অনুষ্ঠানে আলবার্ট আইনস্টাইনকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'টলেমি একটি বৈজ্ঞানিক মহাবিশ্ব তৈরি করেছিলেন, যা ১ হাজার ৪০০ বছর টিকে ছিল। এরপর নিউটন একটি বৈজ্ঞানিক মহাবিশ্ব তৈরি করেছিলেন, যা টিকে ছিল ৩০০ বছর। এরপর এলেন আইনস্টাইন। আমরা এখনো জানি না আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক মহাবিশ্ব কত বছর টিকে থাকবে। আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্ব থেকে আমরা যে মহাবিশ্বের ধারণা পেয়েছি, তা এখনো সঠিকভাবে টিকে আছে। অভিকর্ষ বলের স্থান- কালের নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মহাবিশ্বে ছড়ানো বিপুল পরিমাণ অদৃশ্য বস্তু বা ডার্ক ম্যাটার এবং অদৃশ্য শক্তি বা ডার্ক এনার্জি।' শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত এবং আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্বের সমন্বয়ে মহাবিশ্বকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উপস্থাপন করার সর্বাধুনিক মডেল হলো ল্যামডা কোল্ড ডার্ক ম্যাটার মডেল বা ল্যামডা-সিডিএম মডেল। মহাবিশ্বের তিনটি প্রধান উপাদান হলো গুপ্ত শক্তি (ডার্ক এনার্জি), গুপ্তবস্তু (ডার্ক ম্যাটার) এবং সাধারণ পদার্থ ও শক্তি। এই তিন ধরনের উপাদানকে ল্যামডা- সিডিএম মডেলে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই এ মডেলকে মহাবিশ্বের স্ট্যান্ডার্ড মডেল বলা হয়। ল্যামডা হলো মহাজাগতিক ধ্রুবক (কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট), যা ডার্ক এনার্জির অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। মহাবিশ্বের গতিপ্রকৃতি সার্থক ও সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এ মডেলের সাহায্যে। কিন্তু এরপরও ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি যেহেতু সরাসরি শনাক্ত করা যাচ্ছে না এখনো, মহাবিশ্বের অনেক রহস্য এখনো অধরাই রয়ে গেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এত উন্নতির পরও দেখো যাচ্ছে, মহাবিশ্বের জটিল রহস্যের জট খুব সামান্যই খুলতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা।

কিন্তু মহাবিশ্বের কাজকর্মের চেয়েও জটিল একটি অঙ্গ নিয়ে আমাদের জীবন। সেটা হলো আমাদের মস্তিষ্ক। আমাদের মস্তিষ্কে প্রায় ১০ হাজার কোটি (১০০ বিলিয়ন) নিউরন আছে। এই ১০ হাজার কোটি নিউরনের প্রায় ১ কোটি (১০০ ট্রিলিয়ন) জটিল স্নায়বিক সংযোগের মাধ্যমে চলে আমাদের মস্তিষ্কের সব কাজকর্ম। আমাদের মস্তিষ্ককে সুপারকম্পিউটারের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তা আমরা জানি। কিন্তু আমাদের মস্তিষ্কের মরফোলজি বা গঠনবিজ্ঞান আর মহাবিশ্বের গঠনবিজ্ঞানের মধ্যে যে আশ্চর্য মিল আছে, তার সুনির্দিষ্ট তুলনামূলক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পাওয়া গেছে অতিসম্প্রতি। ইতালির বোলোগনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী ফ্রাঙ্কো ভাজ্জা এবং ভেরোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব নিউরোসার্জারির স্নায়ুবিজ্ঞানী আলবার্তো ফেলেত্তি মহাবিশ্বের কসমিক নেটওয়ার্ক বা মহাজাগতিক জাল এবং মস্তিষ্কের নিউরাল নেটওয়ার্ক বা নিউরনের জালের গঠনবিজ্ঞানের মধ্যে চমকপ্রদ মিল খুঁজে পেয়েছেন। ২০২০ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি ফ্রন্টিয়ার্স ইন ফিজিকস জার্নালে তাঁদের গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের মস্তিষ্ককে থ্রি পাউন্ড ইউনিভার্স বা দেড় কেজি ভরের মহাবিশ্ব বলা হয়। এই তুলনা যে কেবল বাহ্যিক সাদৃশ্যের কারণে তুলনা নয়, তা প্রমাণ করার জন্য অধ্যাপক ভাজ্জা ও অধ্যাপক ফেলেত্তি নিউরাল নেটওয়ার্ক ও কসমিক নেটওয়ার্কের বিস্তারিত গাণিতিক বিশ্লেষণ করেন। পদার্থবিজ্ঞানের অনেক মৌলিক সূত্রের মধ্যে গঠনগত সাদৃশ্য আছে, তা আমরা জানি। যেমন নিউটনের মহাকর্ষ বলের সূত্রের সঙ্গে বিদ্যুৎ—চুম্বক বলের কুলম্বের সূত্রের মিল আছে। উভয় বলই দূরত্বের বর্গের বিপরীত অনুপাতিক। কিন্তু তাদের প্রকৃতি অনেকটাই ভিন্ন। যেমন মহাকর্ষ বল মহাবিশ্বের সব জায়গায় সব ধরনের পদার্থের ওপর কাজ করে। কিন্তু বিদ্যুৎ—চুম্বক বল কাজ করে শুধু চার্জযুক্ত কণার মধ্যে। তেমনি মস্তিষ্কের নিউরনের নেটওয়ার্ক এবং মহাবিশ্বের কসমিক নেটওয়ার্কের কার্যপদ্ধতির মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকলেও তাদের গাণিতিক গঠনবিজ্ঞানে আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। আমাদের মস্তিষ্কের মোট ভরের ৮০ শতাংশ হলো গ্রে ম্যাটার। এই গ্রে ম্যাটারে আছে প্রায় ৬০০ কোটি নিউরন এবং ৯০০ কোটি অন্যান্য কোষ। মস্তিষ্কের সেরিবিলামে আছে প্রায় ৭ হাজার কোটি নিউরন এবং প্রায় ১ হাজার ৬০০ কোটি অন্যান্য কোষ। মানুষের মস্তিষ্কের মোট নিউরনের সংখ্যা মহাবিশ্বের মোট গ্যালাক্সির সংখ্যার প্রায় সমান। নিউরনগুলো মস্তিষ্কে জোটবদ্ধ হয়ে পরস্পরের মধ্যে স্নায়বিক সংযোগের মাধ্যমে তৈরি করে জটিল নিউরাল নেটওয়ার্ক। একইভাবে মহাবিশ্বের গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ এবং অন্যান্য জটিল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় কসমিক নেটওয়ার্ক। যদিও কসমিক নেটওয়ার্ক নিউরাল নেটওয়ার্কের তুলনায় বিলিয়ন বিলিয়ন বিলিয়ন (১০২৭) বা ১০ লাখ কোটি কোটি কোটি গুণ বড়। নিউরাল নেটওয়ার্ক ও কসমিক নেটওয়ার্কের মধ্যে আছে আশ্চর্য দৃশ্যমান সাদৃশ্য। পাশে দেখা যাচ্ছে, কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে তৈরি মহাবিশ্বের একটি বাস্তব নমুনা। ১০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বের ভেতর কসমিক নেটওয়ার্কের যতটুকু দেখা যায়, তা দেখা যাচ্ছে এই ছবিতে। ডান পাশের ছবিটি হলো মস্তিষ্কের সেরিবিলামের ৪ মাইক্রোমিটার পুরু একটি স্লাইসের আণুবীক্ষণিক চিত্র। দৃশ্যত, একই আকারের দুটি চিত্রের পাওয়ার স্পেকট্রাম অ্যানালাইসিস করে দেখা গেছে, এই দুটি নেটওয়ার্কের গঠনবিজ্ঞান প্রায় কাছাকাছি। কসমিক নেটওয়ার্কে পাওয়া গেছে ৩ হাজার ৮০০ থেকে ৪ হাজার ৭০০ নোড বা সংযোগস্থল। প্রতিটি সংযোগস্থলে গড়ে ৩ দশমিক ৮ থেকে ৪ দশমিক ১টি সংযোগ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে নিউরাল নেটওয়ার্কে ১ হাজার ৮০০ থেকে ২ হাজার নোড পাওয়া গেছে। প্রতিটি নোডে আছে ৪ দশমিক ৬ থেকে ৫ দশমিক ৪ স্নায়বিক সংযোগ।

মস্তিষ্কের উপাদানের ৭৭-৭৮ শতাংশ পানি, ১০-১২ শতাংশ লিপিড, ৮ শতাংশ প্রোটিন, ১ শতাংশ কার্বোহাইড্রেট, ২ শতাংশ অন্যান্য জৈব যৌগ, লবণ ১ শতাংশ। পানি স্নায়বিক সংযোগে কোনো ভূমিকা রাখে না। দেখা যাচ্ছে, মস্তিষ্কের মোট ভরের ৭৭ থেকে ৭৮ শতাংশ কোনো ধরনের স্নায়বিক সংযোগে অংশ নেয় না। এদিকে মহাবিশ্বের মোট শক্তির প্রায় ৭৫ শতাংশ অদৃশ্য শক্তি বা ডার্ক এনার্জি। কসমিক নেটওয়ার্কে এই অদৃশ্য শক্তির সরাসরি কোনো ভূমিকা আমরা এখনো দেখতে পাই না। দেখা যাচ্ছে, নিউরাল ও কসমিক উভয় নেটওয়ার্কেই প্রায় ৭৫ শতাংশ উপাদানের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নেই।

কসমিক নেটওয়ার্কের উদ্ভব কীভাবে হয়েছে, তা সঠিকভাবে খুঁজে বের করা খুব সহজ কাজ নয় বলেই বিজ্ঞানীরা এখনো নিশ্চিতভাবে বলতে পারছেন না ঠিক কীভাবে কী হয়েছে। কারণ, কম্পিউটারে মহাবিশ্বের একটি সার্থক মডেল তৈরি করতে ১ থেকে ১০ পেটাবাইট (১ পেটাবাইট গু ১০২৪ টেরাবাইট) ডেটা দরকার। আর এত বিপুল পরিমাণ ডেটা বিশ্লেষণ করার জন্য দরকার সুপারকম্পিউটার। আমাদের মস্তিষ্কের সঙ্গে কি এর তুলনা চলে?

আমাদের মস্তিষ্কের সব নিউরনকে কাজে লাগালে আমরা ২ দশমিক ৫ পেটাবাইট ডেটা আমাদের মাথার মধ্যে রাখতে পারব। আমরা আমাদের মস্তিষ্ককে যত বেশি খাটাব, মস্তিষ্কের নিউরাল নেটওয়ার্ক তত বেশি শক্তিশালী হবে, তত বেশি জটিল সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারব। পুরো মহাবিশ্বের নেটওয়ার্কে যত তথ্য আছে, তার সব তথ্য ধরে রাখার মতো ক্ষমতা আমাদের মস্তিষ্কের নিউরনে আছে। এই ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর জন্য দরকার নিয়মিত মাথা খাটানো। অর্থাৎ মগজের চর্চা। যে যত বেশি চর্চা করবে, তার নিউরাল নেটওয়ার্ক হবে ততই কার্যকর।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

11-08-24.pmd 1 12-08-2024, 11:30

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে শুরু হলো ৭০ তম সর্বভারতীয় রেলওয়ে টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ (পুরুষ ও মহিলা)

মালিগাঁও, ১২ আগস্ট, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা ৭০তম সর্বভারতীয় রেলওয়ে টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ (পুরুষ ও মহিলা) ২০২৪-২০২৫-এর আয়োজন করা হচ্ছে। এই চ্যাম্পিয়নশিপটি ১২ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে গুয়াহাটির মালিগাঁওস্থিত এন. এফ. রেলওয়ে ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব মুখ্য অতিথি হিসেবে টুর্নামেন্টের পতাকা উত্তোলন করে এই ক্রীড়া অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ও এন. এফ. রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (এনএফআবএসএ) - এব আধিকারিকদের উপস্থিতিতে জনসমাবেশের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।

এনএফআরএসএ-এর সভাপতি সকল অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় ও আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন, এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানটি পাঁচ দিনের জন্য আয়োজন করা হয়েছে এবং ১৬ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে এর সমাপ্তি ঘটবে।

ভারতীয় রেলওয়ে বিভিন্ন জোন থেকে ১৯টি টিম এই চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করবে। খেলোয়াড়, কোচ আধিকারিক, রেফারি ও রেলওয়ে স্পোর্টস প্রোমোশন বোর্ডের পর্যবেক্ষক মিলিয়ে আনুমানিক মোট ১৮০ জন ব্যক্তি এই চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিবেন। পুরুষ ও মহিলা উভয় শাখায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্বকারী জাতীয় খেলোয়াড়রা এই চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করবেন। জিত চন্দ্রা, অনির্বাণ ঘোষ, আকাশ পাল এবং রোনিত ব্যানার্জির মতো শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়রা সংশ্লিষ্ট জোনের হয়ে অংশগ্রহণ করবেন। সুতীর্থা মুখার্জি, পয়মন্তি বৈশ্য এবং মৌমিতা দত্তের মতো খেলোয়াড়দের দল অন্যান্য যোগ্য খেলোয়াড়দের সাথে প্রতিযোগিতা করবেন।

মন ও শরীরকে সুস্থ রাখতে একজন ব্যক্তির জন্য ক্রীড়া হলো এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে ক্রীড়াক্ষেত্রে নতুন প্রতিভা তৈরি ও বিকশিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে, যা ভারতীয় রেলওয়েকে গৌরবান্বিত করবে। এই ধরনের চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজন করার ফলে উঠতি যুবপ্রজন্মের সামগ্রিক বিকাশ তরান্বিত হবে।

নেশার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে নতুন দিল্লিতে দেশব্যাপী ”গণ শপথ”

নয়াদিল্লি, ১২ আগষ্ট : আজ নয়াদিল্লির বড়াখাম্বা রোডের মডার্ন স্কুলে নেশা মুক্ত ভারত অভিযানের (এনএমবিএ) অধীনে নেশার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যুবকদের ”গণ শপথ” করিয়েছেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী ডঃ বীরেন্দ্র কুমার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী শ্রী রামদাস আঠওয়ালে; এবং শ্রী বি এল ভার্মা (ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে)।

এই অনুষ্ঠানে মডার্ন স্কুলের ঊর্ধতন কর্মকর্তাসহ প্রায় ২৭০০ শিক্ষার্থী, শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। দেশের প্রায় ১০ হাজার স্থান থেকে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের মতো বিভিন্ন অংশগ্রহণকারী ভার্চুয়ালি এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠানে সারাদেশ থেকে এক কোটিরও বেশি মানুষ শপথ গ্রহণ করেছেন এবং বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন।

নেশার ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে নেশা মুক্ত ভারত অভিযান (এনএমবিএ) কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছেঊ এই উদ্দেশে দেশের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, স্কুল ইত্যাদির উপর অধিকতর নজর দেওয়া হয়েছে। এর লক্ষ্য হল নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো এবং তাদের চিহ্নিত করা, হাসপাতাল ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলিতে তাদের কাউন্সেলিং এবং চিকিৎসা সুবিধা দেবার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা।

ভারত ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের দিকে এগিয়ে চলেছে। অন্যদিকে এনএমবিএ ২০২০ সালে চালু হওয়ার পর থেকে পঞ্চম বছরে পদার্পন করছে। এই মাইলফলকের স্বীকৃতি হিসেবে, সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন বিভাগ (ডিওএসজেই) দেশব্যাপী গণ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ বীরেন্দ্র কুমার তাঁর ভাষণে সমবেত জনতাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, ২০২০ সালের ১৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী লালকেল্লার প্রাচীর থেকে নেশামুক্ত ভারত গড়ে তোলার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক দেশের ২৭২টি জেলাকে চিহ্নিত করেছে যেগুলি মাদকের অপব্যবহারের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এবং এই জেলাগুলিতে এই অভিযান চালু করা হয়েছে। মন্ত্রী জানান, ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে এই সমস্ত জেলাকে এই অভিযানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, আজ দেশে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে, নেশা মুক্ত ভারত অভিযানের (এনএমবিএ) অধীনে ৩.৫৫ কোটিরও বেশি যুবক এবং ২.৩৫ কোটি মহিলা সহ ১১.২৬ কোটিরও বেশি মানুষকে নেশার অপব্যবহারের বিষয়ে সংবেদনশীল করা হয়েছে। ৩ লক্ষ ৪০ হাজারেরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের ফলে এই অভিযানের বার্তা দেশের কিশোর ও যুবকদের কাছে পৌঁছে গেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

নেশার ভয়াবহতা মোকাবেলায় সামগ্রিকভাবে সমাজের গুরুত্বের কথা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, এই চ্যালেঞ্জের জন্য সমাজের সকলকে একত্রিত হওয়া প্রয়োজন এবং এর বিরুদ্ধে লড়াই করা দরকার। মন্ত্রী আরও বলেন, যুবকদের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া দরকার এবং নেশার ব্যবহার, প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং প্রতিরোধ করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরাই দেশের ভবিষ্যৎ এবং নেশার বিরুদ্ধে তাদেরকে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে আরো সচেতন হতে এবং নেশার বিরুদ্ধে সমাজে বার্তা ছড়িয়ে দিতে অনুরোধ করেন তিনি।

এই উপলক্ষে সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রতিমন্ত্রী শ্রী রামদাস আঠওয়ালে বলেন, নেশার সমস্যা মোকাবিলায় সরকার মিশন-মোডে কাজ করছে। তিনি এনএমবিএর সাফল্যের চিত্রও তুলে ধরেন এবং কীভাবে তা ওষুধের চাহিদা হ্রাস করতে সহায়তা করেছে তার ব্যাখ্যা করেন। এই উদ্যোগে অংশ নেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশংসাও করেন তিনি।

মন্ত্রকের সচিব (ডিওএসজেই), শ্রী অমিত যাদব তাঁর বক্তব্যে নেশামুক্ত ভারত অর্জনে এই অনুষ্ঠানের গুরুত্বে কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, নেশার ব্যবহার জাতীয় অর্থনীতির একটি ড্রেন। নেশার আসক্তি দেশের উপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় প্রভাব ফেলে এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই ব্যাধি নির্মূল করা যেতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

হাতি আমাদের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট : বিশ্ব হাতি দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী হাতির সুরক্ষার জন্য সমাজের সকল অংশের মানুষের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন। হাতিদের বংশবৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য অনুকূল আবাসস্থল সুনিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী। আমাদের সংস্কৃতি ও ইতিহাসে হাতির মূল্য এবং তাদের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী কয়েক বছর ধরে হাতির সংখ্যা বৃদ্ধিরও প্রশংসা করেছেন।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী পোস্ট করেছেন: “বিশ্ব হাতি দিবস হল হাতিদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য সমাজের সকল অংশের মানুষের প্রচেষ্টার প্রশংসা করার একটি উপলক্ষ্য। একইসঙ্গে আমরা হাতিদের বংশবৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য অনুকূল আবাসস্থল সুনিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছি। ভারতে আমাদের কাছে হাতি আমাদের সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের সঙ্গেও সংযুক্তঊ এটা আনন্দের বিষয় যে, গত কয়েক বছর ধরে তাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছেঊ”

১১ কোটিরও বেশি মানুষ নেশা মুক্ত ভারত অভিযানের অংশ হয়ে উঠেছেন : বীরেন্দ্র কুমার

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.): কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক সোমবার দেশজুড়ে নেশা মুক্ত ভারত অভিযানের (এনএমবিএ) অধীনে মাদকের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে একটি গণ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী ডঃ বীরেন্দ্র কুমার সোমবার নতুন দিল্লিতে এই শপথবাক্য পাঠ করান। এই বছরের থিম হল ’বিকশিত ভারত কা মন্ত্র, ভারত হো নেশা সে স্বতন্ত্র।’এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বীরেন্দ্র কুমার বলেছেন, এখনও পর্যন্ত ১১ কোটিরও বেশি মানুষ নেশা মুক্ত ভারত অভিযানের অংশ হয়েছেন। তিনি এও বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, ছাত্রছাত্রী এবং স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ, ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পস, নেহেরু যুব কেন্দ্র সংগঠন এবং অন্যান্য পাবলিক প্রতিষ্ঠান-সহ সারা দেশ থেকে এক কোটিরও বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন।

১,০০০ সিভিল সার্ভিস অফিসারকে প্রশিক্ষণ দিতে ভারত, মালদ্বীপ মৌ নবীকরণ

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট : ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে উন্নয়নমূলক অংশীদারীত্বের অংশ হিসেবে শনিবার মাল-এ ১,০০০ সিভিল সার্ভিস অফিসারকে প্রশিক্ষণ দিতে উভয় দেশের বিদেশ মন্ত্রীরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এই লক্ষ্যে ভারতের বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর এবং মালদ্বীপের বিদেশমন্ত্রী মুসা জামির মাল-এ ২০২৪ থেকে ২০২৯ পর্যন্ত পাঁচ বছর সময়কাল ধরে প্রশিক্ষণের জন্য ১,০০০ সিভিল সার্ভিস অফিসারকে প্রশিক্ষণ দিতে পারস্পরিক বোঝাপড়া চুক্তি অর্থাৎ সক্ষমতা গঠন সংক্রান্ত মৌ নবীকরণ করেছেন।

বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রকের দিক নির্দেশনায় ন্যাশনাল সেন্টার ফর গুড গভর্নেন্স এনসিজিজি খুবই সাফল্যের সঙ্গে বাংলাদেশ, তাঞ্জানিয়া, গাম্বিয়া, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা এবং সেই সঙ্গে লাতিন আমেরিকা ও এফআইপিআইসি/আইওআর-ভুক্ত দেশগুলির সরকারী কর্মী ও আধিকারিকদের সক্ষমতা গঠন সংক্রান্ত কর্মসূচি পরিচালনা ও সঞ্চালনা করেছে।

সক্ষমতা গঠন সংক্রান্ত উদ্যোগের অংশ হিসেবে ভারত সরকারের ন্যাশনাল সেন্টার ফর গুড গভর্নেন্স (এনসিজিজি) এবং প্রজাতান্ত্রিক মালদ্বীপের মালদ্বীপ সিভিল সার্ভিস কমিশন-এর মধ্যে ২০১৯-এর ৮ জুন একটি মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেই মৌ অনুযায়ী মালদ্বীপের ১,০০০ সরকারী কর্মী ও আধিকারিকদের সক্ষমতা গঠন সংক্রান্ত কর্মসূচিটি সন্নিবেশিত করা হয়।

সেই সূত্রে চলমান ২০২৪ পর্যন্ত মালদ্বীপের ১,০০০ সরকারী কর্মী ও আধিকারিকদের নির্ধারিত প্রশিক্ষণ দানের কাজে ন্যাশনাল সেন্টার ফর গুড গভর্নেন্স (এনসিজিজি) দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী সাফল্য অর্জন করেছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এই সব সরকারী কর্মী ও আধিকারিকদের মধ্যে রয়েছেন স্থায়ী সচিব, সাধারণ সচিব এবং উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিরাও। সক্ষমতা গঠন সংক্রান্ত কর্মসূচির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মোট ৩২-টি প্রশিক্ষণ পর্ব অনুষ্ঠিত করা হয়। এই পর্বগুলিতে বিষয় হিসেবে ছিল মালদ্বীপের সরকারী কর্মী ও আধিকারিকদের জন্য ক্ষেত্রীয় প্রশাসন। সেই সঙ্গে দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রম সংক্রান্ত অ্যান্টি-করাপশন কমিশন (এসিসি) এবং ইনফর্মেশন কমিশন অফিস অব মালদ্বীপ (আইসিওএম)-এর জন্যও প্রশিক্ষণ পর্ব অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই সহযোগিতামূলক কর্মসূচির সাফল্যকে স্বীকৃতি জানিয়ে মালদ্বীপের বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রক আরও পাঁচ বছরের জন্য মৌ-টিকে নবীকরণ করাতে ভারতের বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রককে অনুরোধ করে। গত ৯ আগস্ট মালদ্বীপের আরও ১,০০০ সিভিল সার্ভিস অফিসারকে প্রশিক্ষণ দিতে মৌ-টিকে সরকারীভাবে নবীকৃত করা হয়। এই নবীকৃত অংশীদারীত্বের ফলে ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে মালদ্বীপের সরকারী কর্মী ও আধিকারিকদের জন্য সরকারী নীতি, প্রশাসন ও ক্ষেত্রীয় প্রশাসন সংক্রান্ত কাজে সক্ষমতা গঠনের কর্মসূচি আরও এগিয়ে যাবে এবং দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের বন্ধনকে আরও মজবুত করবে।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর গুড গভর্নেন্স (এনসিজিজি) বিভিন্ন দেশে সরকারী নীতি ও প্রশাসন বিষয়ক জ্ঞান বিনিময় ও সহযোগিতার প্রয়াসকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কর্মরত অবস্থার মধ্যপর্বে ন্যাশনাল সেন্টার ফর গুড গভর্নেন্স (এনসিজিজি)-এর এই সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কর্মসূচিতে নাগরিক-কেন্দ্রিক প্রশাসন, পরিষেবা প্রদানের মানোন্নয়ন, এবং প্রশাসনে উদ্ভাবনাকে উৎসাহদানের উপর খুবই জোর দেওয়া হয়।

এই সব কর্মসূচি নাগরিকদের ডিজিটাল ক্ষমতায়ন এবং ডিজিটাল রূপান্তরের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান সমূহ গড়ে তোলার কাজে ভারতে যে উত্তম মানের চর্চার প্রয়াস এগিয়ে চলেছে তা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরছে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নতুন সিপিআরও

মালিগাঁও, ১২ আগস্ট, ২০২৪: ভারতীয় রেলওয়ের ২০১৪ ব্যাচের ট্রাফিক সার্ভিস অফিসার শ্রী কপিঞ্জল কিশোর শর্মা ১২.০৮.২০২৪ তারিখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নতুন মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি শ্রী সব্যসাচী দে-এর স্থলাভিষিক্ত হন। শ্রী কপিঞ্জল কিশোর শর্মা আইআইটি, গুয়াহাটি থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বি. টেক এবং স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এম. টেক করেছেন। মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক হিসাবে যোগদানের আগে তিনি আলিপুরদুয়ার, লামডিং-এর মতো বিভিন্ন ডিভিশনে অপারেটিং এবং বাণিজ্যিক বিভাগে সিনিয়র ডিওএম, সিনিয়র ডিসিএম ইত্যাদি পদে কর্মরত ছিলেন। এই পদে যোগদানের আগে তিনি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ে ডেপুটি সিসিএম/হেড কোয়ার্টার হিসাবে কার্যরত ছিলেন।

আর জি কর-কাণ্ডে মমতার সময়সীমা পুলিশকে

উত্তর ২৪ পরগনা, ১২ আগস্ট (হি.স.): “রবিবারের মধ্যে পুলিশ তদন্ত শেষ করতে না পারলে সিবিআইকে তদন্তভার দেওয়া হবে।” আর জি কর হাসপাতালে ধর্ষণের পরে খুন হওয়া মহিলা চিকিৎসকের তদন্ত প্রসঙ্গে সোমবার এ কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোদপুরে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলার পর মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, “যদিও সিবিআইয়ের সাফল্যের হার খুব কম। এর আগে তাপসী মালিকের হত্যার তদন্তভার তারা নিয়েছিল, নন্দীগ্রামেকাণ্ড, রিজুয়ানুরের মামলাও তাদের হাতে ছিল। এমনকি, রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার চুরি যাওয়ার মামলাও সিবিআইকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনও মামলারই কিনারা হয়নি। তবে এ ক্ষেত্রে মানুষের সন্তুষ্টির জন্য সিবিআইকে তদন্তভার দেব।”

এর আগে আর জি করের ঘটনায় অপরাধীর ফাঁসির শাস্তি চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবারও সেই দাবি জানান তিনি। আগে জানিয়েছিলেন, তাঁর মনে হচ্ছে, তিনি নিজেরই পরিবারের কাউকে হারিয়েছেন। পরে ফোনে কথা বলেছিলেন নিহত চিকিৎসকের পরিবারের সঙ্গেও।

আর জি করের ঘটনায় ইতিমধ্যেই পুলিশ গ্রেফতার করেছে অভিযুক্তকে। শুরু হয়েছে তদন্তও। হাসপাতালের পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার।

আর জি কর-কাণ্ডে প্রতিবাদ দেশব্যাপী, প্রভাব দিল্লির এইমস-এর আউটডোরেও

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.): কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগের ঘটনায় তোলপাড় গোটা দেশ। ক্ষোভে ফুঁসছে দেশের স্বাস্থ্যমহল। পশ্চিমবঙ্গে বিক্ষোভ-প্রতিবাদে নেমেছেন চিকিৎসকরা। সেই বিক্ষোভ পৌঁছে গেল দিল্লিতেও। সোমবার দিল্লির বিখ্যাত এইমস হাসপাতালের আউটডোরেও প্রভাব পড়েছে চিকিৎসকদের প্রতিবাদের জেরে। পাশাপাশি সফদরজং হাসপাতালেও প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখান সেখানকার চিকিৎসকরা। এছাড়াও রামমনোহর লোহিয়া, লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজ এবং মৌলানা আজাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডাক্তাররাও বিক্ষোভে সামিল হন।

উল্লেখ্য, আর জি কর-কাণ্ডে বাংলার চিকিৎসকদের দাবিকে সমর্থন জানাতে এগিয়ে এসেছে জাতীয় স্তরের চিকিৎসক সংগঠনও। দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ডাক দিয়েছে ফেডারেশন অফ রেসিডেন্ট ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন। সোমবার দেশজুড়ে বিভিন্ন হাসপাতালগুলিতে একাধিক পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় এই সংগঠন। সোমবার দেশজুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দেয় দেশের রেসিডেন্ট ডাক্তারদের এই সংগঠনটি। এদিন হাসপাতালের বেশ কিছু পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে চিকিৎসক সংগঠন। মূলত ‘ইলেক্টিভ সার্ভিস’ (নির্দিষ্ট কিছু পূর্ব নির্ধারিত পরিষেবা) বন্ধ রাখে এই চিকিৎসক সংগঠন। তবে জরুরি পরিষেবা চালু বলে জানা গেছে।

আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে কর্মবিরতি চিকিৎসকদের

শিলিগুড়ি, ১২ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সারা রাজ্যের পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও কর্মবিরতি পালন করছে চিকিৎসরা। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে সোমবার সকাল থেকে কর্মবিরতি পালন করছেন চিকিৎসকেরা। মেডিক্যালে জরুরি বিভাগের সামনে জুনিয়র ডাক্তাররা ধর্নায় বসেছেন।

আর জি করের ঘটনা সামনে আসার পর থেকেই প্রতিবাদে নেমেছে চিকিৎসক মহল। সোমবার উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মবিরতির জেরে আউটডোর পরিষেবা বন্ধ থাকে। তবে রোগীদের জন্য জরুরি বিভাগে পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে। আন্দোলনরত চিকিৎসকেরা ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করেছেন। এছাড়াও রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসকদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার দাবি তুলেছেন তাঁরা।

ঢাকায় হিন্দু নেতাদের সাথে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার বৈঠক, কাল বৈঠকে বসবেন ড় ইউনুস

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। ঢাকায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কাছে দুর্গাপূজায় তিনদিন ছুটির দাবি করেছেন জাতীয় হিন্দু মহাজোটের নেতারা। সোমবার দুপুরে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের শীর্ষ নেতাকর্মীরা স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ দাবি জানান। স্বাক্ষাৎ শেষে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট ঢাকার সভাপতি ড় প্রভাস চন্দ্র রায় বলেন, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার দায়িত্বে যিনি আছেন, তার সঙ্গে আমরা পরিচিতির জন্য এসেছি। তিনি সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাসহ সবার জানমালের নিরাপত্তায় যেসব কাজ করতে চান, আমরা কী চাই, সেসব জানাতে আমরা এসেছি। উনি আমাদের কথাগুলো সহানুভূতির সঙ্গে শুনেছেন। বলেছেন বাংলাদেশে উনারা যতদিন কাজ করবেন, ততদিন এ বিষয়টা উন্নত থেকে উন্নততর অবস্থায় নিয়ে যাবেন।

তিনি আরও বলেন, আগামীতে সংখ্যালঘু লোকদের ওপর নির্যাতন কীভাবে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা যায়, সেই পরামর্শের জন্য উনি আমাদের ডাকবেন, সহযোগিতা করবেন। আমরা কথা দিয়েছি, সংখ্যালঘু লোকরা কীভাবে ওনাদের কাছ থেকে উপকৃত হতে পারেন, সেই পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমরা তার সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখবো। এ সময় বাংলাদেশ হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব পলাশ কান্তি দে বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা যিনি রয়েছেন, আমাদের সঙ্গে এখন পর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে, তাতে আমরা অত্যন্ত খুশি ও সন্তুষ্ট। হিন্দু সম্প্রদায়ের দাবির বিষয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, আমি তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমি তাদের কথা দিয়েছি এ বিষয়ে আমি অবশ্যই কথা বলবো। দুর্গাপূজা তাদের সবচেয়ে বড় পূজা। আমি তাদের বলেছি এ মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে আমি শক্তভাবে সুপারিশ করবো যাতে দুর্গাপূজায় তিন দিন ছুটি হয়। সেটা না হলেও একান্ত যেন দুদিন ছুটি হয়। কারণ একদিন ছুটি হওয়ায় যারা চাকরি-বাকরি করেন তারা যেতে পারেন না। আমার মনে হয় এটা কোনো ইনজেনুইন ব্যাপার না। সরকার বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পাশে আছে জানিয়ে ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম ড় খালিদ হোসেন বলেছেন, মঙ্গলবার হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা ড় মুহাম্মদ ইউনূস বৈঠক করবেন। সোমবার সচিবালয়ে সংবাদ ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান তিনি। খালিদ হোসেন বলেন, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় নিন্দা জানাই। দুর্বৃত্তদের দ্বারা এই হামলার ঘটনা ঘটেছে, তাদের বিষয়ে ব্যবস্থা নেবে সরকার। সরকার সকল ধর্মের মতের সম্প্রীতিতে বিশ্বাস করে। ওখানে আমরা আরও বিস্তারিত কথা শুনবো। আমরা অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সাহায্য কতটুকু করতে পারি সেই বিষয়ে আমরা কালকে সিদ্ধান্ত নেব।

আরজি কর কাণ্ডে লালবাজারের তরফে দ্রুত ন্যায়বিচারের আশ্বাস ফেসবুকে

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর হাসপাতালে যুবতী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় গোটা রাজ্যে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে।

এই আবহে লালবাজারের তরফে ফেসবুকে পোস্ট করে দ্রুত ন্যায়বিচারের আশ্বাস দেওয়া হল। সোমবার একটি নাতিদীর্ঘ ফেসবুক পোস্টে পুলিশের উপর ভরসা রাখার আর্জি জানানো হয়েছে। এর পাশাপাশি লালবাজারের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, দ্রুত ন্যায়বিচার হবে।

যুবতী চিকিৎসককে কর্তব্যরত অবস্থায় ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় গোটা রাজ্যেই প্রতিবাদ-বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। রাজ্যের বহু সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন জুনিয়র চিকিৎসকেরা।

সাধারণ কিংবা আপৎকালীন, সব বিভাগেই পরিষেবা বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে। আন্দোলন করছে একাধিক নাগরিক সংগঠনও।

লালবাজারের তরফে পোস্টে লেখা হয়েছে, “আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে যে চিকিৎসক তরুণীর মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে, এই কঠিন সময়ে আমরা সর্বান্তঃকরণে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে আছি।

এই ঘটনায় মানুষের ক্ষোভ, শোক, রাগ অত্যন্ত স্বাভাবিক, বিশেষ করে চিকিৎসক সমাজের এবং মৃতার পরিজনদের। এই ক্ষোভ-শোক-ক্রোধের নতমস্তক শরিক আমরাও। এই যন্ত্রণা বর্ণনাতীত।”

অধ্যক্ষকে অন্যত্র পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

উত্তর ২৪ পরগনা, ১২ আগস্ট (হি.স.): সোমবার আর জি কর হাসপাতালের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ঘটনার নৈতিক দায় নিয়ে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেন। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গা থেকে ভুরি ভুরি অভিযোগ উঠেছিলো। সেই অধ্যক্ষকে প্রায় ক্লিনচিটই দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পানিহাটিতে নির্যাতিতার বাড়ি থেকে বেরিয়ে মমতা জানান, মানসিক চাপে পদত্যাগ করা অধ্যক্ষকে অন্যত্র পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।

আর জি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুতে ফুঁসছেন জুনিয়র চিকিৎসক ও পড়ুয়ারা। অধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবিতে সোচ্চার হন তাঁরা। সোমবার এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের বলেন, “আর জি করের অধ্যক্ষ জানিয়েছেন দিনকয়েক ধরে তিনি নিজে ও তাঁর সন্তানেরা মানসিক চাপে রয়েছেন। তাই আজ সকালে পদত্যাগপত্র জমা দেন। আমরা তাঁকে বুঝিয়ে বলেছি। আপনাকে ওখানে কাজ করতে হবে না। অন্যত্র কাজ করবেন।”

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, “চেষ্ট বিভাগের এইচওডি, পুলিশ পোস্টের এসিপি, এমএসভিপি, সিকিউরিটিকে সরিয়ে দিয়েছি।” এই ঘটনার আসল দোষীকে খুঁজে বের করাই যে প্রধান লক্ষ্য তা এদিন আরও একবার স্পষ্ট করেন জানান মুখ্যমন্ত্রী।

হরেকরকম
হরেকরকম হরেকরকম

৩৫-এই কপালে ভাঁজ পড়ছে ?

বয়স বাড়লে তার ছাপ সবার প্রথম মুখের উপর দেখা যায়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে গলায় চামড়া কুঁচকে যায়, কপালে ভাঁজ পড়তে থাকে, চোখের কোণের চামড়াও কুঁচকে যায়। এগুলোই ত্বকের বার্ধক্যের লক্ষণ। আর যদি প্রথম থেকে আপনি ত্বকের যত্ন না নেন, তাহলে সময়ের আগেই দেখা দেয় এই সব লক্ষণগুলো। আর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জোরাল হয় সেগুলো। একবার মুখে বয়সের ছাপ পড়ে গেলে তা কোনওভাবেই ঠেকানো যায় না। আপনি যদি স্বাস্থ্যকর ডায়েট মেনে চলেন, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ফল ও শাকসবজি খান, তাহলে বার্ধক্যের লক্ষণগুলো আপনাকে খুব বেশি বিরক্ত করবে না। তাছাড়া বয়স বাড়লে এই ধরনের খাবার আপনাকে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতেও সাহায্য করবে। কিন্তু ডায়েটই শেষ কথা নয়। যেহেতু ত্বকের বার্ধক্য নিয়ে কথা হচ্ছে, তাই জোর দিতে হবে অ্যান্টি-এজিং পণ্যের উপরও। তাছাড়া একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর থেকেই অ্যান্টি-এজিং পণ্য ব্যবহার করা উচিত। সামগ্রিকভাবে নাইটক্রিম আর সিরাম ব্যবহার করলেই আপনার ত্বকের জেল্লা বজায় থাকবে। বাজারে একাধিক নামী-দামি ব্র্যান্ডের নাইটক্রিম ও সিরাম পাওয়া যায়। এই দুটো স্কিন কেয়ার প্রোডাক্টের দামই তুলনামূলক বেশি। তাছাড়া সেগুলো আপনার ত্বকে কতটা বেশি কার্যকর হবে, সেই নিয়েও মনে প্রশ্ন থেকে যায়। তার চেয়ে বাড়িতে নিজের মতো করে বানিয়ে নিতে পারেন নাইটক্রিম ও সিরাম। যেহেতু প্রাকৃতিক উপাদানের তৈরি হবে নাইটক্রিম ও সিরাম, তাই এগুলোর কার্যকারিতা অনেক বেশি। পাশাপাশি নেই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি।

যে উপায়ে বাড়িতে অ্যান্টি-এজিং সিরাম তৈরি করবেন-

৩ চামচ অ্যালোভেরা জেল নিন। এর সঙ্গে ২টো ভিটামিন ই ক্যাপসুলের নির্যাস মিশিয়ে নিন। এবার এতে ৩ চামচ গোলাপ জল আর ২-৩ ফেঁটা অ্যাভোকাডো তেল এবং ২-৩ ফেঁটা আপনার পছন্দের যে কোনও এসেনশয়াল মিশিয়ে নিন। শুষ্ক ত্বক হলে ১ চামচ গ্লিসারিন মিশিয়ে নেবেন। উপকরণগুলো ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে কাচের শিশিতে ভরে নিন। প্রতিদিন রাতে মুখ পরিষ্কার করে তারপর এই সিরাম মেখে নিন।

যে উপায়ে বাড়িতে অ্যান্টি-এজিং নাইট ক্রিম তৈরি করবেন- ১ চামচ দুধের সর নিন। এর সঙ্গে ১ চামচ গোলাপ জল, ১ চামচ অলিভ অয়েল এবং ১ চামচ গ্লিসারিন মিশিয়ে নিন। এই উপকরণগুলো একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে ব্লেন্ডারে মসৃণ পেস্ট বানিয়ে নিন। এই নাইট ক্রিমের মধ্যে ল্যাকটিক অ্যাসিড রয়েছে। এই নাইট ক্রিম ত্বকের উপর লাগালে সূক্ষ্মরেখা ও বলিরেখা রুখে দিতে পারেন। অন্যদিকে, অলিভ অয়েল ও গ্লিসারিন আপনার ত্বকের আর্দতা বজায় রাখবে।

দেখে নিন বাসন ঝকঝকে করার ৬টি টিপস

অতিথিদের তো আর স্টিলের থালায় খেতে দেওয়া যায় না। এর পরিবর্তে আমরা চীনামাটির থালা বাসন ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু আসন ঝামেলা শুরু হয় অতিথিরা চলে যাওয়ার পর! চীনামাটির পাত্রে লেগে থাকা হলুদ দাগ তুলতে নাজেহাল হতে হয় কম-বেশি সকলকেই। তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই! সাধের চীনামাটির বাসন ঝকঝকে রাখতে মেনে চলতে হবে শুধু কয়েকটি সহজ টিপস!

দেখে নিন, চীনামাটির বাসন নতুনের মতো করে তুলতে কোন কোন উপায়ের সাহায্য নেবেন -

বেকিং সোডা পেস্ট

দুই টেবিল চামচ বেকিং সোডায় কয়েক ফেঁটা জল দিয়ে ঘন মিশ্রণ বানিয়ে নিন। এই মিশ্রণ দিয়ে চীনামাটির বাসনে মিনিট ২০ মাখিয়ে রাখুন। তারপর ঘষে ঘষে হলুদের দাগ তুলে ফেলুন।

টুথপেস্ট

একটি টুথব্রাশে সামান্য টুথপেস্ট নিয়ে জলে ভিজিয়ে নিন। বাসনের দাগের জায়গায় এটি দিয়ে ভাল করে ঘষুন। মিনিট খানেক স্ক্রাব করার পর আরও ৫ মিনিট এ ভাবে রেখে দিন। তারপর হালকা গরম জল দিয়ে বাসন ধুয়ে ফেলুন।

লবণ এবং ভিনেগার লবণ এবং ভিনেগার উভয়ই যে কোনও ধরনের দাগ তুলতে দারুণ কার্যকর। একটি বাটিতে ভিনেগার আর নুন মিশিয়ে নিন। চীনামাটির পাত্রগুলি এই মিশ্রণটি দিয়ে ভাল করে মেজে নিন। মিনিট দশেক এ ভাবে রেখে দিন। তারপর সাবান জলে ধুয়ে নিন।

লেবুর রস

লেবুর রসে একটি পরিষ্কার টুথব্রাশ ডুবিয়ে নিন। বাসনের গায়ে লেগে থাকা হলুদের দাগের উপর লেবুর রস দিয়ে ভালো ভাবে স্ক্রাব করুন। আরও ১০ মিনিট এ ভাবে বাসনগুলি রেখে দিন। পরে হালকা গরম জলে ধুয়ে ফেলুন।

গরম জল

এক বালতি গরম জলে সব কয়টি চীনামাটির বাসন ২০ মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রাখুন। তারপর ডিশ ওয়াশিং সাবান এবং জল দিয়ে বাসন ঘষে ধুয়ে ফেলুন। তবে জল যেন খুব বেশি গরম না হয়, নইলে বাসন ভেঙে যেতে পারে। হালকা গরম জল ব্যবহার করবেন।

লেবুর খোসা

উষ্ণ গরম জলে লেবুর রস মিশিয়ে বাসনগুলি ভিজিয়ে রাখুন। এ বার লেবুর খোসা দিয়ে বাসনের দাগের উপর ভালো করে ঘষে নিন। এতে সহজেই দূর হবে বাসনের উপর লেগে থাকা হলুদের দাগ।

এই সুযোগে রুখে দিন ত্বকের বার্ধক্য

পাকা আমের জন্য গ্রীষ্মকালের জন্য মুখিয়ে থাকে সকলে। মে মাস হল সেই সময় যখন বাজারে দেখা মেলে পাকা হিমসাগরের। কিন্তু ক্যালোরির ভয়ে অনেকেই এড়িয়ে যান পাকা আম। আম না খেলেও মুখে মাখতে পারেন। হ্যাঁ, পাকা আম দিয়ে নিতে পারেন ত্বকের যত্ন। ফলের রাজা যেহেতু তাই এর কোনও গুণ থাকবে না, এমন হয় না।

পাকা আমের মধ্যে প্রয়োজনীয় ভিটামিন, মিনারেল ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা ত্বকের জন্য উপকারী। তাছাড়া নিয়মিত মুখে আম মাখলে আপনি সহজেই বয়সের ছাপ রুখে দিতে পারবেন। রূপচর্চায় কী ভাবে আম ব্যবহার করবেন, রইল টিপস।

স্ক্রাব বানিয়ে নিন

ত্বকের উপর মরা কোষ জমে জেল্লা হারিয়ে যায়। তার উপর ঘাম, ধুলোবালি, ময়লা ত্বকের জেল্লা কেড়ে যায়। এক্ষেত্রে আমের তৈরি স্ক্রাব ব্যবহার করলে উপকার পেতে পারেন। ২ চামচ পাকা আমের নির্যাস বের করে নিন। এই পাকা আমের পাল্প ম্যাশ করে নিন। এতে ১ চামচ ওটসের গুঁড়ো ভাল করে মিশিয়ে নিন। এবার এই স্ক্রাবটি ত্বকের উপর লাগিয়ে হালকা হাতে ঘষতে থাকুন। ২ মিনিট পর সাধারণ জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

টকদই ও আমের ফেসপ্যাক

ত্বকের বার্ধক্য রুখে দিতে আপনি আমের ফেসপ্যাক ব্যবহার করতে পারেন। ২ চামচ পাকা আমের নির্যাস নিন। ম্যাশ করে নেবেন। এর মধ্যে ৩ চামচ টকদই ও ৩ চামচ মুলতানি মাটি মিশিয়ে নিন। এবার এই মিশ্রণটা ভাল করে মুখে লাগিয়ে নিন। ফেসপ্যাক শুকিয়ে গেলে জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। এই ফেসপ্যাক আপনার ত্বকের অতিরিক্ত তেলও অপসারণ হয়ে যাবে। গোলাপ জল দিয়ে মাখুন পাকা আম

আপনার ত্বক যদি সংবেদনশীল হয়, তাহলে আমের সঙ্গে গোলাপ জল মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। ২ চামচ পাকা আমের নির্যাস নিয়ে ম্যাশ করে নিন। এবার এতে ২ চামচ গোলাপ জল মিশিয়ে নিন। এবার এটা মুখ ও গলায় ভাল করে লাগিয়ে নিন। শুকিয়ে গেলে সাধারণ জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। এই ফেসপ্যাক আপনার ত্বকের আর্দতা বজায় রাখবে এবং ত্বকের জেল্লা বাড়বে।

কুমড়োর বীজের যে কত গুণ জানলে অবাক হবেন

সবজি হিসেবে অনেকই মিষ্টি কুমড়ো খেতে পছন্দ করলেও এর বীজ অনেকেই খান না। কিন্তু কুমড়ার বীজ না খেলেই অনেক বড় ভুল করবেন আপনি।

কুমড়োর তুলনায় কুমড়ো বীজ ভীষন উপকারী। পুষ্টিবিদরা কুমড়ো বীজ কে পাওয়ার হাউসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ভিটামিন বি, ম্যাগনেশিয়াম, প্রোটিন ও আয়রনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সব খাদ্য উপাদান রয়েছে মিষ্টি কুমড়ার বিচিতে।

১০০ গ্রাম কুমড়োর বীজে আনুমানিক ৫৬০ গ্রাম ক্যালোরি পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞ দের মতে কুমড়ার বীজ খেলে ভালো থাকে হৃদযন্ত্র , এছাড়াও এই পুষ্টিকর বীজটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, ওজন কমায়, এমনকি চুল ও ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ভীষন উপযোগী।

যদি আপনি দীর্ঘদিন ঘুমের সমস্যায় ভোগেন তবে কুমড়ার বীজের ওপর ভরসা রাখতে পারেন। কারণ কুমড়ার বীজে থাকা সেরোটোনিন ঘুম এনে দিতে পারে নিমিষেই।

উচ্চ রক্তচাপ এড়াতে মেনে চলুন এই ঘরোয়া টিপস

মানুষের আধুনিক জীবনযাত্রার কারণে বিভিন্ন ধরণের রোগ বাসা বাঁধছে মানুষের শরীরে।এর মধ্যে অন্যতম হল উচ্চ রক্তচাপ। ভোগ আর বিলাসিতার কারণে এই রোগের দিকে আমরা প্রতিনিয়ত ঝুঁকছি। আজকাল এই উচ্চ রক্তচাপের কবলে বয়স্ক মানুষ থেকে শুরু করে তরুণরাও। এর পেছনে অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রাই প্রধানত দায়ী। ভুল কিছু পদক্ষেপের কারণে আমরা নিজেদের অজান্তেই বাড়িয়ে চলছি উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি। আমরা রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি একটু নিয়ম মেনে চললেই। উচ্চ রক্তচাপকে এড়নো গেলে নিজেদের জীবনকে কীভাবে স্বাচ্ছন্দ্যে কাটানো।

স্বাদের পাশাপাশি স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখতে বেকড স্প্রাউটস খিচুড়ি

স্বাদের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পুষ্টির বরাদ্দ ঠিক রাখা একান্ত জরুরি। কিন্ত এই প্রচণ্ড গরমে এমন রান্না এড়িয়ে চলুন যা করতে অনেক সময় আর পরিশ্রম লাগে কারণ বাড়ির সব কাজও নিজেকেই করতে হয়। রান্না দারুণ একটি শিল্প, ভালো রান্না মানুষকে খুশি করে, আনন্দ দেয়। আর প্রিয়জনকে খুশি রাখতে কার না ভালো লাগে? তাই খুব সহজেই বানিয়ে ফেলুন সুস্বাদুএবং পুষ্টিকর এই রেসিপি।

যাঁরা স্বাস্থ্যসচেতন, তাঁরা কিনওয়া বা ব্রাউন রাইস দিয়েও এই খিচুড়ি বানাতে পারেন।

উপকরণ:

১/৪ কাপ সাদা চাল
২ বড়োচামচ ঘি
১/২ কাপ হলুদ মুগ ডাল
২ বড়োচামচ ফেটানো দই
১টেবিলচামচ পেঁয়াজকুচি
১চাচামচ জিরে
১টি কাঁচালঙ্কা
১/৪চাচামচ হলুদগুঁড়ো
স্বাদ অনুযায়ী নুন
১বড়ো চামচ টোম্যাটোকুচি
২বড়োচামচ ফেটানো দই
১চাচামচ গরম মশলা
১/৪কাপ অঙ্কুরিত মুগডাল
১চাচামচ গরম মশলা
কাপ অঙ্কুরিত মুগডাল
১বড়োচামচ ভাজা পেঁয়াজ

পদ্ধতি:

সব উপকরণ ভালো করে ধুয়ে নিন।

পেঁয়াজ, লঙ্কা, টোম্যাটো কুচিয়ে নিয়ে সরিয়ে রাখুন।চাল আর ডাল খুব ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে, তার পর জলে ভিজিয়ে রাখুন খানিকক্ষণের জন্য।এবার চাল, মুগ ডাল আর স্প্রাউটস একসঙ্গে সেদ্ধ করতে বসান। অন্য পাত্রে ঘি গরম করে তাতে জিরে, কাঁচালঙ্কা, হিং, পেঁয়াজ, টোম্যাটো দিয়ে ভাজা ভাজা করে নিন।তার মধ্যে সেদ্ধ করা চাল-ডালের মিশ্রণ দিন।

নুন-মিষ্টি চেখে দেখে নিন ঠিক আছে কিনা।এবার আভেনপ্রুফ পাত্রে ঢেলে উপরে ফেটানো দই ছড়িয়ে ১২০ ডিগ্রিতে বেক করে নিন ১০ মিনিট। নামিয়ে ভাজা পেঁয়াজ ছড়িয়ে পরিবেশন করুন চাটনির সঙ্গে।

নুন কম খেতে হবে:

সারা দিনে মাত্র ২ গ্রাম লবণ খাওয়া উচিত উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের। একজন রক্তচাপের রোগী সর্বোচ্চ ৫ গ্রাম পর্যন্ত নুন খেতে পারেন। বেশি নুন খেলে ধমনি মোটা হয়ে যায় এতে হার্ট ব্লক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের লবণ খাওয়ার উপর নজর দিতে হবে। তবে রান্নায় স্বাভাবিক মাত্রায় নুন ব্যবহার করা যেতেই পারে। কিন্তু পরে খাবারে আলাদা করে নুন খেলেই।

নিজেকে সময় দিন : সারা দিনের ব্যাস্ততায় আমরা একটুও সময় রাখিনা নিজেদের জন্য। যার কারণে আমরা একটুও শান্তি খুঁজে পাই না। আর এতে ভেতরে জমে ক্লান্তি যা আমাদের জীবনকে নষ্ট করে দেয়। তাই নিজেকে সময় দিতে হবে। হাসি খুশি থাকতে হবে। আনন্দে থাকলে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব। ধূমপান বন্ধ রাখুন:

মাথায় হাত দিলেই মুঠো মুঠো চুল উঠে আসছে ?

চুল পড়া আজকালকার দিনে অন্যতম বড় সমস্যা। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা - যে মরশুমই হোক না কেন, চুল ঝরেই চলেছে। মার্কেটের নামীদামি প্রোডাক্ট থেকে ঘরোয়া টোটকা, কোনও কিছুতেই চুল পড়া আটকায় না।

চিকিৎসকদের মতে, অস্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া এবং জীবনযাত্রা, হরমোনের ভারসাম্যহীনতা, স্ট্রেস, শারীরিক অসুস্থতা ছাড়াও চুল পড়ার আরও অনেক কারণ রয়েছে।

বংশগত প্রবণতাও চুল পড়ার অন্যতম কারণ। জিনের কারণে সাধারণত কৈশোরকাল থেকেই চুল পড়া শুরু হয়।

নির্দিষ্ট কিছু প্রাকৃতিক উপাদান রয়েছে, যেগুলি চুল পড়া আটকাতে পারে। এর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর উপাদান হল মৌরি। মৌরিতে প্রচুর ভিটামিন এবং খনিজ রয়েছে। যা চুলের ফলিকলে পুষ্টি যোগায় এবং শক্তিশালী করে। ফলে চুল পড়া কমে। জেনে নিন, চুল পড়া কমাতে মৌরি কী ভাবে ব্যবহার করবেন- চুলের যত্নে মৌরি ব্যবহারের পদ্ধতি

১) এক টেবিল চামচ মৌরি সারা রাত জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন সকালে জলটা ছেঁকে নিয়ে, মৌরি মিক্সি বা শিলনোড়ায় বেটে নিন। টক দইয়ের সঙ্গে মৌরি গুঁড়ো দিয়ে একটা পেস্ট তৈরি করুন। মাথার ত্বকে ও চুলে এই পেস্টটি লাগিয়ে আধা ঘণ্টা রেখে দিন।

৩০ মিনিট পর একেবারে হালকা গরম জল দিয়ে মাথা ধুয়ে ফেলুন। তারপর মাথা মুছে ফ্যানের তলায় চুল শুকিয়ে নিন। সপ্তাহে দু'বার মৌরির পেস্ট ব্যবহার করতে পারেন। ২) কয়েক চামচ মৌরি জলে দিয়ে ফোটান কিছুক্ষণ। জলটা ছেঁকে ঠাণ্ডা হতে দিন। তারপর, এই মৌরির জল দিয়ে চুল ভাল করে ধুয়ে ফেলুন। মৌরি ব্যবহারের পাশাপাশি, রোজ স্বাস্থ্যকর ডায়েট মেনে চলুন, প্রচুর জল পান করুন। আপনার চুলের ধরন অনুযায়ী শ্যাম্পু এবং কন্ডিশনার ব্যবহার করুন। হিট-স্টাইলিং সরঞ্জাম যেমন হেয়ার ড্রায়ার, কার্লিং আয়রন এবং স্ট্রেইটনারের ব্যবহার বন্ধ করুন। এই সব পদক্ষেপ সঠিকভাবে মেনে চললে তবেই স্ক্যাল্প ও চুল সুস্থ থাকবে। চুল পড়াও ধীরে ধীরে কমবে।

পিঠে বানানোর চাল গুঁড়ি দিয়ে সেরে দিন রূপচর্চা

রান্নাঘরে এমন অনেক উপাদান রয়েছে, যা রূপচর্চায় ব্যবহার করা হয়। কাঁচা হলুদ থেকে শুরু টমেটো, টক দই ইত্যাদি প্রায়শই মুখে মাখা হয়। কখনও ট্যান তুলতে, আবার কখনও ব্রণ দূর করতে। যদিও এখন বিশ্বজুড়ে মানুষের মধ্যে কোরিয়ান বিউটির চল বেড়েছে। কিন্ত কোন অংশেই কমেনি ঘরোয়া প্রতিকারের ব্যবহার।

বরং, কে-বিউটিকে ভালবাসে মানুষ এমন উপায় খুঁজে নিচ্ছে যা সহজলভ্য এবং উপকারী। তেমনই একটি উপাদান হল চালের গুঁড়ো। যে চালের গুঁড়ি আপনি পিঠে বানাতে ব্যবহার করেন, এবার সেটা দিয়েই সেরে দিন রূপচর্চা। তাও একদম কোরিয়ান স্টাইলে। চালের গুঁড়ো ত্বকের চিরযৌবন বজায় রাখতে সাহায্য করে। ত্বকের জেল্লা ধরে রাখে। ত্বকের দাগছোপ দূর করা থেকে শুরু করে ত্বককে এক্সফোলিয়েট করতে সাহায্য করে চালের গুঁড়ো। পাশাপাশি সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মির হাত থেকে রক্ষা করে এই উপাদানটি। চাইলে সান ট্যানও তুলে ফেলতে পারবেন চালের গুঁড়ো গায়ে মেখে। শুধু আপনাকে জানতে হবে, ব্যবহারের সঠিক উপায়।

ব্রণর কমায়- তৈলাক্ত ত্বকে সবচেয়ে বেশি ব্রণর সমস্যা দেখা দেয়। যদিও ব্রণ হওয়ার পিছনে নানা কারণ দায়ী থাকতে পারে। লিভারের সমস্যা, হরমোনের ভারসাম্যহীনতা, পুষ্টির ঘাটতির মতো নানা কারণে মুখে ও পিঠে ব্রণ হতে পারে। তবে তৈলাক্ত ত্বকের জন্য যদি আপনি ব্রণর সমস্যায় ভোগেন, তাহলে চালের গুঁড়োর সাহায্য নিতে পারেন। ২ চামচ চালের গুঁড়োর সঙ্গে ১ চা চামচ মুলতানি মাটি ও গোলাপ জল মিশিয়ে ঘন ফেসপ্যাক বানিয়ে নিন। এই ফেসপ্যাক সপ্তাহে ১-২ বার ব্যবহার করলে ধীরে ধীরে ত্বকের তেলতেলে ভাব ও ব্রণর সমস্যা কমবে। দাগছোপ দূর করে- ব্রণ কমলেও ব্রণর দাগ সহজে পিছু ছাড়ে না। তাছাড়া সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মিও ত্বকের ক্ষতি করে। মেলানিন বাড়িয়ে দেয় এবং যার জেরে হাইপারপিগমেনটেশনের সমস্যা দেখা দেয়। এই অবস্থায় চালের গুঁড়োর সঙ্গে বাদাম তেল ও গোলাপ জল মিশিয়ে ভাল মুখে লাগান। শুকিয়ে গেলে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ৩ বার আপনি এই চালের গুঁড়োর ফেসপ্যাক ব্যবহার করতে পারবেন। ত্বককে উজ্জ্বল করে- গরমে ত্বকের অবস্থাও খারাপ হয়ে যায়। ত্বক ম্লান দেখায়। এই সময় চালের গুঁড়ো মিশিয়ে রূপচর্চা করলে আপনি ফিরে পেতে পারেন সেই হারানো গ্লো। ১ চামচ চালের গুঁড়োর সঙ্গে ১ চামচ মধু ও গোলাপ জল মিশিয়ে নিয়ে মুখে লাগালেই কাজ শেষ। এই ফেসপ্যাক আপনাকে এনে দেবে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা। পাশাপাশি এর কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও নেই।

চুল ধোওয়ার ঠিকঠাক নিয়ম জানেন তো ?

চুলের যত্নে যে শ্যাম্পু ব্যবহারের প্রয়োজন রয়েছে, সে কথা তো সকলেরই জানা। কিন্তু শ্যাম্পু করার সঠিক নিয়ম সম্পর্কেসিংহভাগ মহিলাই অবগত নন। ফলে অবুঝের মতো শ্যাম্পু ব্যবহারের কারণে চুলের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা হারায়, চুল রুক্ষ-শুষ্ক হয়ে যায় এবং আরও বেশি ঝরতে থাকে। তাই কী কী নিয়ম মেনে চুল ধোওয়া উচিত, সে সম্পর্কে জেনে নেওয়াটা খুব জরুরি।

তবেই চুল পড়া কমবে এবং চুলের হারিয়ে যাওয়া জেল্লাও ফিরে আসবে। বলা ভাল চুলের স্বাস্থ্য বজায় থাকবে। চুলের ধরন অনুযায়ী শ্যাম্পু কিনুন প্রথমেই চুলের ধরন বুঝে শ্যাম্পু এবং কন্ডিশনার বাছাই করতে হবে। আপনার চুল শুষ্ক, তেলতেলে কিংবা মিশ্র ধরনের কী না, তা বুঝে নিয়ে শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার বাছাই করুন।

শ্যাম্পু করার আগে চুলে তেল দিন

চুলে শ্যাম্পু করার ২-৩ ঘন্টা আগে স্ক্যাল্প এবং চুলে ভাল করে তেল লাগিয়ে কিছুক্ষণ ম্যাসাজ করুন। চুলে তেল মাখলে, তবেই শ্যাম্পুতে যে সব রাসায়নিক থাকে, তা থেকে চুলের গোড়াটা বাঁচানো যাবে। নারকেল তেল ব্যবহার করা সবচেয়ে ভাল। এর পাশাপাশি অলিভ অয়েল বা সর্ষের তেলও ব্যবহার করতে পারেন।

বড় দাঁতের চিরুনি দিয়ে জট ছাড়ান

শ্যাম্পু করার আগে চুলের জট ছাড়ানো খুব গুরুত্বপূর্ণ। বড় এবং চওড়া দাঁতের চিরুনি খুব সহজেই চুল জটমুক্ত করতে পারে। এতে চুলে টান কম পড়ে, চুল ভাঙা এবং পড়াও আটকায়। চুলে শ্যাম্পু করুন প্রথমে একেবারে হালকা গরম জল দিয়ে চুল ভাল ভাবে ধুয়ে নিন। এক মিনিট চুল ভিজিয়ে রাখুন। তারপর শ্যাম্পু দিয়ে চুল এবং মাথার ত্বক ভাল ভাবে পরিষ্কার করুন। শ্যাম্পু করার সময় মাথার ত্বকে ম্যাসাজ করবেন। এতে চুলের গোড়ায় রক্ত সঞ্চালন বাড়ে এবং চুল ভাল থাকে। শ্যাম্পু করার পর ঠান্ডা জলে চুল ধুয়ে ফেলুন। হালকা গরম পানি আপনার চুলের কিউটিকল খুলে দেবে এবং ঠান্ডা জল তা বন্ধ করবে। চুলের কিউটিকাল খোলা থাকলে আর্দতা কমতে থাকে।

কন্ডিশনার ব্যবহার করুন শ্যাম্পুর পর চুলে কন্ডিশনার ব্যবহার করুন। তবে ভুলেও মাথার ত্বকে কন্ডিশনার লাগাবেন না। শুধুমাত্র চুলে লাগান। কন্ডিশনার লাগানোর পর পাঁচ মিনিট রাখুন। তারপর মাথা ধুয়ে ফেলুন।

মাথা মোছা

চুল ধোওয়ার পর একেবারে নরম তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছুন। কিন্তু কখনই খুব জোরে ঘষে ঘষে মাথা মুছবেন না। এতে চুল ঝরতে পারে। একেবারে আলতো হাতে মাথা মোছার চেষ্টা করুন।

11-08-24.pmd 2 12-08-2024, 11:24

শেখ হাসিনা ভারতে থাকলেও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হবে না :বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১২।। শেখ হাসিনা আশ্রয় নিলেও ভারতের সঙ্গে আমাদের সমস্যা হবে না উল্লেখ করে অন্তর্বতীকালীন সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেছেন, যাদের সঙ্গে যে ধরনের চুক্তি বা কমিটমেন্ট আছে সেগুলো অবশ্যই আমাদের রক্ষা করতে হবে। শেখ হাসিনা ভারতে থাকলেও ওই দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্টের কোনো কারণ নেই।

সোমবার (১২ আগস্ট) বিকেলে বিদেশি কূটনীতিকদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে এসব কথা বলেন তিনি। তৌহিদ হোসেন বলেন, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক অনেক বড় বিষয়, এটা স্বার্থের সম্পর্ক। বন্ধুত্ব স্বার্থের জন্য। বাংলাদেশে ভারতের স্বার্থ আছে, আবার ভারতে আমাদের স্বার্থ আছে। আমরা সেই স্বার্থকে ফলো করব এবং আমাদের সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করব। তিনি (শেখ হাসিনা) সেখানে থাকলে বা কেউ কোনো দেশে থাকলে সেই দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হবে কেন, নষ্ট হওয়ার কোনো কারণ নেই।পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ক্ষমতা শব্দ ব্যবহার করতে চাই না। যেই কাউন্সিল এখন দায়িত্বে আছে, সেটা পালন করে সরে যাব। আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি এই কাউন্সিল অন্য কারও জন্য কাজ করছে না, শুধু বাংলাদেশের জন্য কাজ করছে। আমার নিজের ব্যাপারে তো আমি নিশ্চয়তা দিতে পারিই, বাকিদের যা দেখেছি তাতে কেউই অন্য কোনো দেশের জন্য কাজ করছে না বলে আশ্বস্ত করেন সাংবাদিকদের।ভারতের মিডিয়া গুলোর প্রোপাগান্ডার কাউন্টার দেওয়া হবে উল্লেখ করে তৌহিদ হোসেন বলেন, সমাজের যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের কাছ থেকে আমরা কাউন্টার প্রত্যাশা করি। আপনারা যা দেখছেন সেটা প্রচার করুন।

ইউরোপ-আমেরিকা-চীন-ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেন, যাদের সঙ্গে যে ধরনের চুক্তি বা কমিটমেন্ট আছে সেগুলো অবশ্যই আমাদের রক্ষা করতে হবে। আমরা চেষ্টা করব আমাদের স্বার্থ যেন সব ক্ষেত্রে এগিয়ে যায়। যেখানে আমাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে, সেখানে আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব, এমন নয় যে থেমে আছি।

বৈঠকে যোগ দেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপান, ভারত, জার্মান, ব্রিটিশ, কানাডা, রাশিয়া, ইইউ, স্পেন, ইতালি, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, সুইজারল্যান্ড, চীনসহ অন্তত ৬০টি দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা।

আর জি কর কাণ্ডে তুমুল বিক্ষোভ বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

বর্ধমান, ১২ আগস্ট(হি.স.): আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মৃত চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার প্রতিবাদে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জুনিয়ার চিকিৎসকরা সোমবারও তাদের অবস্থান বিক্ষোভ অব্যাহত রেখেছেন।

জুনিয়ার চিকিৎসকদের দাবি, মৃত চিকিতককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে, এবং এই ঘটনার প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত প্রমাণসহ তাদের গ্রেফতার করা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া উচিত। এছাড়াও, ভবিষ্যতে যাতে এরকম জঘন্য ঘটনা আর না ঘটে, তার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানিয়েছেন তারা।

অবস্থান বিক্ষোভ চলাকালীন, বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি পরিষেবা সচল রাখা হয়েছে, তবে চিকিৎসকরা তাদের প্রতিবাদ অব্যাহত রেখেছেন।

তাঁর অধীন ২৫টি মন্ত্রালয়ের বিভিন্ন পদমর্যাদার সচিবদের সঙ্গে বৈঠক অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান ড. ইউনুসের

।। রাজীব দে।।ঢাকা, ১২ আগস্ট (হি.স.) : বাংলাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস তাঁর অধীনস্থ ২৫টি মন্ত্রালয়ের জ্যেষ্ঠ সহ বিভিন্ন স্তরের সচিবদের সঙ্গে আজ সোমবার বৈঠকে বসেছেন। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় তথা বাসভবন রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় আজ সকাল ১১টা থেকে বৈঠক শুরু হয়েছে।গতকাল রবিবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত চিঠি ২৫টি মন্ত্রালয় এবং সচিবালয়ে পাঠিয় বলা হয়েছে, বৈঠকে শুধু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রালয় ও বিভাগের সচিব ও জ্যেষ্ঠ সচিবরা উপস্থিত থাকবেন। মন্ত্রালয়ের অধীন দফতর / সংস্থার সচিবদের সভায় যোগ দিতে হবে না। কারণ জনপ্রশাসন, ভূমি সহ কয়েকটি মন্ত্রালয়ে চার-পাঁচজন করে সচিব কাজ করছেন। তাই যে সকল সচিব বিভিন্ন দফতর / সংস্থায় আছেন, তাঁদের এই বৈঠকে যোগদান করতে হতে হবে না।

সূত্রের খবর, বৈঠকে ২৫টি মন্ত্রালয় ও বিভাগের কর্মপরিধি এবং ভিশন ও মিশন উপস্থাপন করা হবে। সচিবরা নিজ নিজ মন্ত্রালয়ের চলমান কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টাকে অবহিত করবেন। এর পর প্রতিটি মন্ত্রালয় ও বিভাগের বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হতে পারে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কম সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রের কিছু সংস্কার করতে চায়। এ জন্য প্রতিটি মন্ত্রালয়ের অনিয়ম, দুর্নীতি বিষয়েও আলোচনা হতে পারে বৈঠকে। সভায় প্রতিটি মন্ত্রালয় সম্পর্কে একটি সুনিদিষ্ট কর্মপরিকল্পনা আসতে পারে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আধিকরিকরা কীভাবে কাজ করবেন, বোঝা যাবে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের পর।নিজ নিজ মন্ত্রালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে তাঁরা প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন। সদ্যক্ষমতাচ্যুত আওয়ামি লিগ সরকারের আমলে যে সব কাজ 'বিশেষ অগ্রাধিকার বা দলীয় বিবেচনায়' করা হয়েছে, সেগুলোও প্রধান উপদেষ্টাকে জানানো হবে বৈঠকে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রালয়ের কর্মকর্তারা গত ১৫ বছরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়নের সার্বিক চিত্রের প্রতিবেদন নিয়ে কাজ করছেন। শিক্ষা মন্ত্রালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করছে। এ জন্য দিনব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিষয়ে সার্বিক খোঁজখবর নিয়েছে।

এ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার, জেলাশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের (ইউএনও) কাছ থেকে সার্বিক পরিস্থিতির প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হয়েছে।গত ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র ও সংহতি জানানো জনতার যৌথ আন্দোলনের মুখে আওয়ামি লিগ সরকার পদত্যাগে বাধ্য হয়। এর পর তিন দিন দেশে সরকার ছিল না। গত বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। পরের দিন এই সরকারের উপদেষ্টাদের মধ্যে দফতর বণ্টন করা হয়। গতকাল ছিল সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস। এর মধ্যে অনেক উপদেষ্টা তাঁদের অধীন মন্ত্রালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা করে কর্মপরিকল্পনা ঠিক করেছেন নিজ মন্ত্রালয়ে।অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনুসের অধীন ২৫টি মন্ত্রালয় ও বিভাগ যথাক্রমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রালয়, সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রালয়, খাদ্য মন্ত্রালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রালয়, ভূমি মন্ত্রালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রালয়, কৃষি মন্ত্রালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রালয়, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রালয়, নৌপরিবহণ মন্ত্রালয়, জলসম্পদ মন্ত্রালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রালয়, বাণিজ্য মন্ত্রালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রালয়, সংস্কৃতি মন্ত্রালয়, অসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রালয় এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রালয়।

অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুসের হাতে প্রথমে রাখা হয়েছিল ২৭টি মন্ত্রালয় ও বিভাগের দায়িত্ব। গতকাল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রালয় দুই উপদেষ্টার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। কারণ সরকারের আরও দুই উপদেষ্টা গতকাল শপথ নিয়েছেন। শপথের পর তাঁদের দফতর বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে।দুই উপদেষ্টার মধ্যে বিধানরঞ্জন রায় পেয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রক, আর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েছেন সুপ্রদীপ চাকমা। প্রধান উপদেষ্টা সহ এই সরকারের সদস্যসংখ্যা ১৭। এর মধ্যে তিনজন ঢাকার বাইরে থাকায় বৃহস্পতিবার তাঁরা শপথ নিতে পারেননি। তাঁদের মধ্যে বিধানরঞ্জন রায় ও সুপ্রদীপ চাকমা গতকাল বঙ্গভবনে শপথ নিয়েছেন। অন্য এক উপদেষ্টার মধ্যে ফারুক-ই-আজম এখনও শপথ গ্রহণ করেননি।

শ্রাবণের চতুর্থ সোমবারও পাথারকান্দির বিভিন্ন মন্দিরে শিবভক্তদের ভিড়

পাথারকান্দি (অসম), ১২ আগস্ট (হি.স.) : মহাদেবের জন্মমাস বলে পরিচিত শ্রাবণ মাসের চতুর্থ সপ্তাহের সোমবারও পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার সবকয়টি চা বাগান ও বস্তি এলাকার মন্দিরে মন্দিরে শিবভক্তদের ভিড় উপচে পড়েছে।

অন্যান্য সপ্তাহের মতো আজ সোমবার কাকভোরে শিবভক্তরা স্নান করে গৈরিক বসন পরে কাঁধে 'কাবেরি' (বাঁক), হাতে ঘটি নিয়ে সূর্যোদয়ের আগেই সুসজ্জিত রথের সাথে পায়ে হেঁটে ভোলে-ব্যোম ধ্বনি দিতে দিতে মাতোয়ারা হয়ে দূরদূরান্ত থেকে পবিত্র জল সংগ্রহ করে ফুল, বিল্বপত্র, দুগ্ধ, মধু সমেত নিজ নিজ এলাকার মন্দিরে গিয়ে ভোলানাথের পুজো দেন।

মূলত এই পুজোর মাধ্যমে সনাতনীরা নিজের পরিবার—পরিজন সহ দেশের মঙ্গল কামনা করে থাকেন। আজও এলাকার ইচাবিল, সলগই, চাঁদখিরা, সোনাখিরা, লালখিরা, আদমটিলা, ভুবরিঘাট, চাম্পাবাড়ি, লঙ্গাই, সেপেনজুরি, পুতনি, হাতিখিরা, বৈঠাখাল, বিশনম্বর, শিবেরগুল, বাজারিছড়া, লোয়াইরপোয়া, ত্রিমটি প্রভৃতি স্থানের মন্দিরে ভোলে-ব্যোম পুজো অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পুজোয় যাতে কোনও ধরনের বিঘ্ন না ঘটে সে ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনও সজাগ দৃষ্টি রেখেছে। জানা গেছে, এ বছরের হিন্দি সংবৎ সনের হিসাবে শ্রবণ মাসে পাঁচটি সোমবার রয়েছে। ফলে আগামী সোমবারের পুজো শেষে মাসব্যাপী ভোলে-ব্যোম পুজোর সমাপ্তি ঘটবে। আজ বিভিন্ন মন্দিরে বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে মহানাম সংকীর্তন এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

পঞ্চভূতে বিলীন নটবর সিং, চোখের জলে বিদায় জানালেন অগণিত মানুষ

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.): পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলেন প্রয়াত প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী নটবর সিং। চোখের জলে নটবর সিংকে বিদায় জানালেন অগণিত মানুষ। সোমবার দিল্লির লোধি শ্মশান ঘাটে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা প্রমুখ। বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর সোমবার নটবর সিংকে শেষশ্রদ্ধা জানান।নটবর সিংকে শেষশ্রদ্ধা জানিয়ে গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেছেন, 'নটবর সিং একজন সাহসী ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সর্বদা নির্ভয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন, যা দেশ ও সমাজের সর্বোত্তম স্বার্থে ছিল। আমি নটবর সিংকে শ্রদ্ধা জানাই, ঈশ্বর নটবর সিংয়ের পরিবারকে এই ক্ষতি সহ্য করার শক্তি দিন।' দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন নটবর সিং। বার্ধক্যজনিত রোগে কাবু হয়ে পড়েছিলেন। হরিয়ানার গুরুগ্রামের মেদান্তা হাসপাতালে শনিবার রাত সাড়ে ১১টা নগদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী। সোমবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হল।

জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের তিরঙ্গা যাত্রা অনুপ্রেরণাদায়ক : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.): 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযানের অংশ হিসেবে সমগ্র দেশে চলছে তিরঙ্গা যাত্রা। তিরঙ্গা যাত্রায় সামিল হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরও। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আনন্দের সঙ্গে জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের তিরঙ্গা যাত্রা অনুপ্রেরণাদায়ক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানান, জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ তিরঙ্গা যাত্রাকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তা অনুপ্রেরণাদায়ক। জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযানকে উৎসাহিত করতে যে সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তার প্রশংসা করেন। দেশজুড়ে শুরু হয়েছে ''হর ঘর তিরঙ্গা'' অভিযান। এই অভিযানের অঙ্গ হিসেবে সোমবার সকালে শ্রীনগরে তিরঙ্গা যাত্রার নেতৃত্ব দেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। এই তিরঙ্গা যাত্রাকে ঘিরে জম্মু ও কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ উন্মাদনা দেখা দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক যুব দিবসে তরুণ—তরুণীদের উৎসাহিত করতে একাধিক প্রকল্প হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী সাইনির

পঞ্চকুলা, ১২ আগস্ট (হি.স.): হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনি এবং বিধানসভার স্পিকার জ্ঞান চাঁদ গুপ্তা সোমবার প্যারেড গ্রাউন্ডে আন্তর্জাতিক যুব দিবসের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণও করেন নায়াব সিং সাইনি। তিনি বলেন, এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে স্বাধীনতার এই মাসটি গোটা দেশ উদ্দীপনার সঙ্গে উদযাপন করছে। স্বাধীনতা দিবস সেইসব বীর, বিপ্লবী ও শহীদদের স্মরণ করার সময় যাঁরা ভারতের মাটিকে রক্ষা করার জন্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এই দেশ তার বীর যুবকদের প্রতি কৃতজ্ঞ, যাঁরা ভারতমাতাকে বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এমনকি স্বাধীনতার পরও তরুণরা ভারতকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

হরিয়ানার যুবক-যুবতীদের জন্য এদিন মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনি রাজ্যে ''ড্রোন দিদি স্কিম'', ''কন্ট্রাক্টর সক্ষম যুব স্কিম'', ''আইটি সক্ষম যুব স্কিম'' চালু করেন। তিনি এদিন এও বলেন, পদকজয়ী ক্রীড়াবিদদের আমাদের সরকার পুরস্কৃত করে থাকে। বিশেষ করে, স্বর্ণপদক জেতার জন্য ৬ কোটির পুরস্কার দিয়ে থাকে। যুবক-যুবতীদের উৎকর্ষ সাধন এবং তাদের প্রতিভা প্রদর্শনের জন্য উৎসাহিত করাই লক্ষ্য বলে জানান সাইনি।

আর জি কর-কাণ্ড নিয়ে ইন্ডি জোট নীরব, নিশানা বিজেপি নেত্রী সাজিয়া ইলমির

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.) : আর জি কর-কাণ্ড নিয়ে সরব হলেন বিজেপি নেত্রী সাজিয়া ইলমি। তিনি এদিন দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, তার (নিহত ডাক্তারি পড়ুয়া)—র শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে, তবুও ইন্ডি জোট নীরব।

তিনি এও অভিযোগ করেন, ধর্ষক সম্পর্কে বলার পরিবর্তে, প্রতিষ্ঠানকে প্রশ্ন করার বদলে মেয়েটিকে নিয়ে খারাপ কথা বলা হচ্ছে। যখন নারীর অধিকারের প্রসঙ্গ আসে এবং ধর্ষণের ঘটনা সামনে আসে, তখন রাজ্য ভেদে এরা প্রতিক্রিয়া দেয়। এটা খুবই লজ্জাজনক ব্যাপার যে, কোন সরকার ক্ষমতায় আছে তার উপর নির্ভর করে এদের প্রতিক্রিয়া দেওয়া।

বিশ্ব হস্তি দিবস উদযাপন প্রধানমন্ত্রীর, হাতি সংরক্ষণ প্রচেষ্টার প্রশংসায় পঞ্চমুখ

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.): বিশ্ব হস্তি দিবস উদযাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হাতিদের সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই মহিমান্বিত প্রাণীদের সুস্থতার জন্য উপযোগী আবাসস্থল সরবরাহ করার প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতির উপর জোর দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারতে হাতির গভীর সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য তুলে ধরেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে হাতির সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী সোমবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'বিশ্ব হস্তি দিবস হল হাতি রক্ষার জন্য বিস্তৃত প্রচেষ্টার প্রশংসা করার একটি উপলক্ষ। একই সময়ে আমরা হাতিদের একটি অনুকূল আবাসস্থল নিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছি। ভারতে আমাদের জন্য, হাতি আমাদের সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের সঙ্গেও জড়িত। এটা আনন্দের যে গত কয়েক বছরে হাতির সংখ্যা বেড়েই চলেছে।"

মোগলমারিতে গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত এক, আহত ৭

মোগলমারি, ১২ আগস্ট (হি.স.): পূর্ব বর্ধমানের মোগলমারিতে পথ দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৭ জন। আহতরা সকলেই ভর্তি হাসপাতালে। সোমবার সাতসকালে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটি ঘটে।

পুলিশ সূত্রে খবর, সকাল ৬ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। একটি ছোট গাড়ি করে ৪০ জন যাচ্ছিলেন। তাঁদের সকলের বাড়ি বাঁকুড়ার শাসপুরে। ধান রোয়ার কাজ করতে বর্ধমানের দিকে যাচ্ছিলেন সকলে। আচমকা বর্ধমানের দিকে যাওয়া একটি বাস গাড়ির পিছন দিকে সজোরে ধাক্কা মারে। গাড়ি থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে যান কয়েকজন। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয়রা দ্রুত আহত আরও ৭ জনকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। বর্তমানে সেখানেই তাঁরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ময়নাতদন্তের চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন সিট-এর তদন্তকারীরা

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি.স.): আরজি কর কাণ্ডে মৃত ছাত্রীর ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে দেহে একাধিক আঘাতের উল্লেখ করা হয়েছে। রিপোর্টে ধর্ষণের ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে। তবে ধর্ষণের পর খুন নাকি খুনের পর ধর্ষণ, এবিষয়ে এখনও নিশ্চিত করে কিছু জানাননি তদন্তকারীরা।সূত্রের খবর, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে ময়নাতদন্তের তিন চিকিৎসকের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন বিশেষ তদন্তকারী দলের (সিট) তদন্তকারীরা। সোমবার পুলিশের এক কর্তা বলেন, পারিপার্শ্বিক তথ্য প্রমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তার সঙ্গে ময়নাতদন্তের রিপোর্টও মিলিয়ে দেখা হবে। দুটো রিপোর্ট খতিয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে ময়নাতদন্তের চিকিৎসকদের সঙ্গে এই বৈঠক করা হবে।ওই বৈঠকের আগে সোমবার আরজি কর হাসপাতালে যান ময়নাতদন্তের সঙ্গে যুক্ত থাকা তিন জন চিকিৎসক। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে আরজি করের সেমিনার হলে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় এক ডাক্তারি পড়ুয়াকে।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮০ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮০ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৮ ডলার। সোমবার পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা, ডিজেল ৮৯.৯৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৪.৯৫ টাকা, ডিজেল ৯১.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা ডিজেল ৯২.৩৪ টাকা প্রতি লিটারে পাওয়া যায়।প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক বাজারে সপ্তাহের প্রথম ব্যবসায়িক দিনে, ব্র্যান্ড ক্রুড ০.১৬ ডলার বা ০.২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ব্যারেল প্রতি ৭৯.৮২ ডলারে পৌঁছেছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুড ০.২৯ ডলার বা ০.৩৩ শতাংশ বেড়ে প্রতি ব্যারেল ৭৭.১৩ মার্কিন ডলারে স্থিতিশীল রয়েছে।

বিপিএসসি পরীক্ষার্থীদের বিক্ষোভকে ঘিরে ধুন্ধুমার পাটনায়, লাঠিচার্জ পুলিশের

পাটনা, ১২ আগস্ট (হি.স.): 'এক প্রার্থী, একটি ফলাফল' দাবিতে সোমবার বিহারের পাটনায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন বিপিএসসি পরীক্ষার্থীরা। বিপিএসসি (বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশন) টিচার্স রিক্রুটমেন্ট এগজিমিনেশন-৩ পরিক্ষার্থীরা এদিন বিপিএসসি অফিসের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ, তাঁদের ধাক্কা মেরে, লাঠি দিয়ে মারধর করেছে পুলিশ।বিপিএসসি ছাত্র নেতা দিলীপ কুমার বলেছেন, 'আমরা শুধু বিপিএসসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে চাই এবং তাঁর সামনে নিজেদের দাবি রাখতে চাই। আমরা প্রতিবাদ করার সময় আমাদের ওপর লাঠিচার্জ করা হয়েছে। এটা অন্যায়, আমরা বিপিএসসি টিচার্স রিক্রুটমেন্ট এগজিমিনেশনে ''এক প্রার্থী, এক ফলাফল'' দাবি করছি। ফলাফল ঘোষণার আগে কাউন্সেলিং করা উচিত।'এসডিপিও সচিবালয়-১ সুশীল কুমার বলেছেন, 'প্রায় ১০০-১২৫ জন পরীক্ষার্থী প্রতিবাদ করতে এসে বিপিএসসি অফিস ঘেরাও করেছিল। তাঁদের ললিত ভবনে থামানো হয়েছিল। বিক্ষোভকারীদের উপর কোনও বলপ্রয়োগ করা হয়নি।'

জনসংখ্যা কমে যাওয়ায় আদিবাসীরা বিপাকে পড়েছেন : নিশিকান্ত দুবে

দেওঘর, ১২ আগস্ট (হি.স.): আদিবাসী সংখ্যা কমে যাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। সোমবার ঝাড়খণ্ডের দেওঘরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, জনসংখ্যা কমে যাওয়ায় আদিবাসীরা বিপাকে পড়েছেন। নিশিকান্ত দুবে আরও বলেছেন, আমি ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারীদের ইস্যুটি উত্থাপন করছি, আদিবাসীদের জনসংখ্যা কমছে। ঝাড়খণ্ড রাজ্যটি আদিবাসীদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল এবং ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম) তাঁদের নিয়ে চিন্তিত নয়। তারা শুধু ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করছে।

স্টাটে ডি ফ্রান্সে জমজমাট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হল অলিম্পিকের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

প্যারিস, ১২ আগস্ট (হি.স.): স্টাটে ডি ফ্রান্সে জমজমাট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হল অলিম্পিকের সমাপ্তি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান শুরু হয় সঙ্গীত দিয়ে। ক্যারাওকে বাজিয়ে গানে মাতোয়ারা ছিল গোটা স্টেডিয়াম। প্রত্যেক দেশের অ্যাথলিটরা দেশের জাতীয় পতাকা নিয়ে প্রবেশ করেন স্টাটে ডি ফ্রান্সে। ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন মানু ভাকের এবং পিআর শ্রীজেশ। স্টাটে ডি ফ্রান্সের ঠিক মাঝে তৈরি হয়েছিল পোডিয়াম।

আরজি করের নির্যাতিতার বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী

উত্তর ২৪ পরগনা, ১২ আগস্ট (হি.স.): আরজি কর কাণ্ডে মৃত ছাত্রীর সোদপুরের বাড়িতে গেলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বেলা ১২টা ৪৫ মিনিট নাগাদ নিহত ছাত্রীর বাড়িতে পৌঁছোন। মুখ্যমন্ত্রী নির্যাতিতার বাবা, মায়ের সঙ্গে দেখা করেন। ঘটনার পরদিনই নিহত ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছিলেন, রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। সূত্রের খবর, পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে পরিবারকে ওয়াকিবহাল করতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই আগমন।

প্রসঙ্গত, আরজি কর কাণ্ডের পরই এ ব্যাপারে কড়া বিবৃতি জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রয়োজনে অপরাধীর সর্বোচ্চ সাজা ফাঁসি হওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেছিলেন তিনি। আরজি কর কাণ্ডে ইতিমধ্যে মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাকে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতেরও নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তবে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠছে, এই জঘন্য ঘটনা কি সে একাই ঘটিয়েছে, না তার সঙ্গে আরও কেউ ছিল? কারণ, তরুণীর ওপর যে অত্যাচার হয়েছে তা একা কারও পক্ষে আদৌ করা সম্ভব কিনা, সে নিয়েও ধন্দ রয়েছে।

নকশালবাড়িতে ব্রাউন সুগারসহ গ্রেফতার যুবক

শিলিগুড়ি, ১২ আগস্ট (হি.স.) : শিলিগুড়ির নকশালবাড়ি থানার স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) রবিবার গভীর রাতে যৌথ অভিযান চালিয়ে লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার সহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে। ধৃত যুবকের নাম উৎপল বর্মণ (২১)। সে নকশালবাড়ির বাসিন্দা।

সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নকশালবাড়ি পুলিশ এসওজি-র সঙ্গে নকশালবাড়ির রঘুজোট এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি সাইকেল আরোহী যুবককে আটক করে। এরপরই ওই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরবর্তী ব্যাবস্থা নিতে শুরু করেছে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ।

হাছান মাহমুদ ও পরিবারের ব্যাঙ্কের লেনদেন বন্ধের নির্দেশ আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগের

ঢাকা, ১২ আগস্ট (হি.স.): এবার বাংলাদেশের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী হাছান মাহমুদের ব্যাঙ্কের লেনদেন বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ। বাদ যায়নি তাঁর স্ত্রী ও মেয়েরও। ব্যাঙ্কের সব অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হবে তাঁদেরও। সোমবার নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে।

শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছাড়ার পরই পালানোর চেষ্টা করেছিলেন আওয়ামি লিগের নেতা-মন্ত্রীরা। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। অনেককেই আটক কিংবা গ্রেফতার হয়েছেন। পার পাননি। সূত্রের খবর, দেশ ছাড়ার আগেই হাছান মাহমুদকে গ্রেফতার করা হয়।

আর জি কর-কাণ্ডে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালেও প্রতিবাদ চিকিৎসকদের

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.): কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগের ঘটনায় তোলপাড় গোটা দেশ। ক্ষোভে ফুঁসছে দেশের স্বাস্থ্য মহল। পশ্চিমবঙ্গে বিক্ষোভ-প্রতিবাদে নেমেছেন চিকিৎসকরা। সেই বিক্ষোভ পৌঁছে গেল দিল্লিতেও। সোমবার দিল্লির বিখ্যাত সফদরজং হাসপাতালেও প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখান সেখানকার চিকিৎসকরা।

উল্লেখ্য, আর জি কর-কাণ্ডে বাংলার চিকিৎসকদের দাবিকে সমর্থন জানাতে এবার এগিয়ে এসেছে জাতীয় স্তরের চিকিৎসক সংগঠনও। দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ডাক দিয়েছে ফেডারেশন অফ রেসিডেন্ট ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন। সোমবার দেশজুড়ে বিভিন্ন হাসপাতালগুলিতে একাধিক পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় এই সংগঠন। সোমবার দেশজুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দেয় দেশের রেসিডেন্ট ডাক্তারদের এই সংগঠনটি। এদিন হাসপাতালের বেশ কিছু পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে চিকিৎসক সংগঠন। মূলত 'ইলেক্টিভ সার্ভিস' (নির্দিষ্ট কিছু পূর্ব নির্ধারিত পরিষেবা) বন্ধ রাখে এই চিকিৎসক সংগঠন। তবে জরুরি পরিষেবা চালু বলে জানা গেছে।

আধিপত্য বহাল

● প্রথম পাতার পর

দিতেই দলের নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা দুর্গা চৌমুহনী বাজারে বিজয় মিছিল বের করে বাজার এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের অধীন ধলাই জেলার জেলা পরিষদের ২নং আসনের বিজেপি প্রার্থী আরতি চন্দ(শীল) উনার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী রিতা দাসকে ২,৮১০ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দেন। মোট ভোট কাস্টিং হয় ৭,৩৩১টি। বিজেপির প্রার্থী আরতি চন্দ (শীল) মোট ভোট পান ৫,০১৫টি, কংগ্রেস প্রার্থী রিতা দাস ভোট পান ২,২০৪টি। নোটা ভোট ১১২টি এবং বাতিল ভোট ১৭৩টি। এই ব্লকের অধীন জেলা পরিষদের ৩ নং আসনে বিজেপির প্রার্থী সন্তোষ কুমার দাস ৩,২৩৪ ভোটের ব্যবধানে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী অভিজিৎ দাস কে পরাজিত করেন।

এই আসনে ভোট কাস্টিং হয় ৫,৭৩১টি। বিজেপি প্রার্থী সন্তোষ কুমার দাস ভোট পান ৪,৪৪১টি উনার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী অভিজিৎ দাস ভোট পান ১,২০৭টি। নোটা ভোট ৮৩টি। বাতিল ভোট ১৫৬টি। ধলাই জেলার জেলা পরিষদের দুটি আসনে বিজেপির প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের বিডিও তথা রিটার্নিং অফিসার সমিত দাস মাইক যোগে ঘোষনা দিতেই বিজেপি দলের নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের উল্লাস করতে থাকে। এরপর বের হয় বিজয় মিছিল।

ধলাই জেলার কংগ্রেস দলের সহ সভাপতি অনিল দাস বলেন, এই পরাজয় মাথা পেতে নিয়েছি। এই অল্প সময়ে মধ্যে কংগ্রেস প্রার্থীরা ভাল ভোট পেয়েছে। আমরা সাড়া পেয়েছি। মানুষ পরিবর্তন চায়। ৩ নং আসনে বিজেপির প্রার্থী সন্তোষ কুমার দাস জয়ী হয়ে বলেন, ত্রি স্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ধলাই জেলার জেলা পরিষদের ২ নং এবং ৩ নং আসনে বিজেপির প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। ৩নং আমি ৩,২৩৪ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করি। এর ফলে গনদেবতাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

এদিকে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বোকাফা ব্লকের অধীনে সব কয়টি পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী জয়যুক্ত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বোকাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির একটি আসনে, কাঞ্চন নগর পঞ্চায়েতের ২ টি আসনে ও পূর্ব বগাফা পঞ্চায়েতের ৬ টি আসনে পঞ্চায়েত ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজকে বোকাফা ব্লকের অধীনে হয়ে যাওয়া ত্রিস্তর নির্বাচনের ফলাফল কাঞ্চননগর গ্রাম পঞ্চায়েতে ১ নং আসনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থী ২৩৩টি ও তিপ্রামথা দলের প্রার্থী জৈন মালা ত্রিপুরা ১৫০টি ভোট পেয়েছে। একই পঞ্চায়েতের ২ নং আসনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থী রিনা সরকার ভোট পেয়েছেন ২৩৭ টি ও তিপ্রামথা দলের মনোনিত প্রার্থী বাজন্তী জমাতিয়া ১৫১ টি ভোট পেয়েছে। বোকাফা ব্লকের অধীনে পূর্ব বোকাফা গ্রামপঞ্চায়েতের ৪ নং আসনের বিজেপি মনোনিত প্রার্থী লক্ষী বালা দেবনাথ ভোট পেয়েছে ৮০ টি ও তিপ্রামথা দলের প্রার্থী সুব্রজি রিয়াং ভোট পেয়েছে ৫৫ টি, ৫নং আসনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থী নির্মল রিয়াং ভোট পেয়েছে ৭৮টি এই আসনে তিপ্রামথা দলের প্রার্থী কমল রিয়াং ভোট পেয়েছে ৬৭ টি, ৬ নং আসনের বিজেপি মনোনিত প্রার্থী সিমা দাস ভোট পেয়েছে ৭৬ টি ও তিপ্রামথা দলের মনোনিত প্রার্থী গীতা দাস ভোট পেয়েছে ৬৯ টি, ৭ নং আসনের বিজেপি মনোনিত প্রার্থী শ্যামল দাস ভোট পেয়েছে ১৮৮ টি তিপ্রামথা দলের মনোনিত প্রার্থী সঞ্জয় দাস ভোট পেয়েছে ৩৪ টি, ৮ নং আসনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থী রাকেশ দাস ভোট পেয়েছে ১৭৮ টি তিপ্রামথা দলের মনোনিত প্রার্থী পবিত্র কুমার দাস ভোট পেয়েছে ৪০ টি, ৯ নং আসনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থী দুলাল দাস ভোট পেয়েছে ৩৩ টি তিপ্রামথা দলের মনোনিত প্রার্থী সুনিল চন্দ্র দাস ভোট পেয়েছে ৩০ টি।

অপরদিকে বোকাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ৫ নং আসনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থী কৃষ্ণা রিয়াং ভোট পেয়েছে ৩৮৩ টি তিপ্রামথা দলের মনোনিত প্রার্থী রসবন্তী রিয়াং ভোট পেয়েছে ২০৭ টি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

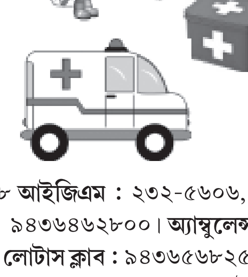

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ :** বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর** এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস :** রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গ্রন্থাগারিক দিবস : বই পড়ার আনন্দ উপভোগ করার আহ্বান

হাইলাকান্দি (অসম), ১২ আগস্ট (হি.স.) : হাইলাকান্দিতে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের কার্যালয়ের উদ্যোগে আজ সোমবার লাইব্রেরি সায়েন্সের জনক পদ্মশ্রী ডক্টর এসআর রঙ্গনাজনের জন্ম দিবস গ্রন্থাগারিক দিবস হিসেবে পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে হাইলাকান্দি জেলা গ্রন্থাগারের প্রেক্ষাগৃহে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক হরনাথ চক্রবর্তীর পরিচালনায় সভায় বিভিন্ন বক্তা জ্ঞান আহরনে বই পড়ার বিকল্প নেই বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, আজকাল মুঠোফোনে উপলব্ধ সার্চ ইঞ্জিনগুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে আহরণ করা জ্ঞান সাধারণভাবে সবারই জানা। কিন্তু বিশিষ্ট লেখকদের অভিজ্ঞতার নির্যাস থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান আহরণ করতে হলে বই পড়তেই হবে। তাই বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলে আনন্দ উপভোগ করতে হবে। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক সুশান্তমোহন চ্যাটার্জি, জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক সাজ্জাদুল হক চৌধুরী, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী নান্টু দে। বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী শংকর চৌধুরীর পরিচালনায় আলোচনাসভাটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এ উপলক্ষ্যে শিশুদের মধ্যে একটি বসে আঁকো প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হর ঘর তিরঙ্গা' হাইলাকান্দিতে অনুষ্ঠিত কনসার্ট

হাইলাকান্দি (অসম), ১২ আগস্ট (হি.স.) : হাইলাকান্দিতে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচির অধীনে সোমবার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে হাইলাকান্দি টাউন হল-এ এক কনসার্ট বা সংগীতচক্রের আয়োজন করা হয়। এতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংগীত, নৃত্য-কলা পরিবেশন করা হয়েছে। জেলাশাসক নিসর্গ হিভারে প্রদীপ প্রজ্বলন করে এই সংগীতচক্রের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিজেপি ও কংগ্রেসের জেলা সভাপতি যথাক্রমে স্বপন ভট্টাচার্য ও শামসুদ্দিন বড়লস্কর প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন। বক্তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তা স্মরণ করেন। অনুষ্ঠানে ১৫ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর উত্তরাধিকারীকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। এছাড়া এক বিরাট ক্যানভাসে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণ করে স্বাক্ষর প্রদান করেন অতিথিরা।

পাকিস্তানের আত্মসমর্থনের ভাস্কর্যেও আঘাত, প্রতিবাদ কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি.স.) : শেখ হাসিনার পতনের পর অরাজক বাংলাদেশে দুর্বৃত্তদের তাণ্ডব হয়েছে। ক্রমশ প্রকাশ্যে এসেছে ধ্বংসলীলার বহর। মুজিবর রহমানের মূর্তির পাশাপাশি ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ পাকিস্তানের আত্মসমর্থনের ভাস্কর্যেও আঘাত হানা হয়েছে। এই ঘটনাকে 'ভারত বিরোধিতা' বলে মন্তব্য করলেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর।১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিক ভাবে পরাজয় মানে পাক সেনা। ওই দিন ভারতীয় সেনা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতিতে আত্মসমর্পণ চুক্তি সম্পাদিত হয়। সেই ঐতিহাসিক চুক্তির ভাস্কর্যটিকেই রড, বাঁশ ও হাতুড়ি দিয়ে ভাঙার চেষ্টা করে দুর্বৃত্তরা। ভাস্কর্যটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও সেটির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। 'ভারত বিরোধী'রাই এই কাজ করেছেন, দাবি কংগ্রেস নেতা শশী থারুরের।

তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "১৯৭১ এর স্মৃতি বিজরিত মুজিবনগর শহিদ স্মৃতি কমপ্লেক্সের দুষ্কৃতী তাণ্ডব দেখে খারাপ লাগছে। এভাবেই ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টার, হিন্দু মন্দির, হিন্দুদের বাড়িতে লজ্জাজনক হামলা হয়েছে। সহনশীল মুসলিমরাই সংখ্যালঘুদের বাড়ি, উপাসনালয় পাহারা দিচ্ছে, সেই খবরও সামনে আসছে।" প্রসঙ্গত, মেহেরপুরের ঐতিহাসিক মুজিবনগর শহিদ স্মৃতি কমপ্লেক্সেরও দফারফা করেছে দুষ্কৃতীরা। সেখানে ৬০০টি ছোট-বড় ভাস্কর্য ভাঙা হয়েছে বলে খবর।

সীমান্তবর্তী এলাকায় মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

মুর্শিদাবাদ, ১২ আগস্ট (হি.স.): মুর্শিদাবাদের সুতি থানার অন্তর্গত চাঁদনী চক বিওপির কাছে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। সোমবার সকালে এক মাঝবয়সী ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। সোমবার দুপুর পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি। বিএসএফের তরফে সুতি থানায় দেহটি হস্তান্তর করা হয়। ইতিমধ্যেই মৃতদেহটি জঙ্গিপুর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ব্যক্তি ভারত থেকে সীমনা পেরিয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। সেই সময়ে বিএসএফের তরফে গুলি চালানো হয়। তাতেই আহত হয়ে মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির।তবে প্রাথমিক ভাবে মৃতের শরীরে গুলির আঘাত পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত, শনিবার রাতে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত চর পিরোজপুর এলাকা থেকে বাংলাদেশের আওয়ামী লিগের ছাত্র সংগঠন ছাত্র লিগের নেতা আব্দুল কাদিরকে গ্রেফতার করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ। জানা গিয়েছে, প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টায় ছিলেন আব্দুল।

থানা ঘেরাও

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ আটক করে। সেখান থাকা থেকে তাদের এনসিসি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের অভিযোগ, বর্ডার গোলচক্কর এলাকায় কোন একটি মামলায় গতকাল রাত্রে ঝুটন মিয়া ও শিপন মিয়ার খুঁজে পুলিশ গিয়েছিল। এখানে তাদের না পেয়ে বটতলা থানায় আজকে দেখা করার কথা বলে আসে পুলিশ। কিন্তু থানায় যেতেই তাদেরকে আটক করা হয়েছে। এরই প্রতিবাদে পশ্চিম থানায় সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এলাকাবাসী। তাদের দাবি, এই দুজন কোন ধরনের মামলায় জড়িত থাকতে পারে না অবিলম্বে তাদের ছাড়তে হবে না হলে বিক্ষোভ চলবে।

স্বামী

● প্রথম পাতার পর

ওই বিবাদ এক সময় ভয়ংকর আকার ধারণ করে। তখন স্ত্রীর ইটের আঘাতে গুরুতর আহত হয়েছকন স্বামী তপন গোয়ালা(৪০)। সাথে সাথো তাকে জিরানিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তাকে চিকিৎসক জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন। আরও জানা গিয়েছে, ঘটনার পর তার স্ত্রী পালিয়ে যান।

ভক্তরা

● প্রথম পাতার পর

পরিলক্ষিত হয়। যুবক যুবতী তরুণ তরুণী পুরুষ মহিলা সব অংশের মানুষ এদিন শিব মন্দিরগুলিতে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে শিবের মাথায় জল ঢালতে দেখা গেছে। ধর্মপ্রাণ মানুষের বিশ্বাস শিবকে সন্তুষ্ট করতে পারলে পারিবারিক জীবনে এবং স্বামীর সন্তানের মঙ্গল হবে। সেই প্রত্যাশাতেই সে ভক্তদের এই পূজার্চনা।

দেশ জুড়ে ডাক্তারদের কর্ম বিরতির মাঝে অন্য ছবি তমলুক মেডিকেল কলেজে

তমলুক ১২ই আগস্ট (হি. স.) : আর জি কর ইস্যুতে দেশ জুড়ে তোলপাড়। রাজ্যের সমস্ত মেডিকেল কলেজগুলোর দিকেই নজর এই মুহূতে। এই ভাবে ডাক্তারি পড়ুয়া যদি একটি হাসপাতালে নিরাপত্তা না থাকে তা হলে আগামীদিনে কি ভাবে কতটা নিরাপদ চিকিৎসকরা সেটা এই মুহূতে হলো বড় প্রশ্ন !এই সবের মাঝেই অন্য ছবি দেখা গেল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার একমাত্র মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। সোমবার সকাল থেকে আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে সিনিয়ার ডাক্তারের পাশাপাশি জুনিয়র ডাক্তাররাও চিকিৎসা পরিষেবা চালিয়ে যাচ্ছেন। "পরিষেবা দেওয়া চিকিৎসক শিবশঙ্কর দে বলেন,আমরা কালো ব্যাচ পরে প্রতিবাদ কর্মসূচীতে অংশ নিয়েছি। তবে সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা ভেবে কিছু জরুরি বিভাগের পরিষেবা চালু রাখা হয়েছে। তবে আমরা আমাদের প্রতিবাদ কর্মসূচীও একসঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছি। """হাসপাতালের চিকিৎসক সোহিনী দিন্দা বলেন, অনান্য হাসপাতালে ওপিডি বন্ধ রেখে প্রতিবাদ জানালেও এই হাসপাতালে চিকিৎসক, ডাক্তারি পড়ুয়া সহ সকলে প্রতিবাদ কর্মসূচী চালিয়ে গেলেও সব বিভাগ খোলা রয়েছে। " "তমলুক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ, শর্মিলা মল্লিক বলেন, আমাদের এখানে সমস্ত পরিষেবা স্বাভাবিক ররেছে। আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে এবার এগরায় পথে নামল বিজেপি। আর জি করে মহিলা ডাক্তারকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা নগর বিজেপির পক্ষ থেকে মোমবাতি জ্বালিয়ে মৌন মিছিল করা হয়। সোমবার এগরার বিজেপির দলীয় কার্যালয় থেকে এই মিছিলটি বের হয়। মিছিলটি গোটা এগরা শহর পরিক্রমা করার পরে আবার বিজেপি দলীয় কার্যালয়ে এসে সমাপ্ত করা হয়। বিজেপির তরফে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির এগরা নগর মন্ডলের সভাপতি চন্দন মাইতি, পুরসভার বিরোধী দলনেতা অম্বিকেশ দাস, কাউন্সিলর পিঙ্কি সাঁতরা দোলাই, প্রাক্তন পুরপ্রধান শঙ্কর বেরা, সুকুমার রায়, শুভেন্দু গুচ্ছাইত, বিশ্বজ্যোতি মাইতি, সিদ্ধেশ্বর মহাপাত্র প্রমুখ। আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের হত্যার ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে কর্মবিরতিতে নেমেছেন চিকিৎসকরা। কোথাও কোথাও বন্ধ জরুরি পরিষেবাও। আর এসবের মাঝে সোমবার এক রোগীর মৃত্যু ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। পরিবারের অভিযোগ, কর্মবিরতির জেরে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয়েছে রোগীর। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, চিকিৎসকরা আন্দোলন করছেন বলে রোগীকে ছুঁয়েও দেখেননি। পিয়ারুল শেখ নামে বেলডাঙার এক যুবক পেশায় রাজমিস্ত্রি। আচমকা তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় সোমবার সকালে তাঁকে নিয়ে আসা হয় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে। তড়িঘড়ি ওপিডি-তে নিয়ে যাওয়া হলে স্যালাইন দেওয়া হয়। কিন্তু তার পর আর তাঁকে কোনও চিকিৎসক পরীক্ষা করেননি বলে অভিযোগ।রোগীর পরিবারের আরও অভিযোগ, দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত ওই অবস্থাতেই পড়ে ছিলেন পিয়ারুল। চিকিৎসকরা আন্দোলন করছেন বলে জানানো হয়। নার্সরাও রোগীকে দেখতে চাননি। এর পর তিনি ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন বলে অভিযোগ বাড়ির লোকজনদের।পিয়ারুলের বউদি বিউটি বিবির অভিযোগ, "চিকিৎসক, নার্সরা শুধু বলছেন, আন্দোলন চলছে। তাই কেউ কোনও কাজ করছে না। নার্সরাও এড়িয়ে গিয়েছেন। একটুও চিকিৎসা করেনি। সময়মতো চিকিৎসা হলে এমনটা হতো না। আমরা তো চিকিৎসার জন্য এসেছি। কলকাতায় চিকিৎসক মারা গিয়েছেন। তার জন্য এখানে প্রতিবাদ, আন্দোলন। আমরা কেন শুনব?"হাসপাতালের সুপার ডঃ অনাদি রায়চৌধুরী বলেন, "ওই রোগীকে একেবারে শেষ মুহূর্তে আনা হয়েছিল। তাঁর চিকিৎসাও শুরু হয়েছিল কিন্তু বাঁচানো যায়নি। রোগীর মুখ দিয়ে রক্ত উঠছিল। হাসপাতালে জুনিয়র চিকিৎসকরা পরিষেবা না দিলেও সিনিয়ররা চিকিৎসা করছেন।"

প্রতিবাদী ছাত্রীর সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগে উত্তপ্ত রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ

রায়গঞ্জ, ১২ আগস্ট (হি.স.) : সোমবার রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজে তৃতীয় বর্ষের এক ছাত্রীর সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কলেজ চত্বর। যদিও ছাত্রীর তৎপরতায় পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করেছে যুবককে। পুলিশ ফাঁড়ির একেবারে উলটোদিকে এই ঘটনা ঘটায় কলেজ ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। অভিযোগ, ধৃত যুবক মদ্যপ ছিল।রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাসে পুলিশ ফাঁড়ির উলটোদিকে কলেজের ক্যান্টিন। জানা গিয়েছে, সোমবার বেলার দিকে এখানকার ছাত্রছাত্রী, জুনিয়র চিকিৎসকরা কর্মবিরতির ডাক দিয়ে আর জি কর কাণ্ডের সুবিচারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন।তৃতীয় বর্ষের এক ছাত্রী সেই বিক্ষোভে যোগ দিতে যান। সেসময় এক যুবক তাঁর সঙ্গে অশালীন আচরণ করে বলে অভিযোগ। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে পুলিশ ক্যাম্পের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ওই ছাত্রী। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

সামাজিক মাধ্যমে সমাজের কঙ্কালসার চেহারা তুলে ধরলেন কবি শ্রীজাত

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি.স.) : আগের পোস্টেই আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন কবি শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষয়টিকে 'অভাবনীয় অপরাধ' হিসেবে ব্যাখ্যা করে তিনি কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। এর পর সোমবার তিনি কলম ধরলেন নারীর রক্তমাংসের শরীর নিয়ে।

নিজের ফেসবুক ওয়ালে শ্রীজাত লিখেছেন, "যোনি মানে তো চিরে রাখা রাস্তাই একটা, একটা সরু গলিপথ। কিন্তু সেটুকুতে মন উঠল না তোমার। তুমি সেই রাস্তায় কাটারি চালিয়ে আরও বড় রাস্তা বানালে। চেরাকে সোজা ফালা করে দিলে। আরও বড় জায়গা তৈরি হল। তুমি রক্ত, মাংস, কাদার মধ্যে দিয়ে হাত চালিয়ে ভেতর থেকে বার করে আনলে নাড়িভুঁড়ি। বাইরে পাহাড় তৈরি হল ছোটখাটো। আর ভেতরে জায়গা। অনেকখানি। এইবার তুমি যোনির মধ্যে রড ঢোকালে। তারপর স্টোন চিপস। তারপর ট্রাক। তারপর হোটেল। তারপর পেট্রল পাম্প। তারপর শপিং মল। তারপর জাহাজ বোঝাই বন্দর। তারপর বিমানপোত। তারপর মহাসমুদ্র।"

কলকাতা পুরসভার দীর্ঘ সময়ের কাউন্সিলার প্রদীপ ঘোষ প্রয়াত

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি.স.): দীর্ঘ অসুস্থতার পরে প্রয়াত হলেন রাজনীতিক প্রদীপ ঘোষ। বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। প্রায় ২৫ বছর কলকাতা পুরসভার কংগ্রেস কাউন্সিলর ছিলেন তিনি। এখন তাঁরই পুত্র সজল ঘোষ ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর।শুধু রাজনীতিক হিসাবেই নয়, কলকাতায় দুর্গাপুজোর জাঁকজমকের শুরুর দিন থেকেই তাঁর ভূমিকা ছিল। এখন সজলের পুজো হিসাবে পরিচিত সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের দুর্গাপুজোয় একটা সময় পর্যন্ত কর্ণধার ছিলেন প্রদীপই।বয়সজনিত কারণে নানা রোগভোগ চলছিলই। গত তিন মাস উত্তর কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। শেষ দিকে ভেন্টিলেশনে ছিলেন। সোমবার বিকেল পৌনে ৫টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়।

বাংলাদেশে দুর্গাপুজোয় তিন দিনের ছুটির সুপারিশের প্রস্তাব

ঢাকা, ১২ আগস্ট (হি.স.): নতুন অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হলেও অশান্তি থামেনি। এবার এইসব অত্যাচারের প্রতিবাদে পথে নেমেছেন হাজার হাজার হিন্দু। উদ্বেগ প্রকাশ করে হিন্দু-সহ অন্য সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত কমিটি গড়েছে ভারত। এই পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন জানিয়েছেন, বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপুজোয় তিন দিনের ছুটির সুপারিশ করা হবে।

সংখ্যালঘু ও হিন্দুদের উপর হামলার কড়া নিন্দা করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড় মহম্মদ ইউনুস। এর মাঝেই দুর্গাপুজো নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, "দুর্গাপুজোয় দুই-তিন দিন ছুটি দিলে অসুবিধা কি? ছুটি আমরাও উপভোগ করব, সমস্যা তো নেই। এই বিষয়ে সচিবকে বলেছি। ছুটি বাড়ানোর বিষয়ে কেবিনেটে আলোচনা হবে।" প্রসঙ্গত, শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে হামলার শিকার হচ্ছেন হিন্দুরা। তাঁদের বাড়ি-ঘর, সম্পত্তি সব কিছুতে হামলা চালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠছে। বাদ যাচ্ছে না হিন্দু মন্দিরও।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয় জন শিব ভক্তকে পিষে দিল লরি, মৃত ২

বাঁকুড়া, ১২ আগস্ট (হি.স.): বাঁকে করে জল নিয়ে শিবের মাথায় ঢালার উদ্দেশ্যে গিয়ে দুই শিব ভক্ত তরুণ লরি চাপা পড়ে প্রাণ হারেলেন। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার ছাতনা জল ট্যাঙ্কির কাছে। ইন্দপুর থানার হাটগ্রাম -এর একদল সদ্য যৌবনে পাওয়া দেওয়া যুবক শুশুনিয়া পাহাড়ের ঝরনার পবিত্র জল নিয় বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর মন্দিরের শিব লিঙ্গে ঢালার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করার ক্লান্তিতে পথের ধারে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন।সেই সময় একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শিব ভক্তদের পিষে দেয়।ঘটনায় নয় জন শিব ভক্ত গুরুতর জখম হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়াররা। তড়িঘড়ি জখমদের ছাতনা সুপার স্প্যাশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসেন। চিকিৎসকরা দুই জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই দুই যুবকের নাম বিশাল দত্ত (২১) ও তনুময় দত্ত (২৯)। জখম হয়েছেন মিথিলেশ দত্ত, অদ্বৈত দত্ত, শান্তনু দত্ত, বিবেক চ্যাটার্জি, নয়ন চ্যাটার্জি, দীপ ভদ্র ও শুভম ভদ্র। সকলের বাড়ি ওই হাটগ্রামেই। সবার বয়স ২০ থকে ২৫ এর মধ্যে। এদের মধ্যে দুই জন বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি এবং বাকি ৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদেরকে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে জানান হাটগ্রামের বাসিন্দা পাপুন কুন্ডু। এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃত ও জখম প্রত্যেকের পরিবার অত্যন্ত সাধারণ। তাদের চিকিৎসা খরচের জন্য সাহায্য চেয়ে দুটি ফোন পে নম্বর দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। একটি হল গ্রামের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শঙ্খ শিল্পী বাবলু নন্দীর ৯১৯৪৭৪৮১৩১৫৪ ও অন্যটি পাপুন কুন্ডুর ৮৭৭৭৩২২১৬৪।

বাবাধামে যাওয়ার পথে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু পুণ্যার্থীর

কিশনগঞ্জ, ১২ আগস্ট (হি.স.): দেওঘরের বাবাধামে শিবের মাথায় জল ঢালতে যাওয়ার পথে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক পুণ্যার্থীর। মৃত পুণ্যার্থীর নাম ভক্ত দাস। বাড়ি কিশনগঞ্জের বাহাদুরগঞ্জ থানা এলাকার বনগামা গ্রামে। সোমবার ভক্ত দাসের দেহ সুলতানগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। এই ঘটনায় বনগামা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মৃতের বাবা পরশুরাম দাস জানিয়েছেন, রবিবার সকালে সুলতানগঞ্জের উত্তরবাহিনী গঙ্গা নদীর থেকে জল নিয়ে সপরিবারে হেঁটেই বাবাধাম যাচ্ছিলেন তাঁরা। সেইসময় তাঁর স্ত্রী রীনা দেবী হেঁটে দেওঘরে যেতে পারবেন না বলে জানালে ছেলে ভক্ত মায়ের গঙ্গা জলের বাঁক বাবাধাম যাওয়ার বাসের ছাদে রাখতে যায়। বাসের ছাদে উঠতেই বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে এসে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তাঁর ছেলে। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঝলসে যান। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ছেলের। এই খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে এসে দেহটি উদ্ধার করে সুলতানগঞ্জ থানার পুলিশ। এদিকে এই ঘটনার পরে পুণ্যার্থীরা ঘটনাস্থলে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। পরে পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপে অবরোধ মুক্ত হয়।

চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষুব্ধ অভিনেত্রী বিদীপ্তা

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর হাসপাতালের মৃত তরুণী চিকিৎসকের সঙ্গে ঘটে যাওয়া অন্যায়ে রীতিমত ঘটনায় ক্ষুব্ধ অভিনেত্রী বিদীপ্তা চক্রবর্তী। বিদীপ্তা দুই কন্যাসন্তানের মা। তার পরেও তাঁকে ভয় পাওয়াচ্ছে না। তাঁর কথায়, "আমি অত্যন্ত বিরক্ত। বার বার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। কখনও কামদুনি। কখনও দিল্লি, কখনও আমাদের শহর কলকাতায়। পথে নেমে প্রতিবাদ ছাড়া আমি তো আর কোনও বিকল্প রাস্তা দেখছি না।"আর জি কর হাসপাতালের ভিতরের কারও হাত রয়েছে কি না, তা পুলিশকে তদন্ত করে দেখতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার উত্তর ২৪ পরগনায় ওই চিকিৎসকের বাড়িতে গিয়ে তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। বেরিয়ে তিনি বলেন, "বাবা-মায়ের অভিযোগ, ওদের ভিতরেই কেউ আছে। এই অভিযোগ খতিয়ে দেখতে হবে।"

এক মহিলার

● প্রথম পাতার পর

পায়ে হেঁটে বাড়িতে যায় বলে রেল লাইনের পাশে থাকা এলাকাবাসীরা জানান। এর আগেও রেলে কাটা পড়ার হাত থেকে কোনক্রমে বেঁচে যান তিনি। আজ আর শেষ রক্ষা হলো না। প্রত্যক্ষদর্শীদের সামনেই রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হয় স্বপ্নার মজুমদারের। স্বপ্নার মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারের পাশাপাশি এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

মমতা সময় বেঁধে দিতেই অতি দ্রুততায় তদন্তের আশ্বাস পুলিশ কমিশনারের

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর হাসপাতালের মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে তদন্তে প্রশ্ন উঠছে, শুধুই কি এক জন জড়িত এই ঘটনায়? এক জনের পক্ষে কি সম্ভব এই নির্যাতন?যখন বিভিন্ন প্রশ্ন উঠে আসছে, ঠিক সেই আবহে মৃত চিকিৎসকের বাড়িতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলও। তাঁরা মৃত চিকিৎসকের পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেন। বেরিয়ে মমতা কার্যত কলকাতা পুলিশকে সময় বেঁধে দেন। রবিবারের মধ্যে তদন্তের কিনারা না হলে, সিবিআইকে তদন্তভার দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।মুখ্যমন্ত্রী এ কথা বলার সময় পাশেই ছিলেন পুলিশ কমিশনার। মুখ্যমন্ত্রীর পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে একাধিক অভিযুক্তের জড়িত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি তিনি। এই পরিস্থিতিতে পুলিশ কমিশনার বলেন, "যদি আরও কেউ জড়িত থাকেন, আমি নিশ্চিত আগামী চার-পাঁচ দিনের মধ্যে পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করতে পারবে। তার পরও যদি পরিবার সন্তুষ্ট না থাকে, সে ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন তা-ই হবে।"ইতিমধ্যে এক জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে হাড় ভেঙে যাওয়ার কথাও উল্লেখ রয়েছে। শরীরে মিলেছে একাধিক ক্ষতচিহ্ন। মুখে, ঠেঁটে, পেটে, হাতে-পা ও যৌনাঙ্গেও আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে সূত্রের খবর।

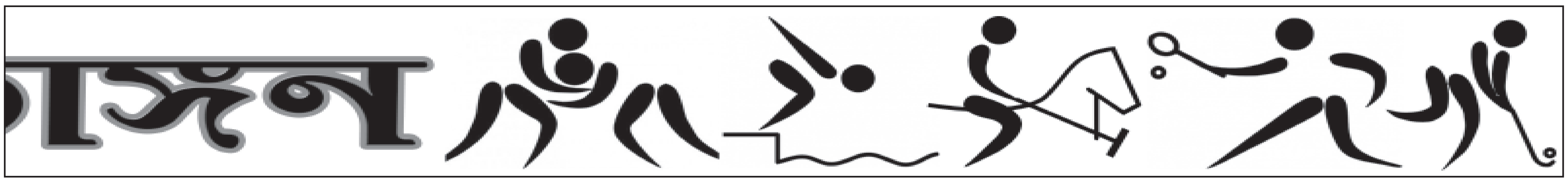

গুড মর্নিং ফুটবল ক্লাব আয়োজিত প্রাইজমানি টুর্নামেন্টের এন্ট্রি আহ্বান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। ফাইভ-এ-সাইড ফুটবল টুর্নামেন্টের ব্যাপক আয়োজন। এবার সর্বাধিক ৩২ টি দলকে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে পারবেন আয়োজকরা। প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। তিন দিন ব্যাপী প্রাইজমানি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী দিনে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচেরও আয়োজন করা হবে। প্রতিবছরের মতো এবারও সাড়া জাগানো এই ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু করতে যাচ্ছে আগরতলার বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব গুড মর্নিং ফুটবল ক্লাব। আগামী ২৪ আগস্ট থেকে শুরু হবে ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত ফাইভ এ সাইড এই ফুটবল টুর্নামেন্ট। তিন দিন ব্যাপী এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে সুদৃশ্য ট্রফি সহ দেওয়া হবে যথাক্রমে ১০ হাজার ও ৭০০০ এর মতো বড় অংকের প্রাইজমানিও। ২৪ আগস্ট এই টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। ২৬ আগস্ট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। টুর্নামেন্ট কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক গৌতম ব্যানার্জি সংশ্লিষ্ট সকল ক্লাব সংস্থা সংগঠনকে ২২ আগস্টের মধ্যে এন্ট্রি নিতে আহ্বান জানিয়েছেন। রবিবারে আগরতলা প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে টুর্নামেন্টের বিস্তারিত জানান জয়েন্ট কনভেনার গৌতম ব্যানার্জি। উল্লেখ্য, ২৪ আগস্ট সকাল ৮ টায় প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অমিত চৌধুরী। এছাড়া, বিশেষ এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে টিএফএ-র সহ-সভাপতি অমিত দেব, জয়েন্ট সেক্রেটারি তপন সাহা, কৃষ্ণপদ সরকার, এসপি ট্রাফিক মানিক দাস, ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ড় ভারতী নিগম প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে জয়েন্ট কনভেনার বিরুপাক্ষ চৌধুরী, শক্তিপদ দে, অখিল দাস, পিন্টু ঘোষ, সুখরঞ্জন সাহা ও সিদ্ধার্থ সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ফিরে দেখা: প্যারিস অলিম্পিকের সেরা ৫টি স্মরণীয় মুহূর্ত

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি.স.): রবিবার রাতে পর্দা নেমেছে 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'-এর। প্যারিস দেখেছে বেশ কিছু ভালো মুহূর্ত। প্যারিস অলিম্পিকের সেরকমই সেরা পাঁচটি মুহূর্ত।

ভারত-পাকিস্তানের লড়াই : সব আন্তর্জাতিক গেমসেই থাকে ভারত—পাকিস্তান লড়াই। তবে এই লড়াই ক্রিকেটের নয়, দুই দেশের মধ্যে অলিম্পিকে এই লড়াই ছিল অ্যাথলেটিক্সে। ক্রিকেটের মত এই প্রতিযোগিতাতে দুই দেশের সমর্থকদের ঘিরে এমনকি অলিম্পিকেও ছিল উত্তেজনার আচ। গতবারের টোকিও অলিম্পিকের সোনা জয়ী নীরজ চোপড়াকে টানটান উত্তেজনার মধ্যে জ্যাভলিন থ্রোতে হারালেন পাকিস্তানের আরসাদ নাদিম। অলিম্পিকে এই দুই দেশের দ্বৈরথ অবশ্যই স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

জোকোভিচের সাফল্য ও কান্না: ৩৭ বছর পর প্রথম অলিম্পিকে সোনা পেলেন জোকোভিচ। তাও আবার ফাইনালে বিশ্ব টেনিসের নজর কাড়া টেনিস খেলোয়াড় কার্লোস আলকারাজকে হারিয়ে। জয়ের পরই দেখা গিয়েছিল অন্য এক জোকোভিচকে।

চাম্পিয়ান হওয়ার পর খেলোয়াড়দের বক্সে স্ত্রী ইয়েলেনা ও দুই সন্তানকে জড়িয়ে হাউমাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায় ইতিহাসের সফলতম টেনিস খেলোয়াড়কে। জোকোভিচ বলেছিলেন, 'আমার সব ছিল, শুধু ছিল না অলিম্পিকের সোনা। সেটা আজ পেয়েছি।আজ আমি সবচেয়ে বেশি গর্বিত।' একজন কিংবদন্তি টেনিস খেলোয়ারের টেনিস অঙ্গনে এই ধরনের মুহূর্তটা অবশ্যই স্মরণীয় করে রাখবে প্যারিস অলিম্পিককে।

বাইলসের কুর্নিশ অলিম্পিকের নতুন রানিকে: জিমন্যাস্টিকের সর্বকালের সবচেয়ে বড় তারকা বাইলস এবারও ছিলেন অলিম্পিকে।

অলিম্পিকে তিনিই ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দী। কিন্তু ফ্লোর ফাইনালে ব্রাজিলের রেবেকা আন্ড্রেড সোনা জেতার পর তাঁকে কুর্নিশ করেছিলেন বাইলস। আমেরিকার এই তারকা বলেছিলেন, 'এটাকেই উপযুক্ত মনে হয়েছে। রেবেকা দুর্দান্ত, সে-ই রানি।' অলিম্পিকে জিমন্যাস্টিকের এই রানির উক্তি শুনে সেদিন প্যারিস অলিম্পিকে তার কোটি কোটি ভক্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চোখের জল ফেলেছে!

আধুনিক অলিম্পিকের ইতিহাসে ১০০ মিটারের স্মরণীয় দৌড় দেখল প্যারিস: আধুনিক অলিম্পিক ইতিহাসে সবচেয়ে সূক্ষ্ম ব্যবধানে নির্ধারিত হল এবারের ১০০ মিটার স্প্রিন্ট। ফাইনালে জ্যামাইকার কিশান টম্পসনকে এক সেকেন্ডের পাঁচ হাজার ভাগের এক ভাগের ব্যবধানে হারালেন আমেরিকার নোয়াহ লাইলস।

যেটি নির্ধারিত হয় ফটো ফিনিশে। লাইলস এবার অলিম্পিকে এসেছিলেন জয়ের আশা নিয়ে। তবে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ২০০ মিটারে ব্রোঞ্জ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাঁকে, ৪অ১০০ মিটার রিলে রেসে অংশই নিতে পারেননি আর। ১০০ মিটারে লাইলসের কম ব্যবধানে চাম্পিয়ান হওয়ার নজির প্যারিস অলিম্পিককে স্মরণীয় করে রাখল।

লোপেজের অনন্য কীর্তি: একই ইভেন্টে টানা পাঁচটি সোনাএর আগে অলিম্পিক এমন কিছু দেখেনি।

এবার সে কীর্তিই গড়লেন ৪২ বছর বয়সী কিউবার কুস্তিগির মিহাইন লোপেজ।

তিনি ছাড়িয়ে গেছেন কার্ল লুইস ও মাইকেল ফেলপসের মতো কিংবদন্তিকে। এবার টানা পঞ্চম সোনা জয়ের পর ম্যাটের মধ্যে নিজের জুতাজোড়া রেখে বলে দিয়েছেন এটাই শেষ! ছোট্ট দেশ কিউবার এই কুস্তিগির এই অনন্য কীর্তি গড়ে অলিম্পিকের এক নজির গড়লেন।

বি-ডিভিশন ঘরোয়া ফুটবলের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বি ডিভিশন লিগ ফুটবলের শেষ ম্যাচ আগামীকাল।

নিয়ম রক্ষার ম্যাচ। এনএসআরসিসি খেলবে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের বিরুদ্ধে। খেলা শুরু হবে বিকেল সাড়ে তিনটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত বি ডিভিশন ফুটবল লিগের শেষ ম্যাচ হচ্ছে আগামীকাল। এই ম্যাচের পরই বিকেল ৫টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে নেবে টি এফ এ-র প্রতিনিধিরা। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের হাতে ট্রফি ও আর্থিক পুরস্কার তুলে দেয়া হবে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে থাকবেন রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ ও যুগ্ম সচিব স্বপন সাহা প্রমুখ। এক বিবৃতিতে এই খবর জানিয়েছেন টি এফ এ-র সচিব অমিত চৌধুরী।

তন্ময়, শ্যামলের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রথম বারের মতো এ-ডিভিশনে কল্যাণ সমিতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দীর্ঘ ২৭বছর পর অবশেষে স্বপ্নপূরণ হলো শহর দক্ষিণাঞ্চলের অন্যতম ক্লাব কল্যাণ সমিতির। দীর্ঘ এত বছর পর টি এফ এ পরিচালিত প্রথম ডিভিশন ফুটবলে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলো এই ক্লাব। কল্যাণ সমিতির এই সফলতায় ক্লাবের তথা এলাকার প্রত্যেকেই খুব খুশি। তবে এই জয়ের পেছনে কিন্তু অবশ্যই বলতে হবে দুটো ব্যক্তির নাম। তারা হলেন ক্লাবের সম্পাদক শ্যামল কুমার দেব এবং ক্লাবের ক্রীড়া সচিব তন্ময় ধর। তন্ময় এবছর কল্যাণ সমিতি ফুটবল দলের ম্যানেজারের দায়িত্বে ছিলেন। একটা সময় এমন হয়েছিল এবার কল্যাণ সমিতি ক্লাব হয়তো দলই মাঠে নামাতে পারতো না। একদিকে ক্লাবের কিছু আর্থিক সমস্যা ছিল তো অপরদিকে বি ডিভিশন ফুটবলে দল নামাতে হলে তো ফুটবলার চাই। এই অবস্থায় তন্ময় সম্পুর্ন নিজস্ব উদ্যোগ্যে একে একে ফুটবলার জোগাড় করেন। তাকে দারুন ভাবে সহযোগিতা করেন ক্লাব সম্পাদক শ্যামল কুমার দেব। ক্লাব সম্পাদকের ভরসা পেয়ে তন্ময় অবশেষে কল্যাণ সমিতি ক্লাবের ফুটবল দলটা গুছায়। মাত্র ১২ দিনের প্র্যাকটিস করে এবছর বি ডিভিশনে মাঠে নামে কল্যাণ সমিতির ফুটবল টিম। এই ১২ দিন সহ বিগত আরো কিছু দিন তন্ময় অক্লান্ত পরিশ্রম করেন দলটাকে মোটিভেট করতে। তন্ময়কে ময়দানে সহযোগিতা করে সিনিয়র ফুটবলার প্রণব সরকার। দলটা চালাতে ভীষণই কষ্ট করে তন্ময়। যাক, শেষ পর্যন্ত তার পরিশ্রম কাজে এলো। বি ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন হয়ে আগামী বছর এ ডিভিশনে খেলার ছাড়পত্র আদায় করে নিলো কল্যাণ সমিতি ক্লাব।

তন্ময় ধর কিন্তু রাজ্যের অন্যতম একজন প্রতিষ্ঠিত ক্রিকেট আম্পায়ার ও। বহু ম্যাচ তন্ময় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেছেন। এবার তার সফলতার পালকে জুড়লো আরেকটি সফলতা। তন্ময়ের ম্যানেজার পোস্ট ও ক্লাব সম্পাদক শ্যামল কুমার দেবের ঐকান্তিক চেষ্টায় রীতিমতো স্বপ্নপূরণ হলো এই ক্লাবের। প্রত্যেক ফুটবলারের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও স্বীকার করলেন তন্ময় সহ ক্লাবের সম্পাদক ও গোটা এলাকাবাসী।

পয়েন্ট তালিকা : বি ডিভিশন লীগ ফুটবল

দল	ম্যাচ	জয়	পরা:	ড্র	গোল	পয়েন্ট
কল্যাণ সমিতি	৭	৬	১	০	৩২-১১	১৮
স্কাইলার্ক	৭	৫	১	১	১৭-৭	১৬
পুলিশ আর সি	৭	৩	২	২	১৮-১৩	১১
স্পোর্টস স্কুল	৬	৩	২	১	১৭-১৩	১০
মৌচাক	৭	২	০	৫	১৩-১৪	০৯
বীরেন্দ্র ক্লাব	৭	২	৪	১	১৫-২৪	০৭
আরসিসি	৬	১	৩	২	৭-১৬	০৫
নবোদয় সংঘ	৭	০	৭	০	১০-৩১	০০

বৃষ্টির কারণে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকর প্রথম ম্যাচ ড্র

ত্রিনিদাদ, ১২ আগস্ট (হি.স.): বৃষ্টির কারণে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে প্রথম টেস্ট ম্যাচ ড্র হয়েছে। কুইন্স পার্ক ওভালে টসে জিতে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম ব্যাট করে অধিনায়ক বাভুমা ও জর্জির হাফ-সেঞ্চুরিতে ৩৫৭ রান করে। জবাবে প্রথম ইনিংসে ২৩৩ রানেই শেষ হয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করে ৩ উইকেটে ১৭৩ রান তুলে দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ফলে স্বাগতিকদের সামনে জয়ের জন্য লক্ষ্য দাঁড়ায় ২৯৭ রান। পরে বৃষ্টির বাধায় ৫ উইকেট হারিয়ে ২০১ রান তুলতে পারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আলো স্বল্পতার কারণে ৬.৪ ওভার আগেই ম্যাচে সমাপ্তি ঘোষণা করে আম্পায়ার। আর সেই সঙ্গে ড্র হয় প্রথম ম্যাচ। উল্লেখ্য গত ২৮টি টেস্ট ম্যাচের মধ্যে এই প্রথম ম্যাচ ড্র হল।

স্বাধীনতা দিবসে আন্ত:মেট্রিক্স দাবা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আন্ত:মেট্রিক্স দাবা প্রতিযোগিতা ১৫ আগস্ট। স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে। কৃষ্ণনগর মেট্রিক্স চেস আকাদেমির অফিস বাড়িতে হবে আসর। তাতে আকাদেমির দাবাড়ুরা অংশ নেবে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টায় শুরু হবে প্রথম রাউন্ডের খেলা। মোট ৫ রাউন্ডের হবে খেলা। খেলা পরিচালনা করবেন প্রবোধ রঞ্জন দত্ত।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

রাজ্য ভারোত্তোলন আসরে পশ্চিম জেলা দল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গঠিত হলো পশ্চিম জেলা দল। রাজ্য ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে। এ মাসের শেষের দিকে নলছড়ে হবে রাজ্য আসর। ওই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে রবিবার রেশম বাগান অ্যাথলেটিক্স ক্লাবে হয় পশ্চিম জেলার দল গঠন। সকালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, রাজ্য ভারোত্তোলন সংস্থার সচিব দুলাল কর্মকার এবং উদ্যোক্তা ক্লাবের কর্তারা। উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে হয় আসর। প্রতিযোগিতার থেকে রাজ্য আসরের জন্য বাছাই করা ভারোত্তোলকরা হলো :সাবজুনিয়র বালিকো:৪০ কে জি: রেশম বাগান অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের সীমরন আক্তার,৪৫ কে জি ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের আলিশা দেববর্মা,, ৪৫ কেজি বিভাগে এন এস আর সি সি-র বৃষ্টি উরিয়া, (বালক) ৪৯ কে জি রেশম বাগান অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের রাহুল দেবনাথ, ৫৫ কে জি এন এস আর সি সি-র রিপন দাস, ,৫৫ কে জি এন এস আর সি সি-র দীপেন্দু দেববর্মা, জুনিয়র (বালিকা) ৪৯ কে জি এন এস আর সি সি-র বর্ষা দাস, ৫৫ কে জি এন এস আর সি সি-র মৌসুমী দেবনাথ, ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের ধীরিং চাকমা,, ৫৫ কে জি রেশম বাগান অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের শায়নিকা দাস, ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের বিজীতা মারাক (বালক) ৫৫ কে জি রেশম বাগান অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের রোহিত দাস, এন এস আর সি সি-র রূপেন কুমার দাস, ৬১ কে জি রেশম বাগান অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের দীপ্তনু রায় চৌধুরি, এন এস আর সি সি-র দীপায়ন সরকার, ৬৭ কে জি ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের সুমন চাকমা, ৭৩ কে জি ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের রিমন দেববর্মা, ৮৯ কে জি ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের গকুল শর্মা, সিনিয়র (মহিলা) ৪৫ কে জি রেশম বাগান অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের রূমনা খাতুন।

৪৯ কে জি রেশম বাগান অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের হিমাংকীনী দাস, ৫৯ কে জি রেশম বাগান অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের কল্যাণী রায়, ৬৪ কে জি এন এস আর সি সি-র অপূর্বা সরকার,, ৬৪ কে জিতে রেশম বাগান অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের তনুশ্রী পাল,এন এস আর সি সি-র দীভা রাণী দেববর্মা, (পুরুষ) ৫৫ কে জি এন এস আর সি সি-র রজত কুমার দাস, ৬১ কে জি বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগার রূপণ মল্লিক, ৬৭ কে জি এন এস আর সি সি-র শায়ন রায়, ৭৩ কে জি এন এস আর সি সি-র শুভম দেব, ৮১ কে জি রেশম বাগান অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের আপন দাস, ৮৯ কে জি এন এস আর সি সি-র ড্যানিয়েল জমাতিয়া,, ৮৯ কে জি এন এস আর সি সি-র অটল দেববর্মা।

হর ঘর তিরঙ্গা স্লোগানকে সামনে রেখে টিসিএ-র উদ্যোগে জাতীয় পতাকা বিতরণ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে হর ঘর তিরঙ্গা এবং জয় হিন্দ স্লোগান কে সামনে রেখে কর্মকর্তাগন, টিসিএ-র সদর কার্যালয়ে পাশাপাশি, পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ড এবং এমবিবি স্টেডিয়ামের সকল স্টাফ কর্মচারীদের হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দেওয়া হয়। একই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন অনুমোদিত সমস্ত ক্রিকেট কোচিং সেন্টার এবং প্লে সেন্টারের খুদে ক্রিকেটারদের মধ্যেও জাতীয় পতাকা বিতরন করা হয়েছে। আসন্ন স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে স্বদেশী চিন্তা ধারায় এই উদ্যোগ সাফল্যমন্ডিত হয়েছে বলে টিসিএ-র পক্ষ থেকে সচিব সুব্রত দে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

NOTIFICATION

It is for information of all candidates enlisted in provisional Merit List published for admission in 2-year D.El.Ed course for the academic session 2024-26 that the allotment of seats is published in the SCERT website www.scertonline.tripura.gov.in as per notification No.F.40 (4-55)- SCERT/ ADMI/ D.El.Ed/2024/231, dated 18/06/2024. The online admission process for the enlisted applicants will be started from 16/08/2024 to 22/08/2024 (except holiday) Accordingly, all the eligible candidates, enlisted in the allotment of seat (15 round) are hereby requested to go through the SCERT website www.scertonline.tripura.gov.in for completion of their online payment of admission fee amounting of Rs. 3000/- (Rupees three thousand) only so as to get online payment receipt.
Thereafter, candidates will report to the respective allotted institutes along with the payment receipt and other relevant original documents during the period w.e.f 16/08/2024 to 22/08/2024 (except holiday) for admission. The online system will be closed after 22/08/2024 and accordingly, No candidates will be allowed to get admission after 224 August,2024.
In this regard, it is also informed that-
i. Applicants who declined to get admission in the enlisted institute
within the specified timeline in spite of getting preference option-
1, he/she will not be considered for next round.
i. The applicants who have got admission against the enlisted any preference option, his/her admission remain unaltered/ unchanged against that institution.
ii, The applicants who have Not got admission against the enlisted
preference option other than preference option-1, his/her candidature will be considered for next round in system generated
seat allotment, if and only if his/her preference option is upgraded.
The selected candidates will have to pay online payment of Rs. 3000/- (Rupees three thousand) only for admission (including Rs. 1000/- as Caution Money).
ICA/D-611/24

Director
SCERT, Tripura

SHORT NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/29/2024-25
dated: 12/08/2024

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura* on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIT NO.EE-IED/AGT/58/2024-25	₹ 6,01,268.00	₹ 12,025.00	07 (seven) days

The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-1109/24

oaaeaae4**Executive Engineer,**
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura
Contact: 8837256802

স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অংশ নিয়ে

দেশাত্মবোধের ভাবনাকে জাগ্রত করাই হর ঘর তিরঙ্গার কর্মসূচি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট: দেশের প্রতি রাষ্ট্রবাদী চিন্তাভাবনা ও দেশাত্মবোধের ভাবনাকে জাগ্রত করাই হচ্ছে হর ঘর তিরঙ্গার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। দেশের স্বাধীনতার জন্য ও পরবর্তী সময়ে দেশকে রক্ষা করার জন্য যারা বলিদান দিয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেশের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ৮ নং টাউন বড়দোয়ালি মন্ডলের উদ্যোগে সোমবার আগরতলায় আয়োজিত স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে মতবিনিময় করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২২ সালে ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির ঘোষণা করেছিলেন। যেখানে ১৩, ১৪ ও ১৫ আগস্ট ৩ দিনের কার্যক্রম রাখা হয়। প্রধানমন্ত্রীর হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি ঘোষণা দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা দেশের জন্য ও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে বলিদান দিয়েছেন তাঁদের সম্মান করা। হর ঘর তিরঙ্গা মানে প্রতিটি ঘরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা। সমস্ত স্কুল, কলেজে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা। সামাজিক সংস্থাগুলিকেও এই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যারা দেশকে স্বাধীন করার জন্য ও পরবর্তী সময়ে দেশকে রক্ষা করার জন্য বলিদান দিয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। আর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত দিশায় আমরাও সেই কর্মসূচি পালন করে আসছি। ২০২৩ এও সেই কর্মসূচি পালন করি। এবার ২০২৪ এও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। সরকারিভাবেও নানা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। আজ আগরতলায় স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচি করা হয়েছে। সারা রাজ্যেই এধরণের কর্মসূচির আয়োজন রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, হর ঘর তিরঙ্গার অংশ হিসেবে সাইক্লিং, পদযাত্রা সহ ইত্যাদি কর্মসূচি করা হবে। এছাড়া দেশ ভাগের পরবর্তী বিভীষিকা নিয়েও কার্যক্রম করা হবে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হবে। আর ১৫ আগস্ট দিনে সমস্ত জায়গায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি দলীয়ভাবেও নানা কর্মসূচি পালন করা হবে। দেশের প্রতি যে ভাবনা অর্থাৎ রাষ্ট্রবাদী চিন্তাভাবনা ও দেশাত্মবোধের ভাবনাকে জাগ্রত করাই হচ্ছে হর ঘর তিরঙ্গার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।এই কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, পুর কর্পোরেটর রত্না দত্ত, মন্ডল সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সাফাই অভিযানে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

চার বাংলাদেশী নাগরিক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট: সীমান্তে কড়া নিরাপত্তার পরও অবৈধভাবে বাংলাদেশীরা রাজ্যে প্রবেশ করছেন। আবারো ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের দায়ে চারজন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছে এনসিসি থানায় পুলিশ। ঘটনার বিবরণে পুলিশ আধিকারিক বলেন, গতকাল রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে নন্দননগর এলাকায় সন্দেহভাজন চারজন ব্যক্তি ঘোরাঘুরি করছে। সেই খবরের ভিত্তিতে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। অভিযানে চারজন বাংলাদেশী আটক হয়। পুলিশী জেরায় তারা অবৈধভাবে ত্রিপুরায় প্রবেশ করার বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

হাইলাকান্দিতে জাতীয় পতাকার সরকারি স্টল

হাইলাকান্দি (অসম), ১২ আগস্ট (হি.স.) : দেশপ্রেমের চেতনা সুদৃঢ় করতে প্রচলিত "হর ঘর তিরঙ্গা" কর্মসূচির অধীনে সোমবার হাইলাকান্দিতে পতাকা বিক্রির স্টল খোলা হয়েছে। নগর জীবিকা মিশনের উদ্যোগে হাইলাকান্দি মিউনিসিপালিটি অফিসের সামনে এই স্টল চালু রয়েছে। সোমবার এডিসি লাইরহলু খেনতে এই স্টলের উদ্বোধন করেছেন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার শাওন সূত্রধর, ওয়ার্ড কমিশনার রাজু চক্রবর্তী এনইউএলএমএর সিটি প্রজেক্ট ম্যানেজার সহিদুর রহমান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

প্রতাপগড়ে প্রভাতফেরী অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট: ১৩ প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্রের ২৯নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিকে সামনে রেখে সোমবার প্রভাত ফেরির আয়োজন করা হয়।

স্বাধীনতা দিবসকে সামনের রেখে সারা রাজ্যেই হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ২৯নম্বর প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্রের ২৯নং ওয়ার্ডে সোমবার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রাটি এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রার সূচনা করে এলাকার কর্পোরেটর রমাদাস বলেন, দেশব্যাপী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আমাদের রাজ্যেও এ কর্মসূচি পালিত হচ্ছে।আগরতলা পুর নিগমের ২৯ নং নম্বর ওয়ার্ডের প্রতাপগড় বিধানসভা এলাকায় এ উপলক্ষে সোমবার শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে প্রতিটি বাড়ি বাড়ি এবং অফিস আদালত, ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

ফের অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে সমর্থ হল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট: ফের অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে সমর্থ হলো বিএসএফ জওয়ানরা। এক প্রেস বার্তা এ খবর জানানো হয়েছে।

প্রেসবার্তায় উল্লেখ করা হয়েছে, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং দুর্বল দৃশ্যতার সুযোগ নিয়ে ১২ থেকে ১৫ জন বাংলাদেশী নাগরিকের একটি দল দিনের বেলায় খোয়াই জেলার বিওপি পাহাড়মুড়া এলাকা দিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করে। তখনই কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। বিএসএফ সৈন্যদের বাধার মুখে তারা জোরপূর্বক সীমান্ত বেড়া দিয়ে ভারতে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টা ঠেকাতে এক রাউন্ড পাম্প অ্যাকশন বন্দুক থেকে গুলি চালানো হয়। তখন অনুপ্রবেশকারীরা পুনরায় বাংলাদেশের দিকে পালিয়ে যায়।

করিমগঞ্জে স্বাধীনতা দিবস উদাপনের সরকারি কার্যসূচি

করিমগঞ্জ (অসম) ১২ আগষ্ট (হি.স.) : সমগ্র দেশের সঙ্গে সংগতি রেখে করিমগঞ্জেও আগামী ১৫ আগস্ট ৭৮-তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হবে। করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় জেলার মূল অনুষ্ঠান শহরের সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। এদিন সকাল ৯-টায় করিমগঞ্জ সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে প্রধান অতিথির উপস্থিতে সমবেত জাতীয় সংগীত সহযোগে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং ১৫ নম্বর এপিআইআর ব্যাটালিয়ান, করিমগঞ্জ জেলা পুলিশ, সিআরপিএফ জওয়ান, হোমগার্ড, ভারত স্কাউট অ্যান্ড গাইডস, এনসিসি, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং অন্য ২০টি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে সম্মিলিত কুচকাওয়াজ প্যারেড ও মার্চপাস্ট অনুষ্ঠিত হবে। তার পর অনুষ্ঠিত হবে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মৎস্য পালন, কৃষি ক্ষেত্র, বন সংরক্ষণ এবং ক্রীড়া, যোগ ব্যায়াম ও সংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য কৃতীদের জানানো হবে সংবর্ধনা। করিমগঞ্জ জেলার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে। প্যারেড ও মার্চপাস্ট এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হবে। এর আগে ওইদিন সকাল ৬-টায় জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের স্থায়ী মাইক যোগে দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবস পালনের সূচনা করা হবে। ৬-টা ৩০ মিনিটে যোগা প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের যোগদানে জাতীয় পতাকা সহ প্রভাতফেরী, সকাল ৭-টায় জনসাধারণের বাসভবন, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন। সকাল-৮ টায় সরকারি ভবন, কার্যালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সকাল ৮-টা ২০ মিনিটে নেতাজি ব্যায়াম সংঘের সদস্যদের জাতীয় পতাকা সহ করিমগঞ্জ শহরে দৌড়, সকাল সাড়ে ৮-টায় প্রধান অতিথি কর্তৃক শহরের ডাক বাংলো রোডে অবস্থিত শহিদ বেদিতে মাল্যদান। এদিকে ওইদিন সকাল ১০টায় স্থানীয় জেলা কারাগারে লায়ন্স ক্লাব, রেডক্রস সোসাইটি হাসপাতালে জেলা বাণিজ্যিক সংস্থা এবং সিভিল হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে রোটারি ক্লাব ও বরাক উপত্যকা সর্বধর্ম সমন্বয় সভা কর্তৃক বৃদ্ধাশ্রম এবং অনাথ আশ্রমে ফল, মিষ্টি, বিস্কুট ইত্যাদি বিতরণ করা হবে। সকাল ১১টায় লাতু মালেগড় শহিদ স্মৃতিসৌধ, বদরপুর দুর্গ ও শ্রীশ্রী রাম-জানকি মন্দির দুল্লভছড়া, যেখানে চরগোলা এক্সোডাস প্রতি বছর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মৃতিতে স্বাধীনতা দিবস পালন করে।

ইন্টার ন্যাশনাল চাকমা ফাউন্ডেশন আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট: ইন্টারন্যাশনাল চাকমা ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে রাধামন-ধনপুদি রং ঢং কেন্দ্রের অধীনে এবং আইসিএফ একাডেমীর আয়োজনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ডাঃ পি বি তালুদার এর মরণোত্তর সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করা হয়। রবিবার বিকেলে আগরতলার চানমারীস্থিত চাকমা আদামে, আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি, উদ্বোধক, বিশেষ অতিথি, সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত যথাক্রমে গৌতম প্রসাদ তালুকদার, প্রতাপ চাকমা, নানু রঞ্জন ভৌমিক, অরুণ কান্তি চাকমা, আনন্দ মোহন চাকমা প্রমূখ উদ্যোক্তাদের ভুয়যী প্রশংসা করেন। সভাপতিত্ব করেন চারু কুমার চাকমা। স্বাগত ভাষণ সহ ডাঃ পি বি তালুকদার সম্পর্কে আলোচনা করেন সংগঠনের সভাপতি প্রগতি চাকমা।সংগঠনের মোট ৩০ জন সদস্যসহ অন্যান্যরা অনেকেই এতে অংশ গ্রহণ করেন। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন মনোরঞ্জন দেববর্মা। উল্লেখ্য আগামী দিনে আয়োজন করার লক্ষ্যে বেশ কিছু প্রস্তাব, পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে বলে সংস্থার সম্পাদক প্রগতি চাকমা এক বিবৃতিতে বিস্তারিত জানিয়েছেন।

পাঁচ চোর সহ এক নেশা বিক্রেতা আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এক নেশাকারবারি সহ পাঁচ চোরকে আটক করল পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ।

পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি পরিতোষ দাস জানিয়েছেন, গতকাল সন্ধ্যায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে রাধানগর এলাকায় বিপ্লব বণিক নামে এক যুবক নেশাসামগ্রী বিক্রি করতে আসবে। সেই খবরের ভিত্তিতে রাধানগরে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। ওই সময় বিপ্লব বণিক আসতেই তাকে আটক করে। তার কাছ থেকে পুলিশ ১৩৫টি ড্রাগসের কৌটা উদ্ধার করে। যার বাজার মূল্য ৫০ হাজার টাকা বলে জানান তিনি।

তিনি আরও জানিয়েছেন, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে তার সঙ্গে আরও পাঁচ জন ব্যবসায়ে জড়িত রয়েছেন। যথারীতি তাদের বাড়িতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছিল কিন্তু তাদেরকে আটক করতে পারেনি। অপর একটি ঘটনায় ওসি জানান, গত ৫ আগস্ট একদল দুষ্কৃতিকারী বড়জলা স্কুল থেকে কিছু ফ্যান কম্পিউটার এবং কিছু আসবাবপত্র চুরি করে নিয়ে যায়। পুলিশ তদন্ত নেমে পাঁচজনকে আটক করে। তাদের নাম সমীর বিন ,বিলাস গুপ্ত ,যদুমনি গুপ্ত, শানু দেব ও রাজেশ দেবনাথ। তাদের কাছ থেকে তিনটি সিলিং ফ্যান, একটি দা উদ্ধার করে। তাদের প্রত্যেককে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আজ আদালতে সোপর্দ করা হবে।

গ্রন্থাগার দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। লাইব্রেরী সায়েন্স এর জনক ড়এস আর রঙ্গনাথনের জন্ম তিথি উপলক্ষে রাজ্যের সব কয়টি পাবলিক লাইব্রেরীতে উদযাপিত হলো গ্রন্থাগারিক দিবস। এদিন রাজ্যের প্রধান গ্রন্থাগার তথা বীরচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর মূল অনুষ্ঠানে হেডলাইব্রেরীয়ান শ্রী দিলীপ কুমার দাস এর সভাপতিত্বে রঙ্গনাথনের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগারিক দিবস প্রতিপালন এর সূচনা করেন আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক তথা রাজ্যের বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক ড় আশিসকুমার বৈদ্য।

লাইব্রেরী কর্মীদের উৎসাহিত করার জন্য এবছর থেকে "বর্ষ সেরা লাইব্রেরী কর্মী "সম্মাননা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। লাইব্রেরীর প্রতি ভালবাসা দায়িত্ববোধ,পাঠকদের পরিষেবা ইত্যাদি বিষয় গুলো নজরে রেখে এবছর বর্ষ সেরা লাইব্রেরী কর্মী সম্মাননা দেওয়া হয়েছে কাঞ্চনপুর পাবলিক লাইব্রেরির সর্টার কর্মী শ্রী সাধন বিকাশ বড়ূয়া এবং উদয়পুর নজরুল গ্রন্থাগার এর গ্রুপ -ডি কর্মী শ্রী নরোত্তম দেববর্মাকে। সম্মাননা হিসেবে একটি করে সার্টিফিকেট, একটি করে মেমেন্টো, একগুচ্ছ বই ও কিছু অর্থ রাশি প্রাপকদের হাতে তুলে দেয়া হয়।

এছাড়াও এবছর স্বাধীনতা দিবসের আজাদী কা অমৃত মহোৎসব এর অঙ্গ হিসেবে ১২ থেকে ১৬ আগষ্ট পর্যন্ত ৫ দিনের একটি পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে বীরচন্দ্র লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে।

অনুষ্ঠানে অতিথি বর্গরা ড় এস. আর. রঙ্গনাথন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের উপর বিশদভাবে আলোচনা করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র লাইব্রেরীয়ান শ্রী মতি মধুমিতা চৌধুরী, পাঠকদের পক্ষে আলোচনা রাখেন ড় দেবব্রত দেবরায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সিনিয়র লাইব্রেরীয়ান শ্রী মনোরঞ্জন দেববর্মা।

বানভাসিদের জন্য মানিকচকে চালু কন্টোল রুম

মালদা, ১২ আগস্ট (হি. স.) : মালদার ভূতনির বানভাসিদের জন্য মানিকচকে এবং জেলা সদরে ২৪ ঘণ্টার জন্য খোলা হল কন্টোল রুম। মানিকচকে রাত্রিযাপন করে নজরদারি চালাবেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া। জেলা শাসক জানান, 'আজ বিকেলে জনপ্রতিনিধি, বিধায়ক, পুলিশ, সহযোগী সমস্ত বিভাগকে নিয়ে বৈঠক হয়েছে। মানিকচক ব্লকে এবং জেলা সদরে ২৪ ঘণ্টা কন্টোল রুম খোলা হচ্ছে। দুর্গতদের জন্য প্রথম দফায় ৪০ কুইন্টাল চিঁড়া, গুড়, ত্রিপলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুর্গতদের ত্রিপল দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি স্কুলে ফ্লাড সেন্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুর্গত পরিবারগুলিকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা হবে। ফ্লাড সেন্টারগুলিতে রান্নার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা ও যাতায়াতের জন্য নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পানীয় জল এবং শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, ফ্লাড সেন্টারগুলিতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র মজুত করা হয়েছে। বিশেষ করে সাপে কাটা ওষুধ ও অন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ রাখা হচ্ছে। বিদ্যুতের বিকল্প হিসেবে জেনারেটরের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শিশুখাদ্য, পশুখাদ্য ও অস্থায়ী শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতি তদারকির জন্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত জেলা থেকে ৬ জন আধিকারিককে মানিকচকে পাঠানো হচ্ছে। মেডিকেল টিম তৈরি করা হয়েছে, তাঁরা সোমবার থেকে কাজ শুরু করবেন।

ছাত্র আন্দোলনের ৮৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত ছাত্র যুব ভবনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট: ভারতীয় ছাত্র ফেডারেশন ত্রিপুরা রাজ্যে কমিটির উদ্যোগে সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের ৮৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হয় মেলার মাঠ ছাত্র যুব ভবনে। উপস্থিত ছিলেন ভারতের ছাত্র ফেডারেশন ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক সন্দীপন দেব। এসএফআই-এর ৮৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস সোমবার রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এই উপলক্ষে মেলারমাঠ ছাত্র যুব ভবনে সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসটির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। দিবসটির আনুষ্ঠানিক সূচনা করে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব বলেন উত্তরপ্রদেশের লোকটো শহরে ছাত্র ফেডারেশনের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ হয়েছিল।

এই সংগঠন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে। তিনি বলেন, আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যে প্রত্যাশা নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছিলেন আজও আমরা সেই স্বাধীনতা পাইনি। দেশের ছাত্র যুব সমাজকে দেশ গঠনের কাজে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান। রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও এদিন এসএফআই- এর প্রতিষ্ঠা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে।

হাসপাতালে কর্মবিরতি সমাধানের পথ খুঁজছে নবান্ন

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি.স.) : আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের এমন মর্মান্তিক পরিণতির প্রতিবাদে সোমবার দেশজুড়ে সরকারি হাসপাতালে কর্মবিরতি করছেন সর্বস্তরের চিকিৎসক। সূত্রের খবর, এ নিয়ে নবান্নে জরুরি ভিত্তিতে ভারচুয়াল বৈঠকে বসেন রাজ্যের মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকা।কর্মবিরতির জেরে অচলাবস্থা রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে জরুরি বিভাগ, বহির্বিভাগগুলিতে। রোগীরা চিকিৎসা করাতে এসে হয়রানির শিকার হচ্ছেন। বহু জায়গায় রোগীকে নিয়ে আসা তাঁদের বাড়ির লোকেরা অসহায় অবস্থায় অন্যত্র চিকিৎসার আশায় চলে যাচ্ছেন। কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হয়ে চিৎকার শুরু করছেন। এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসা পরিষেবা সচল করতে সব রকম ভাবেই উদ্যোগী হয়েছেন রাজ্য সরকার। সূত্রের খবর, মুখ্যসচিব এ সব নিয়েই কথা বলেছেন বিভিন্ন হাসপাতালের আধিকারিকের সঙ্গে।

আর জি কর-কাণ্ডঃ মমতার ইস্তফা দাবি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের

পাটনা, ১২ আগস্ট (হি.স.) : কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় তোলপাড় গোটা দেশ। ক্ষোভে ফুঁসছে বাংলা তথা দেশের রাজনৈতিক মহলও। এবার এই নিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং।এই ঘটনা প্রসঙ্গে গিরিরাজ সিং বলেন, 'সরকারি নিরাপত্তার মধ্যে আমাদের মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছে। এই ঘটনার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ করা উচিৎ। তাঁর (মমতা)-র মধ্যে সামান্যতম নৈতিকতা থাকলে তাঁর ইস্তফা দেওয়া উচিৎ। পাশাপাশি, আর জি কর-এর ঘটনায় রাহুল গান্ধীর নীরব থাকা নিয়েও এদিন তিনি একহাত নেন রাহুলকে। আর জি কর হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তার ধর্ষন ও নৃশংস খুনের বিচার বিভাগীয় তদন্ত, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সহ তাম্রলিপ্ত মেডিকেল কলেজে হোস্টেলে নিরাপত্তা সুনিশ্চিতের দাবিতে সোমবার মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে তমলুক হাসপাতাল চত্বর এলাকা সহ হাসপাতাল মোড়ে এক মৌন মিছিল হয়। মিছিলে প্রায় পাঁচ শতাধিক মেডিকেল ছাত্রছাত্রী-ডাক্তার অংশগ্রহণ গ্রহণ করেন। এবং তারা হাসপাতালের সুপার ও কলেজের প্রিন্সিপালকে ওই সংক্রান্ত দাবিদাওয়া যুক্ত স্মারকলিপি জমা দেন। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় সম্পাদক ডাঃ ভবানী শংকর দাস, সহ-সভাপতি ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া, ডাঃ জয়দেব ঘড়া,ডাঃ কালিশংকর পাত্র, রামচন্দ্র সাঁতরা, লীনা দাস প্রমুখ। শেষে সংগঠনের পক্ষ থেকে হাসপাতাল মোড়ে এক বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নেতৃবৃন্দরা ওই নারকীয় ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানান।

"ভয় নয়, ক্রোধ জন্মাচ্ছে", মন্তব্য পরিচালক কমলেশ্বরের

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর হাসপাতালে এক তরুণী চিকিৎসকের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনায় ক্ষুব্ধ চলচ্চিত্র পরিচালককমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। সংবাদমাধ্যমে তিনি বললেন, "ভয় নয়, ক্রোধ জন্মাচ্ছে। কমলেশ্বরবাবুর কথায়, "এই অঘটন কেবল এক তরুণী চিকিৎসকের সঙ্গে ঘটে যাওয়া অন্যায় নয়। সমগ্র নারী জাতির অপমান। এই অপমানের বিচার চাই।" তাঁর মতে, প্রয়োজনে হোক বা অপ্রয়োজনে, নারী পথে নামবে। তাকে সেই সুরক্ষা দিতে হবে।পরিচালক এক সময় পেশায় চিকিৎসক ছিলেন। সেই জায়গা থেকে তাঁর কী বক্তব্য? কমলেশ্বর জানিয়েছেন, শুধু চিকিৎসক নন, চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের প্রত্যেকের সুরক্ষা চাইছেন তিনি।

সংহতি ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট: ১৫ আগস্ট রামনগর কৃষ্ণনগর এর ঐতিহ্যবাহী সংহতি ক্লাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবির সহ নানা সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

রামনগর কৃষ্ণনগর এর ঐতিহ্যবাহী ক্লাব সংহতি। সারা বছরই তারা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে নিজেদের জড়িয়ে রাখে। আগামী ১৫ই আগস্ট ভারতের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস এবং সংহতি ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সংহতি ক্লাবের উদ্যোগে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

সেই সকল কর্মসূচি সম্পর্কে সোমবার ক্লাবগৃহে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত তুলে ধরেন ক্লাবের সম্পাদক দীপক মজুমদার। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন সভাপতি শিশির মজুমদার সহ ক্লাবের অন্যান্য কর্মকর্তা। আগামী ১৫ই আগস্ট, বৃহস্পতিবার সকালে সংহতি ক্লাব পুজা প্রাঙ্গনে আয়োজিত হবে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, মরণোত্তর দেহদান, মরণোত্তর চক্ষুদান এবং আধার নিবন্ধীকরন শিবির।

প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা, অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা নাগিছড়াস্থিত কাঠিয়া বাবা আশ্রমের মহারাজ সদানন্দ দাস কাঠিয়া বাবা ও বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করবেন ৭- রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা আগরতলা পুর নিগমের মেয়র এবং সংহতি ক্লাব সম্পাদক দীপক মজুমদার।এছাড়া এদিনের এই অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ২০২৩-২০২৪ সালের সদর সিনিয়র ক্লাব ক্রিকেটে সংহতি ক্লাব ত্রিমুকুট এর শিরোপা অর্জন করে যথা বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিসন, সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ এবং তপন মেমোরিয়েল নকআউটে বিজয়ী খেলোয়ারদের ক্লাবের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।